আত্মারামের কাহিনী

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :—
শ্রীসুখেন্দু বিকাশ মজুমদার
৫৪।১, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দোল পূর্ণিমা—১৩৪০

ছ'টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎকুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস
১।১, ভীম ঘোষ বাই লেন,
কলিকাতা।

আত্মারামের কাহিনী

আত্মারামের কাহিনী।

উপক্রমণিকা।

বছর কয়েক পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। কি খেয়াল হইল, হঠাৎ বৈকাল বেলা সহরের দূষিত বায়ু সেবনের জন্য বাটীর বাহির হইলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে একেবারে লেক্ রোডে গিয়া উপস্থিত। ভাবিলাম, যখন অন্যমনস্কে "রোডে" আসিয়া পড়িয়াছি তখন একেবারে লেকের ভিতরে গিয়া হাজির না হই কেন? "লেকের ভিতরে" মানে,—হ্রদের জলের ভিতরে ডুবিয়া জ্বালা জুড়াইতে নয়। তাহার পাড়ের চারিধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাকৃতিক—অপ্রাকৃতিক, কৃত্রিম—অকৃত্রিম, স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক, সান্ধ্য ও নৈশ শোভা-সৌন্দর্য্য এবং সেই সঙ্গে রং-বেরংএর মজা দেখিয়া আসা যাক্ না কেন? চরণযুগল যখন এতদূর একটানা বহন করিয়া আনিয়াছেন,—তখন আর একটু-খানি কষ্টস্বীকার না করিয়া আমার মনঃক্ষুণ্ণের কারণ হইবার প্রয়োজন কি? উৎসাহ লাভ করিয়া চরণজুড়ী স্ফূর্ত্তিসহকারে চলিলেন। লেকে পৌঁছিয়া গেলাম।

অহো! ধন্য কলিযুগ! ধন্য কলিকাতা সহর! কি শুভক্ষণে এই লেক্ নামধেয় মজা সুখসম্ভোগের স্থানটী সৃজিত হইল! সে যে কি শোভা,—সেখানে যে কত মজা,—কত আনন্দ,—তাহা লিখিয়া জানাইবার নয়! দলে দলে যুবক—যুবতী, কিশোর—কিশোরী, তরুণ—তরুণী, সধবা—কুমারী, বালক—বালিকা, ছাত্র—ছাত্রী, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য,—প্রাণ খুলিয়া আমোদ উপভোগের জন্য আসিয়া জুটিয়াছেন—জুটিতেছেন এবং নিত্য জুটিবেন! মজা—আনন্দ—সুখ—সম্ভোগ যেন মূর্ত্তিধারী হইয়া লেক্-নন্দন কাননের চারিধারে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। যে দিকে দেখ,—সেই দিকেই নানারকমের আনন্দ-পরমানন্দের মেলা! জলের ধারে আনন্দ, সাঁকোর উপরে আনন্দ, ঘাসের বিছানায় আনন্দ, বেড়াইবার পথে আনন্দ, গাছের তলায় আনন্দ, ঝোপে-ঝাপে পরমানন্দ! কাহারও বা আনন্দ দেখিয়া আনন্দ,—কাহারও বা আনন্দ করিয়া আনন্দ! এ তো লেক্ নয়,—এ সদানন্দপুরী!

নিরানন্দ কেবল আমি! কারণও তাহার যথেষ্ট! গিয়াছি সটান পদব্রজে,—সঙ্গে নাই এমন একটি প্রাণী যাহার সঙ্গে বসিয়া দুটো পরচর্চ্চা-পরনিন্দা করিয়া ওরই মধ্যে কিছু আনন্দ উপভোগ করি! বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীচরণপ্রভুদ্বয় যখন বিদ্রোহিতা ঘোষণা করিলেন, তখন অগত্যা জলের ধারে একপার্শ্বে স্থাননির্দ্দেশ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রথমে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়াছিলাম,—অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়া একটু "কাৎ" হইয়া অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় দেহযষ্টিকে রক্ষা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে চরণ দুইটী লম্বা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া কটীদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ধনুকের

আকারে মাটি হইতে ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া দৈহিক আনন্দ-লাভে যত্নবান হইলাম। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর,—পৃষ্ঠদেশের অৰ্দ্ধেকটা “মাটী লইল” বুঝিতে পারিলাম। চারিদিক যখন বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন দেহটা চৌদ্দপোয়াই মাটীর উপর রক্ষা করিয়াছি! আঃ—কি আরাম! আরামের চরম হইল,—সেইখানে সেই অবস্থায় গাঢ় নিদ্রায়! এমন সুনিদ্রা নিজগৃহে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায়ও কখনো হয় নাই!

চমক যখন ভাঙ্গিল তখন আতঙ্কে বিস্ময়ে যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম; বাড়ী নয়—ঘর নয়—বিছানা নয়, কোথায় জলের ধারে আসিয়া শুইয়া পড়িয়া আছি? খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আদ্যোপান্ত একবার ভাবিয়া লইলাম। রাত্রি কত,—ঠিক আন্দাজ করিয়া লইতে পারিলাম না। তবে যে খুব বেশী নয়,—তাহাও অনুমান করিয়া লইলাম। কারণ, লোকে যদিও সন্ধ্যাকালে যেরূপ জনতা দেখিয়াছিলাম সেরূপ জনতা নাই, তবু সৌখীন তরুণ—তরুণী এবং বাবু—বাবুনীদের অথবা শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গিনীদের অভাব ছিলনা। আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া গৃহপ্রত্যাগমনের আশায় গাত্রোত্থান করিলাম। জলের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিলাম,—বাড়ী যাইবার জন্য স্থলের দিকে মুখ ফিরাইতে গিয়া দেখি, যেখানে শুইয়াছিলাম ঠিক সেইখানে একটা বাণ্ডিলের মত কি পড়িয়া আছে! সন্দিগ্ধচিত্তে দ্রব্যটী তুলিয়া লইলাম। দেখিলাম, কাগজের একটি বাণ্ডিল,—ছোট একটী বালিসের আকার। কোনো হৃদয়বান ভদ্রলোক অথবা সহৃদয়া ভদ্রমহিলা,—গভীর নিদ্রামগ্ন এই

হতভাগ্যের মুণ্ডটা মাটীর উপর গড়াগড়ি যাইতেছে দেখিয়া বালিশ অভাবে কতকগুলি কাগজ সংগ্রহ করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া আমার নিদ্রা-সুখভোগের সহায়তা করিয়াছেন। অপরিচিত অজ্ঞাত সেই মহানুভব পুরুষপুঙ্গব অথবা নারীকুলশিরোমণি দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল! বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা,—দুই চারি ফোঁটা অশ্রুজল আনন্দে ও বিষাদে পাষাণ প্রাণ ভেদ করিয়া চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িল! আনন্দের কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু বিষাদের কারণ এই যে,—এই লেক্‌রূপ আনন্দ-কাননে এই রাত্রিবেলায় পরমানন্দ উপভোগের সময়—চারিধারে বিস্তর নরনারী এবং অন্যান্য মজার জিনিষ উপেক্ষা করিয়া সেই দয়াময় বা দয়াময়ী নজর করিলেন কিনা আমার মত এক অপদার্থ জীবকে এবং তাহার মস্তকের তলায় "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাং" হিসাবে কাগজের বাণ্ডিলে বালিশ প্রস্তুত করিয়া তাহার সুখভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে না জানি কত কষ্টই স্বীকার করিয়াছেন! ইহাপেক্ষা বিস্ময় বা বিষাদের ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যাহার সাহায্যে এতক্ষণ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিলাম, সেই বাণ্ডিলটী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনা হইল। আবার সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম,—কাগজগুলি পুরাতন খবরের কাগজের বাণ্ডিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পরিষ্কার কাগজ,—লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। চাঁদিনী রাত্রি না হোক্,—মনোযোগ-পূর্ব্বক দেখিলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়,—কাগজগুলি নিছক সাদা নয়,—লেখা কাগজ! হাতে-লেখা বই হোক্, অথবা উকীলবাড়ীর

লেখাপড়ার কাগজ হোক্ কিম্বা হিসাবনিকাশের খাতা হোক্,—এই রকম একটা না একটা কিছু হইবে নিশ্চয়ই !

তাহা হইলে ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া তো যুক্তিসঙ্গত বা ভদ্রোচিত নয় ! নিশ্চয়ই কাহারও কোনো দরকারী কাগজপত্র ;—বালিশ অভাবে আমার মস্তকটা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে দেখিয়া অগত্যা আমার উপকারার্থে এটা কিছুক্ষণের জন্য তিনি আমার কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন ! ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা আশেপাশে কোথাও আছেন,—ঘুরিয়া ফিরিয়া এইখানে তাঁহাকে আসিতেই হইবে।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। কাগজের তাড়া চাহিতে কেহই আসিলেন না। মহা বিপদে পড়িলাম আর কি ! হাত পাঁচ ছয় দূরে একটি মহিলা বসিয়াছিলেন,—অনেকক্ষণ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম,—ওঁকেই একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—উনি যদি কাগজ-সম্বন্ধে কিছু জানেন। উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলাম। মহিলাটী গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিলেন,—আমি নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া দিয়া আমার পানে চাহিয়া গাহিলেন—

"আমি—যাব কি ও হৃদি'পরে ছুটিয়া
পড়িব কি পদতলে লুটিয়া—"

মন্দ লাগিতেছিল না। একে স্ত্রীকণ্ঠ, তায় "রজনী তিমিরে ঘেরা", তায় নির্জ্জন পুষ্করিণীর পাড়। প্রাণে একটু আতঙ্কেরও উদয় হইল। মহিলাটী হঠাৎ গান থামাইয়া বলিলেন,—"বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? মোটর সঙ্গে আছে তো ? আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত জানবেন।"

কি বলে রে বাবা!

আমি ও সকল কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাড়াতাড়ি কাগজের বাণ্ডিলটী তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম—"এ বাণ্ডিলটী আপনার?"

আমার কোঁচাটী ধরিয়া ঈষৎ একটু টানিয়া যুবতী বলিলেন,—"আমার কি আপনার—তার বিচার হবে'খন! বসুন না!"

বসিতে বাধ্য হইলাম।

মহিলাটী কাছে ঘেঁসিয়া আমার হাত হইতে বাণ্ডিলটী লইয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"বাজে কথা ছেড়ে দিন। নভেল হাতে করে বেরিয়েছেন,—সাহিত্যিক আপনি—বুঝতে পেরেছি। আমিও সাহিত্য-সেবিকা। বেছে বেছে ঠিক ধরেছেন আমাকে। তা—এখানে এখন ত আর কেউ নেই,—কা'কে শুনিয়ে সাহিত্যকথা ক'য়ে দোষ কাটাতে চাইছেন?"

আমি তো অবাক! বলিলাম,—"কি ব'ল্‌ছেন আপনি?"

"ঠিকই ব'ল্‌ছি প্রেমিকপ্রবর! বাজে কথা ক'য়ে দরকার নেই, ট্যাক্সি হাজির আছে তো? চলুন!"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে আপনার খুসী! আমার বোর্ডিংএ তো সুবিধে হবেনা। কত টাকা সঙ্গে আছে?"

"গণ্ডা আষ্টেক পয়সা————"

"নিকালো—"বলিয়া সেই ভারী কাগজের বাণ্ডিলটা আমার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যুবতী গাত্রোত্থান করিয়া মরালগমনে কোথায় অদৃশ্য হইলেন।

বজ্রাহতের ন্যায় খানিকক্ষণ সেইখানে বসিয়া থাকিয়া আমিও উঠিলাম। ভাবিলাম,—কি করা যায়! দরকারী কাগজপত্রগুলি ফেলিয়া যাওয়াও ত উচিত নয়! লেকের চারিদিকে ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুসন্ধান করিলাম, এ বাণ্ডিল কাহার! অধিকারীর সন্ধান কিছুতেই পাইলাম না! ফটকের বাহিরে একটি বৃদ্ধ মোটরে উঠিতেছিলেন,—সঙ্গে একটি নানালঙ্কারভূষিতা বিচিত্রবসনা ষোড়শী। মোটরের কাছে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি এখানে কোনো বাণ্ডিল ফেলে এসেছেন?"

বৃদ্ধ অবশিষ্ট দন্ত কয়েকটী বিকাশপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"হা—হা—বাণ্ডিল তো চাই! (ষোড়শীর দিকে ফিরিয়া) কি কও পোটল বিবি,—গরে বাণ্ডিল ফুরাইছে না?"

ষোড়শী বৃদ্ধের গণ্ডে একটী মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—"মর্ মুখপোড়া বাঙ্গাল! কি ব'ল্‌ছেন ভদ্রলোক,—আগে ভাল ক'রে শোন্‌না!"

বৃদ্ধ। "হঃ—কবে আর কি—মোর মাথা আর মুণ্ডু! রাত্রিকালে লুকায়ে বাণ্ডিল ব্যাচ্‌ছে—বুঝবার পারনা?"

আমাকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "গিরি ইষ্টার হিন্‌সি বাণ্ডিল রাখ নাহি?"

আমি বঙ্গজ বাবুর ভাষা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব'ল্‌ছেন?"

বৃদ্ধ। "বাণ্ডিল আন্‌ছ নাহি? কি বাণ্ডিল?"

আমি কাগজের বাণ্ডিলটি দেখাইয়া বলিলাম,—"এ কাগজের বাণ্ডিলটা কি আপনার ?"

"হালা—মস্করা করবার লাগ্‌ছ ?" বলিয়া বৃদ্ধ আমাকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া মোটরে উঠিয়া বসিয়া শফারকে বলিলেন—"চলো—চীনা হটেল !" ষোড়শী মোটর হইতে হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"কিছু মনে ক'র্ব্বেন না মশাই—উনি ব্র্যাণ্ডিকে 'বাণ্ডিল' বলেন কিনা,—তাই আপনার কথা শুনে মনে করেছিলেন,—আপনি বুঝি লুকিয়ে ব্র্যাণ্ডি বেচ্‌তে এসেছেন !"

মোটর সশব্দে চলিয়া গেল। অগত্যা বাণ্ডিলটী লইয়া পাপের ভোগ ভুগিতে ভুগিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পর উপর্য্যুপরি প্রায় মাসাবধি লেকে গিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছি,—এই কাগজের বাণ্ডিলটার কোনো কিনারা করিতে পারি নাই।

সকলেই বলে—"খুলিয়া দেখ—উহার ভিতর কি আছে !"

পরের জিনিষ,—খুলিয়া দেখিতে ভরসা হয়না। সত্যচরণ ভায়া বলিল,—"চুপি চুপি খুলে দেখুন দিকি দাদা—হয়তো ভেতরে দশটাকার কিম্বা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল থাক্‌তে পারে !"

পাগল আর কি !

গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছি,—কাগজ ছাপাইয়া চারিদিকে বিলাইয়াছি,—এ পোড়া বাণ্ডিলের মালিকের কোনো সন্ধান পাই নাই !

মাসের পর মাস চলিয়া গেল। অগত্যা এক পুলিশ-কর্ম্মচারির পরামর্শে বন্ধুবর উকীলপ্রবর নলিন বাবুর সম্মুখে কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া ফেলি-

লাম। দেখিলাম,—যাহা ভাবিয়াছি ঠিক তাই! একখানি হাতে-লেখা সম্পূর্ণ উপন্যাস! উপন্যাস কি জীবনচরিত কি নিছক 'গাঁজার খেয়াল,'—আগাগোড়া পাঠ করিয়া আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না বটে, তবে বড় মজার ব্যাপার! আর কিছু না হোক্—সময় কাটাইবার মহৌষধ! [illegible]কের নাম-ধাম ঠিকানা কিছুই নাই। রচনারও কোনো নামকরণ নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকের হাতে লেখা একখানি পত্র 'পিন্' দিয়া আঁটা আছে। পত্রখানি এই :—

"শ্রীচরণেষু—

সেজ্‌দি! রমেশদা'র ভারি জাঁক! মেজাজের আর আজকাল কিছুই ঠিক নেই! বলেন—"এখন আমি মস্ত বড়লোক,—আমার কি ছোটখাটো কথায় কান দেওয়া উচিত,—না,—ছোট-খাটো ব্যাপারে মাথা ঘামানো শোভা পায়?" আত্মারামের ওপর ভারি চটেছেন। কাহিনীখানা প'ড়্‌তে দিয়েছিলুম। ফেরত দিয়ে বলেছেন,—"এটা আত্মারামের কাহিনী নয়,—পাগলের দলীল। বি এ এম এ পাশ ক'রলেই বিদ্বে হয়না।"

আত্মারাম চলে গেছেন। কোথায় গেলেন—তা ব'ল্লেন না। কাগজ গুলো পুড়িয়ে ফেলতে বলেছেন। ব'ল্লেন—"সুনীলাকে বলিস্—তার ছেলের দুধ গরম কর্ব্বার কাজে লাগ্‌বে।" যাবার সময় বলে গেলেন—"আর ইহজীবনে আমার সঙ্গে দেখা হবেনা। আমার খুব দুনিয়া-দর্শনের সাধ মিটেছে। একটা কথা জেনে রাখ্। মাত্র বরাতক্রমেই আজ রমেশদা'র 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ'। এঁটোপাত স্বর্গে উঠেছে! ওর সংস্পর্শে কেউ যায়নি। ও দেশের শত্রু,—জগতের শত্রু,—হিন্দু সনাতনধর্ম্মের শত্রু,—

নর-নারীর শত্রু! বাঙ্গালা দেশের মুখে আগুন,—নইলে রমেশদা'কে মাথায় চ'ড়তে দেয়?" কাগজগুলো তুমিই পুড়িও—

ইতি তোমার স্নেহের—

"রাণু"—

কে সেজদি',—কে সুনীলা,—কে [illegible]দা',—কে আত্মারাম,—কে রাণু,—বাস্তব জগতে কাহাকেও পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম,—ইহা "আত্মারামের কাহিনী।" সত্যকার রমেশদা'কে জানিনা,—তবে তিনি যে ইহাকে "পাগলের দলীল" বলিয়া ছাড়িয়াছেন, সেটা নিতান্ত বিদ্বেশবশেই,—তা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তবে আমার বক্তব্য এই,—আত্মারাম নিজের কাহিনী লিখিয়া কাহারও কোনো উপকার বা মঙ্গলসাধন করুন আর নাই করুন,—দুনিয়াটাকে যে তিনি ভাল রকম চিনিয়াছেন এবং সকলকে চিনাইয়া দিয়াছেন,—এ কথা যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি পাষণ্ড—মিথ্যাবাদী—অর্ব্বাচীন!

ইতি—

সৎ—চিৎ—আনন্দ বল্লভ,

তেজপুর—বিদ্যাপীঠ।

ধাপ্ ধাড়া।

আত্মারামের কাহিনী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূতিকাঘরে জন্মদিন থেকে প্রায় ৭।৮ বছর বয়েস পর্য্যন্ত আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি সঠিক লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কারণ,—সে সব আমার অজ্ঞান অবস্থায় ঘটেছিল। তবে পিতৃদেবের নিজহস্তলিখিত ডায়েরি-বুক্ থেকে আমি অনেক কিছু সংগ্রহ করেছি, তার ভেতর থেকে বেছেগুছে নিয়ে যেটুকু বিবৃত ক'র্ব্ব, তা'তেই আমার শৈশব-ইতিহাস অনেকটা আপনারা বুঝ্তে পার্ব্বেন।

আমার পিতার নাম শ্রীযুত (এক্ষণে স্বর্গীয়) গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। মাতা শ্রীমতি (এক্ষণে স্বর্গীয়া) নীতিময়ী দেবী। পিতা যশোর জেলায় ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে যখন অবস্থান ক'র্ত্তেন তখন এ হতভাগ্যের সেইস্থানে এক বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবারে সন—সালে জন্ম হয়। পূর্ব্ববঙ্গে জন্ম হ'লেও আমার পৈতৃক বাসভূমি কলিকাতা বাদুড়বাগানে। আমার ভাল নাম অর্থাৎ সভ্য সমাজের নাম শ্রীআত্মভূচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক্‌নাম আত্মারাম। পাঠকপাঠিকা নিশ্চয়ই ব'ল্‌বেন, বঙ্গভাষায় কি নামের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যে, ছেলের বিদ্‌কুটে নাম রাখা হ'ল "আত্মভূ"? আমিও প্রথম প্রথম তাই ভাব্‌তুম এবং লোকে যখন নাম শুনে অবাক হ'ত,—কেউ কেউ (বিশেষতঃ স্কুল-পাঠশালের মাষ্টার-পণ্ডিত গুরুমশাই) চ'টে যেতেন, সমবয়সীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'র্ত্ত, তখন এ অদ্ভুত নামকরণের কারণ একদিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম যে, তাঁর গুরুদেব (মহাপণ্ডিত এবং পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী) সাধ ক'রে শিষ্যের নবজাত শিশুপুত্রের অনেক ভেবে-চিন্তে এই অপরূপ নামকরণ করে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। সুতরাং, এ নাম বদল করে কার সাধ্য? ঠাকুরমা বাবার কাছেই যশোরে থাকতেন। তিনি বাবাকে ব'ল্লেন—"এ রকম বেয়াড়া নাম আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না বাবা! তার চেয়ে তোর ছেলেকে আমি "আত্মারাম" বলে ডাক্‌বো!" শুনেছি,—বাবা ঠাকু'মাকে দেড় ঘণ্টাকাল কাছে বসিয়ে "আত্মভূ" শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, বানান ইত্যাদি সকল রকম বুঝিয়ে দিলেও ঠাকু'মা কিছুতেই আমায় "আত্মারাম" ছেড়ে "আত্মভূ" বলে ডাকতে স্বীকৃতা হলেন না।

বাবা ব'ল্‌লেন—"আচ্ছা মা—আত্মারাম ব'ল্‌তে যতটা সময় লাগে, আত্মভূ ব'ল্‌তে তার চেয়ে কম সময় লাগে কিনা—তুমি একবার বলেই দেখনা!"

ঠাকু'মা। "ছিঃ! ছেলের নাম "ভূ"? ঐ "ভূ" থেকে হবে "ভূস্‌," আবার তা থেকে দাঁড়াবে "ভূত"! এ আমি প্রাণ গেলেও ব'ল্‌তে পার্ব্বনা। তার চেয়ে আত্মারাম ঢের ভাল নাম,—ঠাকুরদের নাম!

আমার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হ'লেও,—তোদের আত্মারাম চিরদিন ঘরে বাঁধা থাক্‌বে বাবা!"

পিতা। "আত্মভূ ঠাকুরদের নাম,—তোমাকে যদি একবার বোঝাতে পারি মা, তা'হ'লে তুমি ভুলেও আত্মারাম ব'ল্‌তে চাইবে না। "আত্মন্‌" মানে "স্বয়ং",—"ভূ" মানে "হওয়া"—অর্থাৎ "যে হয়"। তার মানে কিনা,—যিনি আপনা হ'তে হয়েছেন। "মদনদেব রতিপতি," "ব্রহ্মা," "বিষ্ণু," "শিব,"—এঁদের বলে "আত্মভূ"।

ঠাকু'মা। "বলিস্‌ কি বাবা? বেহ্মা—বিষ্টু—মহেশ্বর,—এঁদের ঐ নাম? কই,—কারও মুখে ত শুনিনি কখনো?"

পিতা। "গুরুদেব হলেন মহাপণ্ডিত—ঈশ্বরজানিত—মহাপুরুষ! তিনি যা ব'ল্‌বেন,—যে নাম রাখবেন,—সে কি যে-সে কল্পনায়ও আন্‌তে পার্ব্বে?"

ঠাকুরমা চুপ্‌ করে রইলেন। গুরুদেবের নাম উঠতেই উদ্দেশে প্রণাম করে আগ্রহসহকারে বাবার কথা শুন্‌তে লাগ্‌লেন। বাবা আরও উৎসাহের সঙ্গে ব'ল্‌তে সুরু ক'ল্লেন,——"মহাকবি কালিদাস "কুমার-সম্ভবে" ব্রহ্মাকে "আত্মভূ" বলেছেন,—"বচস্যবসিতে তস্মিন সসর্জ্জ গিরমাত্মভূ।" "রঘুবংশে" বিষ্ণুকে "আত্মভূ" বলেছেন,—"সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ।" "শকুন্তলায়" শিবকে "আত্মভূ" বলেছেন,—"মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।"

পুত্রবৎসলা ঠাকু'মা, বাবার সঙ্গে একটা রফা করে ফেল্লেন,—গুরুদেবের "আত্মভূ"র আত্মাটুকু থাক্‌, আর ঠাকু'মা'র "রাম"টুকু থাক্‌।

গুরুদেবেরও মর্য্যাদা রক্ষা হ'ল এবং মহাগুরু মায়ের আদেশও পালন করা হ'ল। আমার ডাকনাম বাহাল রইল—"আত্মারাম,"—যে নামে এ অধম আজ সর্ব্বত্র পরিচিত।

আমার শৈশব ইতিহাস-সম্বন্ধে বাবার ডায়েরির সারাংশ এই :—

"প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ, যদি সে সতীলক্ষ্মী সন্তান রেখে যান। কমলা সত্যই আমার গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। রূপে, গুণে,—শুধু নামে নয়। একাধারে এত রূপ বাংলা দেশে কোনো স্ত্রীলোকের হ'তে পারে,—আমার বিবাহের পূর্ব্বে এ ধারণা ছিলনা। স্কুল-কলেজে না গিয়ে বাঙ্গালীর মেয়ে এত লেখাপড়া যে শিখতে পারে,—কমলাকে যে না দেখেছে সে কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্ব্বেনা। সেই কমলা আমায় ছেড়ে জন্মের মত চলে গেল। সেই কমলার স্থান অধিকার করে এ লক্ষ্মীছাড়া জীবনের মহা অভাব দূর ক'র্ত্তে পারে,—এমন স্ত্রীলোক কি পৃথিবীতে আছে? আবার বিবাহ ক'র্ব্ব আমি? অসম্ভব! মা বলেন—"ছত্রিশ বছর কি এমন বয়েস? তুই আবার বিয়ে কর্। নইলে—আমি এ বুড়ো বয়সে তোর কচিকাচা ছেলেমেয়ে মানুষ ক'র্ব্ব কেমন করে?"

"বাবা বলেন—"চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে হয়েছে,—আবার বিয়ে ক'র্ব্বে কোন্ লজ্জায়?" বাবাতে মায়েতে প্রত্যহ এই নিয়ে তর্কবিতর্ক—বাদবিসম্বাদ। ভাগ্যে ডেপুটীগিরি পেয়েছিলুম, বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়,—তাই রক্ষা! নইলে,—রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলু-খাগ্ড়ার প্রাণ থাকতো কি?

"বড়দিনের ছুটীতে ক'লকেতায় গেছি। হঠাৎ মা একদিন গঙ্গাস্নান

করে এসেই আমার শোবার ঘরে ঢুকে ব'ল্লেন, "গণেশ! তোকে বিয়ে ক'র্ত্তে হবে! আমি কোনো কথা শুন্‌বনা,—তোকে বিয়ে ক'র্ত্তেই হবে। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে সইকে কথা দিয়েছি!"

"সর্ব্বনাশ! একেবারে কথা দিয়ে এসেছেন,—তায় আবার গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে?

"ব্যাপারটা এই। দিন তিন-চারের জন্যে মা গিয়েছিলেন বাগ্‌বাজারে মাসীমার বাড়ীতে বেড়াতে। বাগবাজারের স্বর্গীয় কিশোরীমোহন মুখুয্যে মহাশয় এক কালে খুব বড়লোক ছিলেন। তাঁর পুত্র ৺হরিসাধন মুখুয্যে মহাশয় সরিকানী মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। তাঁর তিনটী কন্যা। প্রথম দুইটীর বিবাহ হয়েছে। কনিষ্ঠাটী অবিবাহিতা,—বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হবার উপক্রম। সম্প্রতি হরিসাধন বাবু দেহত্যাগ করেছেন। কিশোরীমোহন বাবুতো বহুপূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। কিশোরীমোহন বাবুর বিধবা পত্নী ("বড়গিন্নী" নামে বাগবাজারে প্রসিদ্ধা,)—এখন ঐ অনাথ পরিবারের একমাত্র অভিভাবিকা। বুড়ী খুব "জাঁহাবাজ" স্ত্রীলোক। আমার মামার বাড়ী এবং বড়গিন্নীর পিত্রালয় একই জ্যায়গায়,—বর্দ্ধমান জেলার বেলকুঠি গ্রামে। ছেলেবেলায় আমার মায়েতে এবং বড়গিন্নীতে খুব ভাব ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই দু'জনে "সই" পাতিয়েছিলেন। কিশোরীমোহন বাবু আমার মেশো মহাশয়ের জ্ঞাতি; এই কারণে মার সঙ্গে "সই-মার" বাল্যপ্রণয় সমভাবেই চিরদিন বজায় থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

"দুই বৃদ্ধা "সই" অন্নপূর্ণাঘাটে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'র্ত্তে গিয়েছিলেন। গঙ্গাগর্ভে আগ্রীব-নিমজ্জিতা দু'জনের সাংসারিক

সুখ দুঃখের নানা কথার মাঝখানে হঠাৎ "সইমা" মাকে ব'ল্লেন,—"সই ! অনাথিনী সইয়ের একটা উপকার ক'র্ব্বে ?"

"মা সাদাসিদে মানুষ, চালাকী ঘোরপ্যাঁচের কোনো ধারই ধারেন না। অবলীলাক্রমে বলে ফেল্লেন,—"আমার সাধ্যের ভেতোর যদি হয়—নিশ্চয় ক'র্ব্ব সই !"

"সইমা মাকে "গঙ্গাজলী" এবং "তিন সত্যি" করিয়ে ব'ল্লেন—"তোমার ছেলে গণেশকে আমায় দাও !"

"মা কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন,—"কি ব'লছ সই ? আমার ছেলে তোমায় দোবো কি ?"

"সইমা ব'ল্লেন, "আমার নাতনী "নীতের" সঙ্গে গণেশের বিয়ে দিতে হবে।"

"মা একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লেন। কি কি কথা হয়েছিল জানিনা। কিন্তু গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে "তিন সত্যি" করে যখন কথা দিয়ে এসেছেন, তখন এ বিবাহ আমাকে ক'র্ত্তেই হ'ল !

"বাবাতে মায়েতে যে ব্যাপার হয়েছিল,—সেটুকু লিখ্‌তে হাত কিছুতেই সর্‌ছে না। শুধু তাই নয়। আমাদের বাড়ীশুদ্ধু লোক একদিকে আর মা (সুতরাং আমিও সেই সঙ্গে) অন্যদিকে। বাবা এই বিবাহের সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আমার ছেলেদের নিয়ে কাশীবৃন্দাবন চলে গেলেন।

"কোনমতে বিবাহকার্য্যটা শেষ হ'ল। নববধূ দেখে মা বিশেষ প্রীতা হয়েছেন বলে মনে হ'লনা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব "বর-কনে" বাড়ী ঢুকতেই মার সঙ্গে সম্মুখসমর ঘোষণা ক'ল্লেন। সবাই ব'ল্লেন "বুড়ীর

ভীমরতি হয়েছে। অমন জ্যান্ত কার্ত্তিকের মত ছেলে, রূপে গুণে দশ হাজারে (হাজারে নয়,—শত-করা তো নয়ই,—একেবারে দশহাজারে) একটা মেলে কিনা সন্দেহ,—তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ আন্‌লে কিনা—একটা কলার পেত্নী ধরে? ছি—ছি—ছি!"

"মা-ও কোমর বেঁধে আরম্ভ ক'ল্লেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—জানি! রূপের তো সবাই ধুচুনী! হ'লই বা রং কালো! মুখশ্রী দেখ দিকি—যেন মা ভগবতী! বলি,—কালো মেয়ের কি বিয়ে হয়না? তার কি সুন্দর বর হ'তে নেই?"

"কিন্তু যতই আস্ফালন করুন, মা শেষটা হ'টে গেলেন। আমি মাকে বোঝালুম—"তুমি পরের কথায় কাণ দিচ্ছ কেন মা? আমি যখন সন্তুষ্ট হয়েছি তখন পরে কে কি ব'ল্লে তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? তোমার পুত্রবধূর রং কালো হোক্,—কিন্তু কিশোরী মুখুয্যের মত বনেদি ঘর—এমন সম্ভ্রান্ত বংশ ক'ল্‌কাতার সহরে ক'টা আছে লোকে দেখাক্ দিকি!"

"মা সে কি খুসী হ'লেন—তা আর লিখে কি প্রকাশ ক'র্ব্ব?

"যথাসময়ে নীতিময়ীকে সঙ্গে নিয়ে কর্ম্মস্থল যশোরে এলুম। দু' এক মাস অন্তর মা যশোরে আমার কাছে আসেন,—মাসকতক থাকেন—আবার ক'ল্‌কেতায় চলে যান্। বড় দুঃখ,—বাবাকে কিছু-তেই তুষ্ট ক'র্ত্তে পারলুম না। ছুটীতে বাড়ী যাই বটে, কিন্তু থাকি যেন একঘরে হয়ে। ছেলেরা কেউ আমার শোবার ঘরে ঢোকেনা। নীতি যেন চোরের মত শ্বশুরালয়ে দিনযাপন করে। যশোরে কিন্তু সে সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী! কালো রং হোক্—গুণ তার অশেষ। যদিও

হাকিমের স্ত্রী, তথাপি তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা বিশেষতঃ দরিদ্র যারা, সবাই এক-যোগে ব'লতে লাগল—"আহা—যেন মাটীর মানুষ—যেন যথার্থই শ্যামাঠাকরুণ্।"

"বিবাহের বছর তিনেক পরে ছোট খোকা জন্মালো। শাশুড়ী—দিদি-শাশুড়ী (সইমা) যশোরে মাসখানেক এসে রইলেন। মা ছ'মাস আগে থেকেই আছেন। খোকা ভূমিষ্ঠ হবার পরদিনই বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রলুম। উত্তর পেলুম—"তোমার ঔরসজাত যথেষ্ট সন্তান আমাকে উপহার দিয়ে গেছ। তাদের নিয়েই আমি বিব্রত। তোমার নূতন সন্তান জন্মেছে শুনে—আমার আনন্দলাভের কারণ নেই। বরং নিরানন্দের সম্ভাবনা অধিক। এ আনন্দ তোমার গর্ভধারিণী একা উপভোগ করুন, আর আনন্দে নৃত্য করুন তোমার নূতন শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে যে যেখানে আছেন।"

"গুরুদেব এলেন। মা মহানন্দে তাঁর শ্রীচরণে খোকাকে রেখে ব'ল্লেন, "আশীর্ব্বাদ করুন,—দুঃখীর ছেলে যেন বেঁচে-বর্ত্তে থাকে। বৌমাটী দোষের মধ্যে একটু ময়লা কিনা,—বড় ভয় হয়েছিল—ছেলেটা পাছে কালো-কোলো হয়! আপনার আশীর্ব্বাদে কেমন টকটকে নবঘনশ্যাম ছেলে হয়েছে—"

"মা উপমা দিলেন ভাল! টকটকে তায় আবার নবঘনশ্যাম! তা হোক্! উপমার মানে না হ'লেও, মার আনন্দাতিশয্য দেখে খুব আনন্দ হ'ল! মার আনন্দে আমি এত আনন্দলাভ ক'রলুম,—বোধ হয়—সুন্দর নবজাত পুত্রমুখ দেখে তত আনন্দ পাইনি। কোষ্ঠী তৈরি হ'ল। গুরুদেব ব'ল্লেন—"সুকুমার খুব চঞ্চল—খুব যশস্বী—খুব মেধাবী হবে! সৌভাগ্যের যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যায়!"

"কথাটা কেমন গোলমেলে মনে হ'ল। যশস্বী—মেধাবী—ভাগ্যবান তো হবে! তার মাঝখানে "চঞ্চল" হবে কি রকম কথা?

"যাক্। মায়ের কথায় ছোট খোকার ভাল নাম "আত্মভূচরণের" বদলে—"আত্মারাম" বলেই সবাই ডাক্‌তে সুরু ক'ল্লে।

"হাতে-খড়ীর পর আত্মারামের জন্যে একটা গুরুমশাই নিযুক্ত ক'র্‌লুম।

"গুরুদেবের কথা মিথ্যা হবার নয়। কোষ্ঠীতে যা লিখেছেন—ছেলেটী "চঞ্চল" হবে,—এখন থেকে তার একটু আধটু বেশ নমুনা পাওয়া গেল! এত চঞ্চল আর দুটী চারটী হ'লে—এ অঞ্চলে কাউকে তিষ্ঠুতে হবেনা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাকিমের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে,—কথাটা প্রচার হবা'মাত্রই সমগ্র যশোর জেলাটায় যত মাষ্টার, পণ্ডিত, গুরুমহাশয় ছিলেন,—বাবার কাছে দরখাস্ত পাঠাতে সুরু ক'ল্লেন। কেউ কেউ সশরীরে আমাদের বাসায় উপস্থিত হয়ে আমার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণের জন্যে বাবাকে পীড়াপীড়ি ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন্। কা'কে কি ব'লে বাবা বিদায় ক'ল্লেন তা জানিনা। অন্ততঃ জান্‌লে শুন্‌লেও এখন মনে ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা। তবে অনেক গুরুমশাই, পণ্ডিতমশাই, মাষ্টার মশাই বিদায় হবার পর যশোর-কোর্টের পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত বৃদ্ধ পেস্কার কৃষ্ণবল্লভ নস্কর মহাশয় আমার শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'ল্লেন।

শুন্‌তে পাই,—মাসখানেকের মধ্যেই আমি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, শিশুশিক্ষা, বোধোদয় শেষ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার প্রায় অর্দ্ধেক সাঙ্গ করে ফেলেছিলুম। সত্য মিথ্যা জানিনা,

সকলেই (বাবা, মা, ঠাকু'মা এবং যশোরে অবস্থানকালে যে সমস্ত লোক-জনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁরা) আমার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হ'লেই ব'লতেন—"আত্মারামের মেধা খুব! এ ছেলে যদি বাঁচে" ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু,—যে সব কথা শুনতে বেশ তৃপ্তিকর (বিশেষতঃ বাপ মা এবং ঠাকু'মার) এবং চক্ষু মুদে যে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করাও খুব সহজ,—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উত্তরকালে যে গুলো সম্যক রূপে মিলিয়ে পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট হয়ে পড়ে!

নস্কর মশাই আমাকে যে খুব যত্নপূর্ব্বক পড়াতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসের মধ্যে অন্ততঃ বিশ দিন,—ঝি চাকরদের মারফৎ তিনি মাকে বাড়ীর ভিতর খবর দিয়ে পাঠাতেন,—কাল থেকে আর তিনি এ ছেলেকে (অর্থাৎ আমাকে) পড়াতে আসতে পার্ব্বেন না! বাপ্—রে—বাপ্! এমন দুষ্টু ছেলে তিনি বাপের জন্মেও কখনো দেখেন নি! মা এই রকম অভিযোগ প্রায়ই শুনতেন এবং শোনবা-মাত্রই আমাকে বাড়ীর ভেতর ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে নস্কর মহাশয়কে শুনিয়ে শুনিয়ে গলা ছেড়ে খুব একচোট ধমকানি দিতেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু আহার্য্য—(আমের সময় আম,—কমলা লেবুর সময় কমলালেবু, ইত্যাদি,—আর তার সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন) উপঢৌকন দিয়ে তাঁর দন্তবিহীন গুম্ফশ্মশ্রুবর্জ্জিত মুখে হাসিখুসির তরঙ্গ তুলিয়ে তাঁকে প্রসন্ন ক'র্ত্তেন। বেঁটে খেঁটে—স্থূলোদর—তাম্রবর্ণ—কেশবিহীন বিম্বা-কার-মস্তক—অহিফেনসেবী গুরুমশাই ওরফে কৃষ্ণবল্লভ নস্কর, বেলা বারোটার সময় আমাকে পড়াতে আসতেন আর চারটে পর্য্যন্ত বৈঠকখানার ঢালা বিছানার ওপর বসে আমাকে শিক্ষা দিতেন। এই

চার ঘণ্টার ভিতর গড়পড়তায় পূর্ণ দু'ঘণ্টা তিনি বসে বসেই রীতিমত নাসিকাগর্জ্জনের সঙ্গে নিদ্রাসুখ উপভোগ ক'র্ত্তেন। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হ'ত চার ছিলিম তামাকুসেবনে আর বাকী এক ঘণ্টা কাটাতেন আমার পড়া বলে দিতে, হাতের লেখা দোরোস্তো করাতে, নামতা শেখাতে, তেরিজ জমাখরচ কসাতে এবং ঘরের বাইরে দেহের স্বাভাবিক কার্য্য সম্পাদন ক'র্ত্তে! গুরুমশায়ের কার্য্যের এই রকম নিখুত হিসেব দিত,—বাবার এক পেয়ারের পুরাতন খানসামা "রাখাল।" রাখালকে আমি "রাখ্‌দা" ব'লে ডাকতুম। কি জানি কেন—গুরু-মশায়ের ওপোর "রাখ্‌দার" বেজায় আক্রোশ ছিল। বাবা কাছারী থেকে এলেই—"রাখ্‌দা" তাঁর নামে যা-নয়-তাই ব'লে লাগাতো। ব'ল্‌তো "ওকে ছাড়িয়ে দাও—দাদাবাবু! খোকনের জন্যে একটা ভাল দেখে "মশাই" না হয় "ম্যাষ্টের" রাখো! এ তস্কর মশাইটা কিছু নয়!"

বাবা ব'ল্‌তেন—"আহা—গরীব মানুষ—বুড়ো মানুষ, ওকে একটু খাতীর যত্ন করিস্! খোকা তো প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগ পড়ে,—তার পক্ষে এই পণ্ডিতই যথেষ্ট!"

সবাই আমাকে "ভারি দুষ্টু ছেলে" ব'ল্‌তো,—কিন্তু কেন যে ব'ল্‌তো তা আমি কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পার্ত্তুম না। তবে ছেলে-বেলা থেকে একটু "মজা" ক'র্ত্তে বা "মজা" দেখতে আমি বড় ভাল-বাসতুম, সেই জন্যেই কি? কে জানে?

এই ধরুন,—আমাকে পড়াতে বসিয়ে আগুন-ধরানো তামাক-সাজা কলকে-বসানো হুঁকোটী হাতে নিয়ে, তোবড়ানো গাল ভরা ধোঁয়া ছেড়ে তামাক টান্‌তে টান্‌তে যখন ঢুলে ঢুলে বিছানার কাছ

বরাবর গুরুমশায়ের মাথাটা নুইয়ে পোড়তো অথচ হুঁকোটা ডান হাতে তাঁর ঠিক ধরা আছে,—তখন হঠাৎ আমার মনে হ'ত, এইবার গুরুমশায়ের হুঁকো-ধরা হাতটা যদি জোরে একবার নাড়া দিই তাহ'লে কেমন মজাটা হয়! যেমন মনে হওয়া আর অম্‌নি কাজে করা!

"আরে—রে—রে—গেল—গেল—সব পুড়ে লোঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল! অরে—অরে—ও রাখ্‌লা—ও বিষ্‌টে—ও জগাই—আরে দেহে যা আইসে—ছোরাডা কি কাণ্ড করলে"—বলে নস্কর মশাই বিছানার ওপরই তুড়িলাফ খেতে সুরু ক'ল্লেন! চাদ্দিক থেকে চাকরবাকুরেরা—বাড়ীর ভেতর থেকে ঝি বামনী পর্য্যন্ত ছুটে এল! বাগান থেকে মালীরা—আস্তাবল থেকে সহিস কোচ্‌ম্যান্‌ প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, সবাই তাড়াতাড়ি জলের বাল্‌তি নিয়ে বৈঠকখানায় হাজীর! ওঃ—সে যে কি মজা—তা আর কি বলি বলুন!

এদিকে গুরুমশাই আমার কাণ ধরে আমাকে শাসিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"আসুন আজ হুজুর,—কাছারি থেকে একবার ঘরকে আসুন,—তোর পিঠের চামড়াডা না তুলে লই তো মুই কি কইছি! যাঃ—এই চল্লাম—আর তোর মত ছাওয়ালেরে আমি লিখাপড়া শিখামু না—"

রাখ্‌লা কোমরের গামছাখানা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে ফের্‌ জোর করে সেটা কোমরেই বেঁধে নিয়ে হাত নেড়ে ব'লতে সুরু ক'ল্লে—"ভারি যে কচি ছেলেটার ওপোর ঝাল্‌ ঝাড়ছো দেখছি! তুমি আপিং চড়িয়ে নেশায় বুঁদ্‌ মেরে ঢুলে ঢুলে বিছানায় রোজ আগুন লাগাবে,—আর মিছিমিছি দোষ চাপাবে ওর ঘাড়ে?"

"অ্যা—তুই কি কোস্‌রে অর্ব্বাচীন? আমি আগুন ফ্যাল্‌ছি—না—তোর মনিবের ছাওয়াল আমার হাতে ঝট্‌কান্ দিয়ে হুক্কা ফ্যাল্‌ছে? আমি চল্লিশ বোৎসর যাবৎ অইফেন সেবন করছি,—যখন পেস্কার ছিলাম, হাকিমের হুকুম লইয়ে এজলাসে'বসে তামাক খাইছি মুহুর্মুহুঃ, নিদ্রা দিছি বসে বসে সারাক্ষণ, একটা দিনও এই কিষ্টোবোল্লভ লস্করের হাত হইতে হুক্কা পড়ছে যদি কেউ কইতি পারে—তবে না আমি কি কইছি—হঃ!"

এই ভাবে বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুশিষ্যসংবাদ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল!

রাখ্‌দা বাবাকে জোর করে ধরে বোস্‌লো—"খোকাকে আর তস্করের হাতে রাখ্‌লে চল্‌বে না দাদাবাবু—এবারে অন্য ব্যবস্থা কর!"

বাবা ব'ল্লেন—"কার হাতে?"

রাখ্‌দা ব'ল্লে—"দূর হোক্ গে ছাই—আমার সব সময় ঠিক মুখ দিয়ে বেরোয় না,—ঐ তোমার গিয়ে—"নস্কর" না "তস্কর,"—ও একই কথা—"

বাবা ব'ল্লেন—"ছিঃ—ভদ্রলোককে কি "তস্কর" ব'ল্‌তে আছে? তস্কর মানে "চোর"—জানা নিস্?"

"আরে ছ্যাঃ—তস্কর চোরকে বলে—তা কই শুনিনি! আমাদের মেদ্‌নীপুরে "তস্কর" "লস্কর""তুস্কর" এ সব ভদ্দরনোকদেরই বলে শুনিছি!"

যাক্। নস্কর মশাই বিদায় হ'লেন। ইংরাজী বিদ্যার দৌড় তাঁর প্যারিচরণ সরকারের ফার্ষ্ট' বুকের "দি র‍্যাম—ঐ ভেড়া" পর্য্যন্ত,—কাজেই তিনি আমাকে ততদূর পৌঁছে দেবার ভরসা ক'ল্লেন না। সুতরাং বাবাকে অগত্যা তিনি ব'ল্‌তে বাধ্য হ'লেন,—"এংরাজি আমার

তেমন দুরন্ত নাই,—আর এই ব্রেদ্ধ বয়সে ছেরম কর্ব্বার শক্তিও নাই! আপনি খোকনের জন্য এংরাজি ম্যাষ্টর রাখবার ব্যবস্থা করুন!"

গগন মুদীর দোকানে দাবার মজ্‌লিসে হাকিমের ছেলে-পড়ানো সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হ'লে নস্কর মশাই ব'লতেন শুনেছি—"বাপ্‌! অমন বদ্‌মায়েস ছাওয়ালেরে বিদ্বে শিক্ষে যে দিবে,—তার দ্যাহ কাষ্ঠের তৈরী হওয়াই আবশ্যক! রক্তমাংসের দ্যাহ লইয়েও ছাওয়ালেরে শিক্ষা দিবার পারে,—এমন মানুষ তো বঙ্গদেশে দেহিনা!"

শৈশব অবস্থায় দুষ্টুমীটা—বিশেষতঃ নস্কর মশাইয়ের সঙ্গে,—সমস্তই যে আমারই উর্ব্বরমস্তিষ্কসঞ্জাত, এ বাহাদুরী নিতে আমি যথেষ্ট ইতস্ততঃ বোধ করি। এই রকম পুরস্কারযোগ্য দুষ্টুমীগুলি অধিকাংশ আমি রাখ্‌দারই শিক্ষা এবং উপদেশে দস্তুরমত শিক্ষিত এবং উপদিষ্ট হয়ে কার্য্যে পরিণত ক'র্ত্তুম।

নস্কর মশাই প্রত্যহ যে স্থানটীতে বসে আমায় শিক্ষা দিতেন—ঠিক সেইখানে বিছানার চাদরের নীচে দুটী চারটী আলপিন্ সতরঞ্চির তলা দিয়ে ফুটিয়ে তাদের ছুঁচোলো মুখগুলো খাড়া করে রাখ্‌তুম। বস্‌বা-মাত্রই আল্‌পিন-বিদ্ধ নস্কর মশাই একেবারে কড়িকাঠ সমান উঁচুতে লক্ষ দিয়ে উঠ্‌তেন। মুখ হাত পা ধোবার জলের ঘটিতে বিছুটী গাছ ডুবিয়ে রাখতুম। নস্কর মশাই আসবার কিছুক্ষণ আগে বিছুটীগুলো ফেলে দিয়ে জলের ঘটীটী যথাস্থানে রেখে দিতুম। নস্কর মশাই শ্রান্ত দেহে কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভের পর অঙ্গ শীতল এবং সঙ্গে সঙ্গে চরণের ধুলাকর্দ্দম সাফ কর্ব্বার আশায় বিছুটীরসযুক্ত জলে যেমন হস্তপদ প্রক্ষালন ক'র্ত্তেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে অবস্থা হ'ত,—তা দেখে যদিও সে

সময় যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ ও মজা উপভোগ করেছি,—এখন তা স্মরণ করে সেই পরিমাণে মর্ম্মব্যথাও অনুভব ক'চ্ছি! শিক্ষাদানকার্য্য শেষ ক'রে নস্কর মশাই—(মার কাছ থেকে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু আহার্য্যসামগ্রী পেতেন,—সেইটা হাতে নিয়ে) আনন্দে বাড়ী ফেরবার আশায় যেমন তক্তাবোস্ থেকে নাব্‌তে যাবেন অম্‌নি "গুরুমশাই—শুনুন" বলে পেছন দিক থেকে তাঁর সুমুখের "তোলা" চরণটা ধরে একটু টান দিলুম,—ব্যাস্—নস্কর মশাই বিকট চাৎকারে ঘরের ছাদ এবং প্রাচীর বিদীর্ণ করে "পপাত" একেবারে তক্তাবোস্ হতে নীচে মাটীর ওপর! এ অপরাধে বাবা-মার কাছে যথেষ্ট শাস্তিভোগও যে করেছি,—তা বলাই বাহুল্য।

যশোর ইংরাজি স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'লুম। বাবার ইচ্ছা ছিলনা—এত অল্প বয়সে আমি স্কুলে যাই। কিন্তু মা এবং ঠাকু'মার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তিনি আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন।

ঠাকু'মা ব'ল্লেন—"শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে ছেলে তোর আট বছর পেরিয়ে ন'য়ে পোড়লো! এখন থেকে স্কুলে না গেলে সহবৎ শিখ্‌বে কোথা থেকে?"

মা ব'ল্লেন—"খোকাকে যদি সমস্ত দিন বাড়ীতে রাখো তাহ'লে ওর দৌরাত্ম্যে আমার এমন একটা কঠিন রোগ ধ'র্ব্বে যে আমি মাস খানেকের মধ্যেই মরে যাব।"

একে হাকিমের ছেলে তায় হেড-মাষ্টার থেকে স্কুলের কেরাণীটা পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালসন্ধ্যা আমাদের বৈঠকখানায় এসে হাজির দিয়ে বাবার মনস্তুষ্টি ক'র্ত্তেন, সুতরাং স্কুলে আমার খাতীর দেখে কে? অন্যান্য

ছেলেরা সামান্য অপরাধ ক'ল্লে যে রকম গুরুতর শাস্তি ভোগ ক'র্ত্ত,—আমি যদি এগার' ইঞ্চি ইঁট মেরে কোনো মাষ্টার বা পণ্ডিতের মাথাও ভেঙ্গে দিতুম,—তা'হ'লে আমাকে তার সিকির সিকি শাস্তি দিতে হেড্‌ মাষ্টার কিম্বা সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পর্য্যন্ত ভরসা ক'র্ত্তেন না তো ছোটখাটো মাষ্টার পণ্ডিতদের কা কথা! তার ওপোর,—পড়াশুনোয় আমি সবাইকে হারিয়ে দিতুম,—ক্লাশে আমি ফার্ষ্ট বয় বরাবরই! এর জন্যেও আমার সাত খুন মাপ ছিল! টিফিনের ছুটী হ'লে কিম্বা স্কুল বসবার আগে সময়টুকুর কথা ছেড়ে দিন,—ক্লাশের ভিতর লেখাপড়ার সময়ও আমার দুষ্টুমীর অন্ত ছিলনা। ভাল চেয়ারখানি সরিয়ে একখানা পা-ভাঙ্গা তে-পায়া চেয়ার এনে ভাঙ্গা পা-টী তা'তে ঠেকিয়ে বেমালুম বদল করে রাখলুম। হতভাগ্য মাষ্টার বা পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বস্‌বামাত্রই একেবারে চমৎকার কৌতুকময় পতন-দৃশ্য! ক্লাশের ছেলেরা সবাই আমায় ভয় ক'র্ত্ত,—সুতরাং প্রকৃত অপরাধী কে—শিক্ষক মহাশয় নির্ণয় ক'র্ত্তে না পেরে সন্দেহক্রমে আমি এবং দু' একজন অতি নিরীহ ছেলে বাদে ক্লাশশুদ্ধ ছাত্রদের বেত্রাঘাতে একেবারে "গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে" দিতেন। নিতান্তই যখন হাতে-নাতে ধরা পড়তুম, তখন বড় জোর একটু আধটু কাণ-মলা বা ধম্‌কানির দ্বারা স্কুলের ছাত্রশাসন আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ত!

সকল কার্য্যেই আমি ছিলুম অগ্রণী। স্কুলে আমার বেশ একটী দল তৈরী হয়েছিল,—তার দলপতি আমি। আমার দক্ষিণহস্ত—অর্থাৎ উপযুক্ত সহকারী—মন্ত্রী—পরামর্শদাতা—প্রাণের বন্ধু ছিল রাজেন চাটুয্যে,—যশোরের সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ রমাপ্রসাদ চাটার্জ্জির ছেলে।

বদ্‌মায়েসি, ফিচলেমী, গোঁয়ারতুমিতে আমি তার তুলনায় ঐরাবতের কাছে গঙ্গা-ফড়িং ! প্রয়োজন হলে—রাজেন মাষ্টারপণ্ডিতকে আঘাত ক'র্ত্তেও ইতস্ততঃ ক'র্ত্তনা। আমার কিন্তু অতটা ভরসাও হ'ত না,—প্রকৃতিও ততটা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়নি ! ডাক্তার সাহেবের বাড়ী কলকেতায় বাগবাজারে। তিনিও সপরিবারে আমাদের মত কর্ম্মস্থান যশোরে থাকতেন। বালক হ'লে কি হয়—রাজেনের দৌরাত্ম্যে স্কুলের মাষ্টারপণ্ডিত,—ছাত্র,—চাকরবাকর পর্য্যন্ত ভয়ে তটস্থ। ডাক্তার বাবু ছেলেকে কিছুতেই শাসন করে উঠতে পার্ত্তেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিছি, ডাক্তার বাবু ছেলেকে চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলে দিয়েছেন, তথাপি রাজেনের চোখে এক ফোঁটা জল নেই কিম্বা মুখে "আঃ—উঃ"—যন্ত্রণাসূচক শব্দ নেই ! অকাতরে রাজেন "চোরের মার" হজম ক'র্ত্তে পার্ত্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলে আমাদের ক্লাসে পোড়তো। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। ছেলেটীর নাম মোহিনী-রঞ্জন রায়। অতি শিষ্ট শান্ত ভালমানুষ, যাকে বলে গো-বেচারী! দেখ্‌তে অতি সুশ্রী। ক্লাশে মোহিনী কারুর সঙ্গে মিশ্‌তোনা বা কথা-বার্ত্তা কইতো না। জমিদারের ছেলে,—খুব ফিট্‌ফাট্ বাবু সেজে গাড়ী চড়ে আসে, সঙ্গে ভোজপুরি দরোয়ান। মাষ্টারপণ্ডিত যে তাকে যথেষ্ট খাতির ক'র্ত্তেন সে কথা বলাই বাহুল্য। বাড়ীতে শুনেছি তার চারজন মাষ্টারপণ্ডিত আছে,—কিন্তু বরাবর একজামিনে ফেল্ হ'য়েও বৎসর বৎসর সে ক্লাস্ প্রমোশন ঠিক পেয়ে যেতো। ক্লাসে মাষ্টারের পাশেই চুপ্ করে বসে থাক্‌তো,—কখন পড়া ব'লত না, অথবা কেউ তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করে বিরক্তও ক'র্ত্ত না।

প্রথম যে দিন পঞ্চম শ্রেণীতে এসে মোহিনী ভর্ত্তি হ'ল, হেড্-মাষ্টার নিজে তাকে সঙ্গে করে ক্লাসে নিয়ে এসে ইংরিজির মাষ্টার সর্ব্বেশ্বর বাবুর জিম্মা করে দিয়ে গেলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু অতি যত্ন-পূর্ব্বক এবং মহাসমাদরে তাঁকে দক্ষিণ বাহুদ্বারা বেষ্টন করে নিজের কাছে বসাবার জন্যে রাজেনকে ব'ল্লেন "সোরে বোসো রাজেন" এবং সেই বেঞ্চির শেষের দিকে গঙ্গাধর নামে যে ছেলেটী বসেছিল—তা'কে হুকুম ক'ল্লেন "গঙ্গা! পিছনের বেঞ্চে ব'স্‌গে যা!" গঙ্গাধর আদেশমত অবনতশিরে আসন ত্যাগ করে পেছোনের বেঞ্চে গিয়ে ব'সলো,—কিন্তু রাজেন আদেশ পেয়েও ঘাড় গুঁজে বই খুলে ভীষণ রকম পাঠে মনোযোগ প্রদান করে নিজের জায়গায় বসে রইলো! একবার নড়লে-চড়লেও না।

সর্ব্বেশ্বর বাবু মোহিনীকে অতি নম্র সুরে বল্লেন "বোসো ঐখানে!" অর্থাৎ যেখানে রাজেন বসে আছে সেই জায়গায়। মোহিনী বেচারা কোথায় ব'সবে বুঝতে পাল্লেনা,—চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সর্ব্বেশ্বর বাবু চোকমুখ রাঙ্গা করে রাজেনকে ধমক দিয়ে ব'ল্লেন "এই রাজেন—শুনতে পাস্‌নি কি ব'ল্লুম?"

"কি?"

"একটু সরে বাস্‌না!"

"কেন?"

"এই ছেলেটীকে ব'স্‌তে জায়গা দে—"

"আরও তো ঢের বস্‌বার জায়গা আছে—"

"না—এইখেনে ও ব'স্‌বে!"

"কেন?"

"আমার হুকুম—ষ্টুপিড রাস্‌কেল্‌ !"

"আমার ওপোরে এসে ও ব'স্‌বে কেন ? আমিতো পড়া বলে এইখেনে উঠে এসে বসেছি !"

"তা হোক্—আমি ওকে ঐখানে বসাবো !"

"কেন ?"

"আমার ইচ্ছে !"

"আপনার চেয়ার ছেড়ে ওকে বসান্‌ না কেন ?"

আর যায় কোথা ! সর্ব্বেশ্বর বাবু একে স্বভাবতঃই একটু কোপনস্বভাব,—তার ওপোর—ক্লাস্‌শুদ্ধু ছেলেদের সাম্‌নে এ ভাবে একজন ছাত্রের কাছে অপমানিত হয়ে একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠে তখুনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে এসে রাজেনকে দু'হাতে ধরে টেনে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন "গেট্‌ আউট্‌ ইউ বদ্‌মায়েস্—ক্লাস্‌ থেকে গেট আউট ! আজই তোকে আমি রাসটিকেট্‌ ক'র্ব্ব ! গেট্‌ আউট্‌ !"

কিন্তু রাজেনকে 'গেট্‌ আউট্‌' করাতো বড় সোজা ব্যাপার নয় ! সর্ব্বেশ্বর বাবু পেছন থেকে রাজেনের দু'হাত ধরে যত টানেন,—রাজেনও দু'হাতে ডব্‌ল্‌ বেঞ্চের সাম্‌নের টেবিল তত জোরে আঁকড়ে ধরে ! ক্লাস্‌শুদ্ধু ছেলেরা গুরুশিষ্যের টানাটানির মজা দেখে দস্তুরমত একটা আনন্দের কলরব তুলে দিলে ! সর্ব্বেশ্বর বাবু উত্তরোত্তর রাগের মাত্রা চড়িয়ে রাজেনকে ধরে টানাহিঁচড়া ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে বলেন 'গেট্‌ আউট্‌'—আবার মাঝে মাঝে ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলেন "অর্ডার—অর্ডার—সাইলেন্ট !" রাজেন নির্ব্বাক হয়ে টেবিল আঁকড়ে মুচকে মুচকে হাসতে থাকে !

কিছুক্ষণ টানাটানির পর সর্ব্বেশ্বর বাবু ক্লাশের বাহিরে এসে হাঁক্‌তে লাগলেন "রামখেলান—জগমল—বেহারা" ! চীৎকারের চোটে অন্যান্য ক্লাশ থেকে মাষ্টার পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে জনকতক ছাত্র আমাদের ক্লাশে এসে জমায়েৎ হ'ল ! সর্ব্বেশ্বর বাবু তখনও রাজেনকে ব'ল্‌ছেন "যাও—বেরিয়ে যাও,—ক্লাশ থেকে গেট্ আউট্—। এই জগুয়া—বোলাও রেজিষ্ট্রী কেতাব,—আজ উস্‌কা নাম কাট দেগা—"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে হেড্ মাষ্টার, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ প্রভৃতি মুরুব্বিরা সেখানে উপস্থিত হ'লেন ! ব্যাপার খুব গুরুতর দাঁড়াল। বুদ্ধিমান হেড্ মাষ্টার মশাই খুব শান্তভাবে রাজেনকে নিয়ে অফিস ঘরে চলে গেলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু বিজয়নিশান লাভ ক'ল্লেন বিবেচনা করে মোহিনীকে হাঁপাতে হাঁপাতে চড়া সুরে ব'ল্লেন "নাউ—টেক্ ইওর্ সিট্" এবং সঙ্গে সঙ্গেই রুক্ষস্বরে পাখাটানা বেহারাকে হুকুম ক'ল্লেন "এই রাসকেল্ জোরসে খিঁচো।" পরক্ষণেই আমার দিকে "কট্‌মটিয়ে" দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আদেশ ক'ল্লেন—"ইউ আত্মারাম—পড়া বলো—।"

আমি ভালমানুষটীর মত দাঁড়িয়ে পড়া ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লুম—

"When the British warrior queen—

Bleeding from the Roman rod,—

"যখন ঐ ইংরাজের যোদ্ধা রাণী রোমানদের ডাণ্ডা খাইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে--"

সর্ব্বেশ্বর বাবু ব'ল্লেন—"সিট্ ডাউন্—! নেক্‌ষ্ট্ !"

বিন্দুমাধব পড়া বোল্‌তে দাঁড়িয়ে ওঠবা' মাত্রই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল এবং সর্ব্বেশ্বর বাবুর পড়ানোর ঘণ্টা শেষ হ'ল। তিনি গম্ভীর মুখে

ক্লাস্ থেকে বেরিয়ে গেলেন! আমি মহানন্দে ক্লাসের ভেতোরই অনুচ্চ-স্বরে একলাইন গান গেয়ে ফেল্লুম,

"মেরেছ—বেশ করেছ—হরি বোলে নাচো ভাই।"

সে দিন রাজেন আর ক্লাসে আসেনি। মনে ভাবলুম— নিশ্চয়ই তার নাম কেটে দিয়েছে!

বৈকালে মাঠে বেড়াতে গিয়ে রাজেনের সঙ্গে যথাস্থানে যথাসময়ে দেখা হ'ল। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম—হেড মাষ্টার অনেক নীতি-উপদেশ দিয়ে সর্ব্বেশ্বর বাবুর কাছে মাপ চাইতে ব'ল্ছিলেন। রাজেন ব'ল্লে—"দোষ করিনি, ঘাট করিনি, শুধু শুধু মাপ চাইতে আমার দায় পড়েছে।"

"হেড মাষ্টার কি ব'ল্লেন?"

"ব'ল্লেন, 'তোর বাবাকে গিয়ে ব'লে দোবো—তুই ভারি বদ্‌মাস হয়েছিস; তোকে এ স্কুলে আর রাখা হবেনা।' আমিও বল্লুম,—'এ বাঙ্গাল দেশে আর থাক্‌বে কে? আমি ক'ল্‌কেতায় গিয়ে লেখাপড়া ক'র্ব্ব?"

"ডাক্তার বাবু শুন্‌লে তো তোকে খুব ঠ্যাঙ্গাবেন!"

"ঠেঙ্গিয়ে কি ক'র্ব্বেন? আমি দিব্যি করেছি, এ বাঙ্গাল দেশে আর থাক্‌ছি না!"

দুজনে মাঠে বসে গোটা পাঁচ ছয় বার্ডসাই সিগারেট নিঃশেষ করে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম।

এই অল্প বয়সেই তামাক, বার্ডসাই, সিদ্ধিতে আমি, রাজেন আর জনকতক ছোকরা বেশ পরিপক্ক হয়ে গেছি!

পরদিন স্কুলে গিয়ে শুন্‌লুম—রাজেন বাপ-মাকে না ব'লে ক'য়ে সেই রাত্রেই ক'লকেতায় চলে গেছে। ডাক্তার বাবু ব'লেছেন—"মরুক্‌গে বেটা নচ্ছার! আমি আর ওর মুখদর্শন ক'র্ব্বনা!"

রাজেন যশোর ত্যাগ কর্ব্বার পর—যশোর যেন আমার শ্মশান মনে হ'তে লাগল! হায়, আমি কবে ক'ল্‌কেতায় যেতে পাব! বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়,—সহরে যাবার লালসাও তেমনি বৃদ্ধি হ'তে থাকে! বিশেষতঃ ক'ল্‌কেতার সহর—যেথানে আমার পৈতৃক বাসভূমি, যেথানে বাস ক'র্বার জন্য ভারতবর্ষের লোক আত্মহারা, সেই স্বর্গতুল্য ক'ল্‌কেতা সহরে কি আমি এ জীবনে যেতে পাবনা? মনে মনে ঠাকুর-দেবতার পায়ে এর জন্যে কতই না মাথা খুঁড়েছি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনে করেছিলুম, আত্মকাহিনী লিখ্‌তে ব'সে—নিছক সত্যকথা ব'লব বটে—কিন্তু অপ্রিয় সত্যের ধার দিয়েও যাবনা! সে সব বেমালুম বাদ দিয়ে কেবল কাহিনীটা মজার ওপোর দিয়েই চালিয়ে দোবো। কিন্তু অনেক ভেবে দেখ্‌লুম যে,—তা' ক'র্ত্তে গেলে—ঘটনাগুলো কেমন খাপ্‌ছাড়া হয়ে যাবে; একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল বা সামঞ্জস্য থাক্‌বে না। সংসার বা সমাজঘটিত ব্যাপার নিয়েই মানুষের জীবন। ঘরে-বাহিরের ঘটনাগুলো সব পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমন জড়িত যে, নিজের সম্বন্ধে শুধু ঘরে বা সংসারের কথাগুলো ব'ল্লে, অথবা কেবল বাইরের বা জনসমাজের কাহিনীগুলো প্রকাশ ক'ল্লে,—আত্মকাহিনীর মূল উদ্দেশ্য কোন মতেই সিদ্ধ হ'তে পারেনা। কাজেই যতদূর মনে পড়ে,—সত্যের আশ্রয় নিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি সকল কথাই (ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব গুছিয়ে) বল্‌বার চেষ্টা করি।

তবে "প'ড়লে কথা সভার মাঝে, যার কথা তার প্রাণে" বাজ্‌বেই। কিন্তু উপায় কি?

বারো-তেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যশোরই আমার এক রকম স্বদেশ-জন্মস্থান-লীলাভূমি,—যা বলেন তাই। কথা উঠতে পারে, ক'লকাতায় পৈতৃক বাটীতে কি তার মধ্যে একবারও যাওয়া হয়নি? অথবা—সেখানে কি আত্মীয়স্বজন অথবা সম্পর্কীয় কেউ ছিলনা? উত্তর এই—যে—ক'লকেতায় বাদুড়বাগানে আমার পৈতৃক 'ভিটে; জনসমাজে পরিচয় দেবার মত সবাই সেখানে আছেন এবং এই যশোরে আমি, বাবা এবং মা—(বাবার এটা কর্ম্মস্থান হ'লেও) এক রকম নির্ব্বাসনে কালযাপন ক'চ্ছি।

আমার বংশপরিচয়টা এই সূত্রে না দিলে—কাহিনীটা তেমন জমাট হবেনা এবং পাঠকপাঠিকার সে রকম মনঃপূত হবেনা—বেশ বুঝতে পাচ্ছি। সুতরাং আরম্ভ করা যাক্ দুর্গা ব'লে। উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের খবর যদিও আমার জানা আছে,—কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটকের "কুলুচি আওড়ানোর" মত সে সমস্ত যদি বিবৃত ক'র্ত্তে বসি, তাহ'লে তা'তে নিতান্ত বেরসিকের পরিচয় দেওয়া হবে। পাঠকপাঠিকারও এই নীরস কাহিনীতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার ষোলো আনার ওপর আঠারোআনা সম্ভাবনা; সুতরাং যেখান থেকে "আসল নাটক" আরম্ভ—সেইখান থেকেই শুনুন্।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জিলাস্থ (নাম না হয় নাই করলুম, তবে সেটা এমন কিছু ভীষণ "বাঙ্গাল দেশ" নয় যে সেখানকার অধিবাসীদের কথা শুন্‌লে ঠিক বুঝতে পারা যায়না—সেটা জার্ম্মান্ ভাষা

কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের ভাষা,—তবে কাছাকাছি East Bengalএর) কোনো একটি পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণবংশ-জাত এবং শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় হরিরাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বারো তেরো বৎসর বয়সে কুলীন ঘর-জামাই-রূপে ক'লকাতার এক সম্ভ্রান্ত মুখুয্যে বংশে উদয় হন। বড়মানুষের বাড়ীর ঘর-জামাই হয়ে প্রপিতামহ মহাশয় স্বদেশ, পৈতৃক বাটী এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিমাতা, সহোদরগণ এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের সঙ্গে চির-দিনের মত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছিলেন। যতদিন শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বর্ত্তমান ছিলেন—ততদিন বোধ হয় ঘরজামাই হয়েও শ্বশুরালয়ে সুখেই বসবাস ক'র্ত্তেন—ভাল রকম খেতে প'র্ত্তে পেতেন; লেখাপড়াও একটু আধটু শেখ্বার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর দেহরক্ষার পর হরিরাম বাঁড়ুয্যে মশাই দেখলেন, তিনি একেবারে মুখুয্যে বংশের "জামাই বারিকে" একজন জামাই-তালিকা-ভুক্ত টিকিট-ধারী" প্রাণী ভিন্ন আর কিছুই নন। আত্মমর্যাদাজ্ঞানের বশেই হোক্—অথবা স্বর্গীয়া প্রপিতামহী মহেশ্বরী দেবীর প্ররোচনায়ই হোক,—হরিরাম ক'লকেতার এক সাহেবের কুঠিতে মাসিক পাঁচ "তঙ্কা" বেতনে এক ওজন-সরকারের চাক্রী জোগাড় করে নিলেন। শ্বশুরবাড়ীর দু'বেলা দু'মুটো রাঁধা ভাত খেয়ে—অতি কষ্টে হরিরাম বেতনের টাকাগুলি জমিয়ে ঐ বাদুড়বাগানের ভীষণ বনবাদাড়ের ধারে বিঘে তিনেক জায়গা—মাত্র ত্রিশ টাকায় কিনে ফেল্লেন এবং আরও বছর খানেক মিতব্যয়ী এবং কষ্টসহিষ্ণু হয়ে "নিজ খরিদ" জমীর উপর খান দুই "খোড়ো ঘর" তুলে—শুভদিনে শুভক্ষণে চারি বৎসরের সুকুমার

এক পুত্র (অর্থাৎ আমার পিতামহ রামচন্দ্র বাবুকে) কোলে নিয়ে "উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের সারত্ব শ্বশুরবাড়ীর এবং তৎপল্লীবাসীদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে এবং সকলকে সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত এবং ঈর্ষ্যান্বিত করে "নিজ ভিটায়" গৃহে-প্রবেশ ক'ল্লেন।

সে আজ প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা ব'লছি। মাত্র পাঁচটি "তঙ্কা" বেতনে সংসারখরচ চালিয়ে লোকলৌকিকতা বজায় করে—পরিবারের গহনা পরার সাধ সম্পূর্ণ না হোক্ ওরই মধ্যে অল্পবিস্তর কিছু কিছু মিটিয়ে সকল রকমে নিজের মনোবাসনা পূরণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তা সে যত সস্তা-গণ্ডার বাজারই হোক না কেন? বড়-মানুষের বাড়ী "ঘরজামাই" থেকে বড়মানুষের আবহাওয়ায় বহুকাল কাটিয়ে হরিরামের মেজাজটা একটু যে বড়মানুষের মত না হয়েছিল, এমন কথা ব'লতে পারিনা। হরিরামের "বড়মানুষ" হ'তে ভারি ইচ্ছা, কিন্তু তা হয় কেমন করে? বাড়ী হয়েছে—ঘর হয়েছে—জ্যায়গা হয়েছে,—জমী হয়েছে, কিন্তু তা হ'লেও হরিরাম গেরোস্তো ভিন্ন আর কিছু নন্, "বড়লোক" তাঁকে কেউই বলেনা।

"যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধি সেইমত"—কথাটা সকলের পক্ষে সব সময় না খাটলেও—হরিরামের পক্ষে খুবই খেটেছিল। হরিরাম দেখতে দেখতে ক'ল্‌কেতার সহরে একজন নামজাদা বড়লোক হয়ে উঠলেন। কেমন করে—তাই ব'লছি।

নীলকুঠির গোমস্তা হরিরাম (ওজন-সরকারী বা গোমস্তাগিরি—ঐরকম যাহোক্ একটা চাকরি তিনি ক'র্ত্তেন—) একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে

কুঠির কার্য্যোপলক্ষে কোথায় যাচ্ছিলেন। শ্রাবণ মাস,—মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল সে সময়টা। গোলপাতার ছাতি থাক্‌লেও—এমন তোড়ে জল হ'চ্ছিল যে সে সময়ে রাস্তা চলা দুরূহ ব্যাপার। হরিরাম রাস্তার ধারে একটা বড় দরের মনোহারীর দোকানের বারান্দার নীচে দাঁড়ালেন। এখনকার মত সে সময় মনোহারীর দোকান ব'লতে শুধু "কাগজ উড্-পেন্সিল, লজনচুস, চুল বাঁধবার ফিতা" ইত্যাদি খুচরো জিনিষের দোকান বোঝাতো না। সে সময় মনোহারী দোকানে ঢাকার মস্‌লিন থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল এবং নানাদেশ বিদেশের তৈরী যত দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য,—সৌখীন এবং ধনবান ক্রেতাদের জন্য মজুত থাক্‌তো। বড়-দরের সাহেবমেমেরা, নবাববংশীয়েরা, রাজারাজাড়ারা সহরে বেড়াতে বেরুলে সখ করে এই রকম মনোহারীর দোকানে এসে নিজেরা পছন্দ করে জিনিষ কিন্‌তেন। হরিরাম দোকানের বাহিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে জিনিষপত্র দেখছেন আর রকমারি ক্রেতাদের মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে জিনিষ কেনার বহর দেখে অবাক্ হ'চ্ছেন—আর সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের "খরিদ্দার-জমানো" বাক্‌চাতুর্য্য শুনে মনে মনে দোকানদারীর তারিপ ক'চ্ছেন।

বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। হরিরাম দোকান থেকে নেবে যাবার উদ্যোগ ক'চ্ছেন,—এমন সময় একটা প্রকাণ্ড জুড়ী এসে দোকানের সামনে দাঁড়ালো। হরিরাম জুড়ীগাড়ী আর তার আরোহী একজোড়া "ভবিষ্যযুক্ত" সাহেবমেম দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাহেব-মেম গাড়ীর ভিতর থেকে দোকানের দিকে সঙ্গে সঙ্গে হরিরামের দিকে নজর ক'র্ত্তেই—"সেলাম-পোক্ত" হরিরাম সসম্ভ্রমে মাথাটা হাঁটু পর্য্যন্ত নুইয়ে দু'জনকে একসঙ্গে এক

বারে দুই সেলাম। শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী মহোদয়-মহোদয়া হরিরামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ক'ল্লেন কিনা জানিনা, কিন্তু হরিরাম বুঝলেন তাঁরা একটু বিপাকে পড়েছেন। মুষলধারে না হোক্—বৃষ্টি তখনো বেশ পড়ছিল এবং যেখানে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল—সেখান থেকে দোকানে ওঠবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত এমন জল-কাদা যে অতি দীন-দুঃখী কালা আদমি পর্য্যন্ত তার ওপোর দিয়ে চ'ল্‌তে কুণ্ঠিত হয় তো সাহেবমেমদের কা কথা। এখনকার মত তখন তো আর সহরের পথঘাট পিচের কিম্বা "ম্যাকাডাম ইজড্" হয়নি। তখন পল্লীগ্রামের মত মাটির রাস্তার দুপাশে খানা সুতরাং তখন ঘোড়ার গাড়ী এসে কোনো বাড়ীর ফটক বা দরজা ঘেসে দাঁড়াতে পারতনা। গাড়ীকে রাস্তার মাঝ-বরাবর রেখে গাড়ী থেকে নেবে আরোহীদের পাওদলে খানিকটা যেতে হ'ত। গাড়ী থেকে দোকান পর্য্যন্ত রাস্তার তো এই ভীষণ অবস্থা—তার ওপোর সহিস্‌কোচম্যান বরাতক্রমে ছাতাও আনেনি! সাহেব রাঙ্গা চোখমুখ আরও রাঙ্গা করে সহিস্‌কে কোচম্যানকে খুব ব'কতে সুরু ক'ল্লেন। সহিস বেচারী দু'জন ভয়ে শশব্যস্তে দোকানের বারান্দায় উঠে দোকানদারের কা'কেও ডেকে একটা কিছু ব্যবস্থা কর্বার জন্যে তৎপর হয়ে পড়লো। ইত্যবসরে হরিরাম তাড়াতাড়ী খুব লম্বা চওড়া তক্তা —(ভাগ্যক্রমে সেই দোকানের বারান্দায় একপাশে কতক-গুলো দাঁড় করানো ছিল, বোধ হয় প্যাকিং বাক্স তৈরী কর্বার জন্যে, তারই একটা) একাই তুলে নিয়ে দোকান-ঘর থেকে একেবারে গাড়ীর "পা-দানি" পর্য্যন্ত পেতে দিলেন, আর তার ওপোর নিজের গায়ের মোটা চাদরখানা লম্বা করে বিছিয়ে দিয়ে গাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে আবার উপরো-উপরি একজোড়া "আজানুদার্ঘ" সেলাম ঠুকে ব'ল্লেন

—"কাম মাই লর্ড (come my lord) মাই বিগ আম্‌ব্রিলা হাজ; (my big umbrella has) নো বিট্‌ ওয়াটার (no bit water) লার্ড Lord্দের গায়ে—!" হরিরামের কার্য্যতৎপরতা, উপস্থিতবুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে শক্তিমান জোয়ান কুলীর মত তাঁর দেহের অসীম ক্ষমতা দেখে—সাহেবমেম্‌ যথেষ্ট খুসী হয়ে মহানন্দে গাড়ী থেকে নেবে হরিরামের ধৃত ছাতার তলায় দু'জনের দেহযষ্টিদ্বয় জল থেকে বাঁচিয়ে দোকান-ঘরে ঢুকলেন। সাহেব দোকানের ভিতরে যাবার সময় হরিরামকে ব'ল্লেন—"ঠারো—!" চুরুট দাঁতে চেপে শ্বেতাঙ্গপ্রবর জড়িত স্বরে কি যে ব'ল্লেন, বেচারা ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝলেন না বটে, তবে যে কথামালার বাঘ ও বকের গল্পের বাঘের মত এই উপকারের বিনিময়ে "মারো কিম্বা মরো" গোছের কোন কথা বলেন নি,—এটুকু হরিরাম গোমস্তা মশাই সাহেবমেমের মুখের ভাব ও চলনের ভঙ্গিমা দেখে স্থির বুঝতে পেরেছিলেন।

দোকান-পরিদর্শন এবং ইচ্ছামত দ্রব্যাদি কেনা শেষে সাহেবমেম যখন সেই তক্তা এবং হরিরামের চাদরের ওপর চরণ দু'জোড়া অবহেলায় চালিয়ে এবং তাঁহারই হস্তধৃত গোলপাতার ছাতার তলায় বৃষ্টি নিবারণ করে দিব্য শুষ্ক দেহ-পরিচ্ছদ-জুতা-সমেত জুড়িতে গিয়ে উঠে ব'সলেন, হরিরাম আবার একজোড়া পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ সেলাম "বাজিয়ে" সাহেবমেমকে সুস্থ শরীরে অন্তর্ধান হ'তে দেখবার অপেক্ষায় গাড়ীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক মুষ্টি (প্রায় গোটা কুড়ি) টাকা পকেট থেকে বার করে হরিরামকে দিয়ে এবং একটা চিরকুট কাগজে কি লিখে দিয়ে সাহেব ইংরাজি-ফার্সি-বাংলা-মিশ্রিত ভাষায় ব'ল্লেন—"কাল সকালে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো, তোমার ভালো হবে।"

ভালো যথেষ্টই হ'ল। শুধু ভালো নয়,—হরিরাম সেইদিন থেকে মা কমলার বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে প'ড়লেন এবং দিনকয়েকের মধ্যে বাংলা দেশে (ক'লকেতার সহরে) একজন "বড়লোক" বলে জনমানবের কাছে খ্যাতিলাভ ক'ল্লেন। উপরোক্ত যে সাহেবটি তাঁর ভাগ্য পরিবর্ত্তনের উপলক্ষ হলেন তাঁর নাম মিষ্টার উইলিয়াম বোণ্টস্ (Mr. William Bolts); তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বড়দরের পাণ্ডা। নীলকুঠির গোমস্তাগিরির চাকরি ছাড়িয়ে হরিরামকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে কাসিমবাজারে চলে গেলেন এবং সেখানে তাঁকে রেশমের কুঠিতে প্রধান গোমস্তার চাকুরি দিয়ে তার বিপুল অর্থ-উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এখনকার বড় বড় চাকুরে বাবুদের হাজার দেড়-হাজার টাকা বেতনেও দুঃখ ঘোচেনা,—তার কারণ, এখন উপরি রোজগার একরকম নাই ব'ল্লেও চলে। আর চাকরিতে "উপরি" রোজগার না থাকলে শুধু বাঁধা মাইনেতে কখনো টাকাও জমেনা,—"বড়মানুষও হওয়া যায় না। এই "উপরি-রোজগারের" জন্যেই সেকেলে একটা প্রবাদ বচন সৃষ্টি হয়েছিল,—"যেমন-তেমন চাকরি, ঘি'ভাত!" হরিরাম মাত্র ছ'টাকা মাইনের গোমস্তা হ'লে কি হবে,—মোটা মোটা টাকা উপরি রোজগারে অল্পদিনে একেবারে "ফেঁপে" উঠলেন। এই সূত্রে সেকেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্যের বিষয় কিছু যদি বলি তাহ'লে পাঠক-পাঠিকাদের নিতান্ত মন্দ লাগবেনা বলেই আমার বিশ্বাস; বিশেষতঃ আজকের দিনে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যখন বাংলার মস্‌নদে চেপে বস্‌লেন,—তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্থাৎ তার যত কর্ম্মচারীদের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে তিনি নামে "নবাব" কিন্তু কাজে তাঁদের "গোলাম" হয়ে পড়লেন। কোম্পানী এসেছেন এদেশে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে ; নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ক'র্ত্তে। মীরজাফর তাঁদের সাহায্যে "গদী" পেয়ে মনের আনন্দে "চণ্ডু" টান্‌তে লাগ্‌লেন—আর প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব ক'র্ত্তে লাগলেন, এই স্বনামধন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামধেয় বণিক সম্প্রদায়টী। মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাবার সময়ে তাঁরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, নবাব কোন কারণেই কোম্পানীর বাণিজ্য, কুঠির সাহেব এবং গোমস্তাদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথাটী পর্য্যন্ত কইবেন না, হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা। শুধু তাই নয়, কোম্পানীর কোন লোকের উপর কেউ যদি কোনরূপ অত্যাচার করে, নবাব সে অত্যাচার হ'তে চিরদিন তাদের রক্ষা ক'র্ব্বেন এবং তার প্রতিকারে স্বয়ং যত্নবান হবেন। নবাব তাতেই রাজী। ব্যস্‌—সেইদিন থেকে দেশের তাঁতিদের বা এ দেশের সকল শ্রেণীর শিল্পীদের ওপোর আসুরিক অত্যাচার হ'তে সুরু হ'ল। সে কি যেমন-তেমন অত্যাচার? সে রকম পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী এই পোড়া বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। আর এক কথা। অত্যাচারটা যে এত গুরুতর রকমের হয়েছিল তার প্রধান কারণ, সে সময় ভদ্রবংশের বা বড় বংশের ইংরাজ ভারতবর্ষে আসতো না। আস্‌তো—যত নীচাশয় অর্থলোলুপ ছোটলোক "বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো" হত-

ভাগার দল, যারা নিজের দেশে খেতে প'র্ত্তে পেতোনা, যারা অর্থের জন্যে কোনো রকম পাপ কাজ ক'র্ত্তে পশ্চাৎপদ হ'তনা। এ দেশে তখন এত ভালো ভালো সব তাঁতি ছিল—এমন উচ্চদরের শিল্পী সব ছিল—যা' পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ছিলনা। এই সব তাঁতিদের সন্ধান করে এনে দিতেন গোমস্তারা,—যে চাকরী হরিরাম পেয়েছিলেন। কোম্পানীর সাহেব কর্ম্মচারীরা সামান্য টাকা দাদন দিয়ে এই সমস্ত তাঁতীদের কাছ থেকে জোর করে এই হিসেবে মুচলেকা লিখিয়ে নিত,—অমুক সময়ের মধ্যে এত কাপড় বুনে দিতে হবে। কিন্তু দাম যা দিত—তা'তে বাস্তবিকই তাঁতীদের ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'ত। বাজারে যে কাপড় বেচে একশো টাকা রোজগার কর্ত্তে পার্ত্ত, কোম্পানী দাদন দিয়ে জুলুম করে সেটা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় নিত। গোমস্তা বাবুরা এই সমস্ত নিরীহ তাঁতীদের সন্ধান করে এনে দেবার দরুণ কোম্পানীর কাছে রীতিমত দস্তুরি পেতেন এবং যদি কোনো তাঁতী মুচ্‌লেকা-মত অথবা চুক্তির হিসাবে যথাসময়ে কাপড় বুনে দিতে না পার্ত্ত, তাহ'লে কোম্পানীর সিপাই শাস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এই সব গোমস্তারা সেই হতভাগ্য তাঁতীদের ঘরবাড়ী লুট করে তার বেশী ভাগটা নিজেরা অবহেলে গ্রহণ করে "উপরি রোজগার" ক'র্ত্তেন! যে সব তাঁতীদের দাদন দিয়ে মুচ্‌লেকা লিখিয়ে নেওয়া হ'ত, তা'রা অপর কোনো বণিকদের কাপড় বেচতে পার্ব্বেনা,—মুচ্‌লেকার ভিতর এই সর্ত্তটাই ছিল প্রধান। সে সময় কাশিমবাজারে ইংরাজ ছাড়া ফরাসী (French,) ওলন্দাজ (Dutch,) আরমেনিয়ান্‌দেরও রেশমের কুঠি ছিল। তাঁতীরা

এদের কাছে কাপড় বেচে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার ক'র্ত্তে সক্ষম হ'ত। কিন্তু কোম্পানীকে মুচ্‌লেখা লিখে দিয়ে দাদন নিয়ে—তাদের লাভের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কোম্পানীর গোমস্তা বাবুরা নিরীহ তাঁতীদের কাছ থেকে "উপরি রোজগারের" অভিপ্রায়ে সময় সময় তাঁদের নামে মিথ্যা অভিযোগ ক'র্ত্ত যে,—তা'রা গোপনে ফরাসী বা অন্যান্য বণিকদের বস্ত্র বিক্রয় করেছে। কোম্পানীর সাহেবরা অভিযোগ শুনলেই সে সম্বন্ধে সত্যাসত্য অনুসন্ধান না করেই তৎক্ষণাৎ তাঁতীদের প্রতি গুরুতর দণ্ডের বিধান ক'র্ত্তেন্। প্রাণের দায়ে তাঁতীরা এই সব গোমস্তা বাবুদের তুষ্ট রাখবার আশায় মাঝে মাঝে তাঁদের জন্যে মোটা রকম "ঘুষের" বন্দোবস্ত ক'র্ত্ত।

এই গোমস্তাগিরীর কাজে হরিরামের অল্পদিনেই বিস্তর টাকা রোজগার হ'য়ে পোড়লো। হরিরাম সাহেবকে সুপারিশ ধরে এর চেয়ে আরও একটা লাভজনক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে, কাশিমবাজার পরিত্যাগ ক'ল্লেন। সাহেব মেমসাহেবের বিশেষ সুপারিশে হরিরামকে নিম্‌কির দারোগার পদে নিযুক্ত ক'ল্লেন অর্থাৎ "নির্ব্বিবাদে কোম্পানীর লবণের একচেটে কারবার চলছে কিনা" সেই বিষয়ে তদারক কর্ব্বার ভার দিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের বাণিজ্যসম্বন্ধে এইখানে গোটা-কতক কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন। নবাব মীরকাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফর যখন দ্বিতীয়বার বাংলার গদীতে ব'সলেন—তখন বড়লাট ক্লাইব সাহেব এবং ক'লকাতার কৌন্সিলের মেম্বাররা এ দেশে একটা স্বতন্ত্র বণিকসভা স্থাপন ক'ল্লেন,—তার নাম হ'ল ট্রেডিং এসো-

সিয়েশান্। এটা স্থাপন কর্ব্বার একটা উদ্দেশ্য ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররা বিলেত থেকে দ্বিতীয়বার ক্লাইভকে ভারতবর্ষে পাঠাবার সময় বিশেষ করে বলে দিলেন,—"যাও দাদা,—বাংলাদেশে গিয়ে লবণ, তামাক, সুপারি এই তিনটে তুচ্ছ জিনিষের ব্যবসা ফেঁদে কোম্পানীর যা'তে দু'চার পয়সা রোজগার হয়—তাই কর'গে; কিন্তু দেখো ভাই—যেন নবাবের কোনো দিকে ক্ষতি না হয় অথবা সেখানকার দেশীয় ব্যবসাদার বা প্রজাদের কোন রকম অসুবিধা বা অনিষ্ট না হয়!" ক্লাইভ মহাশয় লম্বা জিব কেটে ব'ল্লেন—"আরে বাপরে! তা কি পারি? আমরা ব্যবসা ক'র্ত্তে যাচ্ছি, পয়সা রোজগার ক'র্ত্তে যাচ্ছি, সকল দিক বাঁচিয়ে কোম্পানীর যা'তে দুটো পয়সা ধর্ম্মভাবে সদুপায়ে রোজগার হয় তাই ক'র্ব্ব! সেখানকার প্রজারাই হ'ল আমাদের লক্ষ্মী। সেখানকার নবাব আমাদের মাথার মণি! তাদের যা'তে সব দিকে ভাল হয় সেইটেই আগে আমাদের ক'র্ত্তে হবে? নইলে ধর্ম্ম থাকবে কেন?" সেখানে লর্ড ক্লাইভ মহাশয় যা ব'লে এলেন, এখানে এসে তাঁর কার্য্যকলাপে আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে সে সবই "উল্‌টা-বুঝ্‌লি-রাম" হয়ে গেল। কথায় বলে "ইংরেজের চালের" (British policyর) কাছে ভগবান পর্য্যন্ত "বান্‌চাল" হয়ে যান। সোজাসুজি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে ঐ লবণ, তামাক, সুপারির ব্যবসাটা একচেটে হবার যখন দোসরা রাস্তা নেই, তখন এই ধূর্ত্ত বণিকসম্প্রদায় বেনামিতে এই কটা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের ব্যবসা চালাবার জন্যে ঐ ট্রেডিং এশোসিয়েশান (Trading Association) খুলে বোসলো এবং কোম্পানীর সমস্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তার সভ্য হয়ে পড়লেন। এই উপায়ে ক্লাইভ সাহেব "সত্য ন্যায় ধর্ম্ম" তিনটীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'ল্লেন।

সঙ্গে সঙ্গে এশোসিয়েশনের একটা কড়া আইন পাশ হোলো যে এদেশে যত লবণ, তামাক আর সুপারি উৎপন্ন হবে, সে সবের মালিকেরা একটা নির্দ্দিষ্ট দামে তাদের সমস্ত মাল এই বণিকসভায় (Trading Association-এ) বেচবেন। এরাই অর্থাৎ এই এসোসিয়েশান্ই সেই সব মাল এ দেশের ব্যবসাদারদের বেচবেন। এসোসিয়েশানের কাছ থেকে নগদ টাকা দিয়ে মাল কিনে এ দেশের ব্যবসাদররা স্বচ্ছন্দে নিজেদের ব্যবসা চালাবেন অর্থাৎ এই দেশের লোকদের বেচবেন, তা'তে এসোসিয়েশানের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু দেশী ব্যবসাদাররা দেশীয় লোকদের কাছ থেকে এ সব মাল অর্থাৎ এই লবণ, তামাক, সুপারি কিছুতেই নিজেরা সোজাসুজি (direct) "গস্ত" ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না। দাম সম্বন্ধে নিয়ম হ'ল,—এদেশের লোক যারা লবণ তৈরী করে, তাদের কাছ থেকে এশোসিয়েশান মাত্র ৭৫৲ টাকায় একশো মণ লবণ কিনবেন। সেই লবণ ৭৫৲ টাকায় কিনে—এসোসিয়েশান্ দয়া করে (অতি সামান্য লাভে) মাত্র ৫০০৲ টাকায় একশো মণ এদেশীয় ব্যবসাদারদের বিক্রয় ক'র্ব্বেন। এদেশের ব্যবসাদাররা এসোসিয়েশনের কাছ থেকে পাঁচ টাকায় প্রতি মণ লবণ কিনে, তার ওপর নিজেদের রীতিমত লাভ চড়িয়ে দেশের লোককে মনের সুখে বেচতে থাকুক্। ব্যস্, তা'হ'লেই কে কত সস্তায় নুণ খাবে খাও!

এদেশের লোকের কত সুবিধা হ'ল আর ব্যবসারও উন্নতি হ'ল বুঝুন দিকি। দেশী লোকের তৈরী "নুন্" সোজাসুজি (direct) দেশীয় লোকের কাছ থেকে কিন্‌লে, বড় জোর নুনের বাজার-দর হ'ত পাঁচ-সিকে! কিন্তু কোম্পানী ব্যবসাদারী বুদ্ধি খরচ করেছিলেন বলেই

দেশের লোকেরা নিজের হাতে নুণ তৈরী করে সেই নুণই নিজেরা ৫৲ টাকা মণে কিনছেন, আর ৭।৷০ টাকায় বেচছেন ।কৃ,—এখন আইন যখন হ'ল, তখন বে-আইনি কাজ ক'ল্লেই শাস্তি পেতে হবে! সুতরাং কোথাও কেউ নিজেদের আহারের জন্যে লুকিয়ে নুণ তৈরী ক'চ্ছে কিনা, কিম্বা নুণ তৈরী করে গোপনে আপনা-আপনির ভেতর ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লে এ সব রীতিমত তদারক করা নিশ্চয়ই দরকার। নইলে, আইন করা না-করা দুই-ই সমান। কাজেই সেই সঙ্গে "নিমকির দারোগা" নামধেয় এক শ্রেণী জীবের অভ্যুদয় হ'ল। এই নিমকির দারোগাগিরির কাজে কি ভাবে জলের মত টাকা "উপরি রোজগার" স্বভাবতঃ হ'তে পারে —সে কথা যদি কা'কেও বুঝিয়ে ব'লতে হয় তা'হ'লে তাঁর বনগমনই শ্রেয়ঃ।

একজনকে মেরে আর একজন বাঁচে। একজনকে পথে বসিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করে আর একজন বড়লোক হয়। একজনকে ছোট করে আর একজন বড় হয়। সংসারের এই নিয়ম বরাবর চলে আসছে, সেই জন্যে চ'লতি কথায় বলে "কেউ মরে কেউ হরি-হরি করে।" "কারুর সর্ব্বনাশ কারুর পৌষ মাস।" পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে প্রভুত্বের প্রারম্ভে তাদের রেশমের কুঠিতে বা লবণের গোলায় কাজ করে বাংলা দেশে হরিরামের মত অনেকেই এমন ধনবান হয়েছিলেন, যার জোরে এখনও তাঁদের পৌত্র-প্রপৌত্রেরা আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে বুক ফুলিয়ে "বনেদি" বড় বংশের (Aristrocrat familyর) ছেলে বলে

পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের আভিজাত্যের সূত্রপাত কোথায়, নিজেদের বংশ-ইতিহাসের বাঁ দিকের কয়েকপৃষ্ঠা বেশী করে উল্‌টে দেখেন, তা'হ'লে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পার্ব্বেন যে, এই বাংলার শিল্পী, বাংলার চাষী, বাংলার ব্যবসাদার এবং সকল রকম শ্রমোপজীবীদের দেহের রক্ত দিয়েই তাঁদের "বনেদি" বংশের "বুনেদ" তৈরী হয়েছে। তা হোক্—মা কমলা চিরদিনই চঞ্চলা। একজন একজনকে মেরে যেমন বড়লোক হয়েছে, আবার একদিন তা'কে মেরে আর একজন বড়লোক হবে। এই ভাব বরাবর চ'ল্‌তে থাক্‌বে, তার জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু এই বাংলা দেশের যে শিল্প, যে বাণিজ্য, যে সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কয়েক জন বা কয়েক ঘর বনেদি লোকের বনেদ খাড়া কর্ব্বার জন্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, তা আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবেনা। এই জন্যে পাশ্চাত্য কবি গোল্ড্‌স্মিথ বলেছিলেন,—

"Princes, Lords may flourish,
or may fade,
A breath can make them,
as a breath has made,
But a bold peasantry
their country's pride,
When once destaoyed,
can ne'er be supplied."

করুণাময় বোল্‌টস্ সাহেবের কৃপায় হরিরাম এই "নিম্‌কির দারোগাগিরি" কার্য্যটা লাভ ক'ল্লেন। এই কার্য্যভার বছর কয়েক বহন কর্ব্বার পর—নানাদেশে ঘুরে ফিরে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি লোক-দেখানো নামমাত্র একটা পেন্‌শান্ নিয়ে অবসর গ্রহণ

করে—ক'ল্‌কেতায় বাদুড়বাগানে নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় এসে চেপে ব'সলেন।

হরিরাম তখন রীতিমত বড়লোক। শুধু বড়লোক নন্‌—তিনি একজন সমাজপতি। তখন ক'ল্‌কেতার সহরে ক'টা লোকই বা বাস ক'র্ত্ত! তখন "সুতোনুটী—গোবিন্দপুর" বকেয়া নামের পরিবর্ত্তে সবেমাত্র "ক'লকেতা" নামটা বঙ্গদেশে জাহীর হয়েছে। ঐ যে আজ গড়ের মাঠ দেখছেন,—যেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ্‌ হ'লেই পাঁচ সাত লক্ষ লোক বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমায়েৎ হয়,—একশো বছর আগে ওখানে একটা রীতিমত জঙ্গল ছিল! রাত্রিবেলা তো দূরের কথা,—দিনের বেলা ওর ধার দিয়ে লোকের চলাচল ক'র্ত্তে ভরসা হ'তনা! ঐ যে মনমজানো ইডেন গার্ডেন, আজ যার শোভা দেখে মনে হয়—কোথায় লাগে স্বর্গের নন্দনকানন,—যেখানে সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে ঢলে প'ড়তে না প'ড়তেই—বুক খোলা—হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া শ্বেতাঙ্গিনীরা প্রায়-নগ্ন সৌন্দর্য্যে ছেলেদের যুবাদের দূরে থাক্‌—বুড়োদের পর্য্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে রকমারি ঢংএ ঘুরে ফিরে (যেন নেচে নেচে) বিহার ক'রেন,—ঐ ইডেন গার্ডেনের স্থানটী তখন গঙ্গাগর্ভে ছিল। ঐ চৌরঙ্গীতে সে সময় কারুর আস্‌তে হ'লে,—পাল্‌কি-বেহারাদের চারগুণো ভাড়া কবলাতে হ'ত। চোর ডাকাতের ভয়ে তখন সন্ধ্যা না হ'তে হ'তেই ক'লকেতাবাসীরা বাড়ীতে "দোরতাড়া" বন্ধ করে শয্যাশ্রয় গ্রহণ ক'র্ত্ত। যাক্‌—সে সব পুরোণো ইতিহাস।

হরিরাম তখন ক'ল্‌কেতার "পয়সা-ওলা" বাবু। জমিদারী কেনার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি বুঝতেন নগদ

টাকা,—যেটা তাঁর অপর্য্যপ্ত হয়েছিল। নিজের প্রাসাদতুল্য বাড়ী ছাড়া—এই সহরে বিস্তর কোঠা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়ে ভাড়া দিয়েছিলেন, অনেক জায়গা-জমিও কিনে রেখেছিলেন। বাদুড়বাগানে নিজের বাড়ীর সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড মাঠ খুব সস্তাদরে তাঁর আয়ত্তে এসে পড়েছিল। সেটাতে বহুকাল পর্য্যন্ত "বস্তি" ছিল—অনেক টাকা খাজনা-বাবদে সেখান থেকে আদায় হ'ত।

মা লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর "বরযাত্রীর দল" আসেন,—কথাটা পুরোণো হ'লেও সত্য কথা। হরিরামের লক্ষ্মীলাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আত্মীয়লাভও হ'ল। হরিরামের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ তো হ'তই, তা ছাড়া,—তিনি বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ—মাতৃশ্রাদ্ধ—স্ত্রীর "জলসংক্রান্তি" ব্রত ইত্যাদি নানা কার্য্য উপলক্ষ ক'রে বিস্তর লোক খাওয়াতেন। শুনেছি,—দূর সম্পর্কের তাঁর এক মামী-মা (যিনি হরিরামের সংসারে "গিন্নী মামী"-রূপে আধিপত্য লাভ করেছিলেন) পরলোকগমন কল্লে হরিরাম তাঁর শ্রাদ্ধে "গঙ্গাজলা" শালের জোড়া বিতরণ করে কাঙ্গালীবিদায়-রূপ দুরূহ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করে-ছিলেন। সত্য মিথ্যা জানিনা—এইরূপ প্রবাদ বরাবর শুনে এসেছি। মোট কথা এইটে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,—হরিরাম বাবু অগাধ টাকার মালিক হয়েছিলেন।

হরিরামের সাতটী কন্যার পর একটীমাত্র পুত্র হয়েছিল,—তিনি আমার পূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। হরিরাম দরিদ্রের সন্তান ছিলেন—কিন্তু তাঁর পুত্র রীতিমত "বড়-লোকের ছেলে"। তাঁর সহড়া নেয় কে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেকালে বড়মানুষের ছেলে হ'লে যেমন চালে চ'ল্‌তে হয়, বিশেষ যদি তিনি "সবে-ধন-নীলমণি" হন,—ঠাকুরদাদা ঠিক তেম্‌নি চালেই বরাবর চ'লতেন। গাড়ী—ঘোড়া—পাল্‌কী না হ'লে এক পাও কোথাও যেতেন না। চেহারাটী যে একবারে নব-কার্ত্তিক ছিল —তাঁর বুড়ো বয়েসের চেহারা দেখে আঁচ করে নিয়েছিলুম। বাব্‌রি ছাঁটা চুল, গলাপাট্টা (সৌখীনবাবু-উপযোগী),—হাতে হীরের আংটী, সোণার তাগা, রক্ষাকবচ (বাজু), গলায় সোনার চেন্ ইত্যাদি সুশোভিত পিতামহ স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যৌবনের চেহারা (যা' এখনও আমাদের বাড়ীতে একখানা অয়েল-পেন্টিং ছবিতে দেখ্‌তে পাই) একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে! সত্যিই তিনি সুপুরুষ ছিলেন। ধনকুবের হরিরাম বাবু একমাত্র পুত্রকে যেরূপ আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন, শুনতে পাই, সেরূপ আদর নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ আদরের

দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ! সেই আদরের ফলে, ঠাকুদ্দা হেন অপকর্ম্ম নেই যা' করেননি! দাঙ্গা-হাঙ্গামা—মাম্‌ল'-মকর্দ্দমা—নিরীহের প্রতি অত্যাচার তিনি অবাধে ক'র্ত্তেন,—এবং এই সবের "তাল সামলাতে" পুত্রবৎসল হরিরামকে যে কত অর্থ ব্যয় ক'র্ত্তে হয়েছে—তা আর বলবার কথা নয়। মদ, বেশ্যা, জুয়া, বাগানপার্টি (ইয়ার-বন্ধু-বাইজী-সমেত),—এসবে রামচন্দ্র একবারে (যাকে বলে) "তক্ষক" ছিলেন। "আকাশের চাঁদ" ধর্ব্বার বায়না কখনো নিয়েছিলেন কিনা শুনিনি; কিন্তু,—পুত্রের "উদ্ভট" রকমের কোনো আবদার পূর্ণ ক'র্ত্তে হরিরাম কখনো তিলমাত্র কৃপণতা করেননি! রামচন্দ্র পিতার প্রশ্রয়ে এতদূর "গরম-মেজাজী" হয়েছিলেন যে—আত্মীয়স্বজন তো দূরের কথা, পাড়াপ্রতিবেশী কেউ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্ত্তে সাহস ক'র্ত্তনা। কি জানি,—কখন্ কা'কে কি অপমান করে ব'সবেন! স্বয়ং হরিরাম নিজপুত্রের কাছে ভয়ে ভয়ে থাক্‌তেন।

হরিরাম পুত্রের কঠোরতার প্রশ্রয় দিলেও নিজে কিন্তু ততটা নির্ম্মম ছিলেন না। দরিদ্র হরিরাম যৌবনে কঠোরতা-নির্ম্মমতার মুখোস্ প'রে অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন সত্য। সে সময় কঠোর নির্ম্মম দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য না হ'লে কখনও এতটা ধনসম্পত্তির তিনি মালিক হ'তে পার্ত্তেন না। কিন্তু—ধনবান হবার পর অর্থাৎ অবসর নিয়ে যখন তিনি ঘরসংসার ক'র্ত্তে ব'সলেন, তখন সত্যিই তাঁর আচরণ দেবতুল্য হয়েছিল। তিনি বহু অনাথ দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য ক'র্ত্তেন; কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিদের দায়োদ্ধার ক'র্ত্তেন,—অনেক আত্মীয়স্বজনের মাসোয়ারার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

দূরসম্পর্কীয় সহায়হীন যে কেউ তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হ'ত, তিনি নিজগৃহে তা'কে আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন ক'র্ত্তেন। শুনতে পাই,—তাঁর পল্লীতে ডাকনাম ছিল "রাজা বাবু"। যাই হোক্,—মোটা কথা,—মনটা তাঁর যথার্থই উদার ছিল। বোধ হয় তিনি ভাবতেন,—"অনেক পাপ করে অর্থ উপার্জ্জন করেছি,—সে অর্থের যতটা সম্ভব আমি সদ্ব্যবহার করি!" পিতামহের অর্থাৎ রামচন্দ্রের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর রীতিমত আড্ডা জ'মতো! সে আড্ডায় মাঝে মাঝে বড়মানুষ হয়তো দু'দশ জন "চালের ওপোর" আসা-যাওয়া আমোদ-প্রমোদ ক'র্ত্তেন,—কিন্তু রীতি-মত আড্ডা জমিয়ে রাখতো—গৃহস্থ দরিদ্র হতভাগ্যের দল,—যাদের চলিত কথায় বলে "মোসায়েব!" তা'রা দু'চার ঢোক মদের প্রত্যাশায় —কখনো বা বাবুর মর্জ্জিক্রমে ভালমন্দ খাবার লালসায়—সন্ধ্যা থেকে যতক্ষণ না বাবু নিজের খেয়ালমত বৈঠকখানা ত্যাগ করে অন্দরমহলে গমন ক'র্ত্তেন—ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাঁচ রকমে বাবুর মনকে উৎফুল্ল রাখবার জন্যে যত্নবান হ'ত। হরিরাম এই সব হতভাগ্যদের রকম-সকম দেখতেন আর কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না যে, এরা কি স্বার্থে প্রত্যহ এতটা কষ্টস্বীকার করে তাঁর পুত্রের মোসায়েবী করে! ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জানলেন,—পুত্র রামচন্দ্র কা'কেও নগদ এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনা। একদিন তিনি পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন—"বাপু—এই যে প্রত্যহ রাত্রে দেখি—দশ পনেরো জন অতি গরীব অথচ ভদ্রলোকের ছেলে সন্ধ্যে থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে ব'সে আমোদ করে, আর তুমি বাড়ীর ভেতর চলে গেলে তবে তা'রা যে যার বাড়ী যায়,—এদের কি তুমি মাসিক কিছু দাও এর জন্যে?"

রুক্ষস্বরে রামচন্দ্র ব'ল্লেন—"ওরা নিজেরা আসে—নিজেদের ইচ্ছে-মত বৈঠকখানায় বসে—গানবাজনা করে,—নিজেদের ইচ্ছেমত চলে যায়; এর জন্যে আমি ওদের পয়সা দিতে গেলুম কেন?"

হরিরাম পুত্রকে আর কোনো কথা ব'ল্লেন না। বাড়ীর সরকার লোকজনদের মারফতে খবর নিলেন,—এই সব ভদ্রলোকের ছেলেদের অবস্থা অত্যন্ত হীন; এমন কি, কারো কারো বাড়ীতে হাঁড়ি পর্য্যন্ত দু'বেলা চড়েনা! এদের পেটে অন্ন নেই—কিন্তু তবু বাবুর মনস্তুষ্টির জন্যে বাবুর সঙ্গে কাষ্ঠহাসি হেসে এরা বৈঠকখানা গুলজার ক'র্ত্তে আসে। হয়তো মনে মনে আশা,—বাবুর দ্বারা ভবিষ্যতে যদি কিছু হিল্লে হয়; কিম্বা কোনো দায়ে বিপদে বাবু যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন!

হরিরাম ঝানু লোক! তিনি কিন্তু মনে মনে স্থির জান্‌তেন,—এদের মধ্যে যদি কেউ মরেও যায়,—ধর্ম্ম ভেবে রামচন্দ্র তার মুখের দিকে একবার ভুলেও চাইবেনা। রামচন্দ্র অকাতরে অর্থসাহায্য ক'র্ত্তে পারেন তা'কে,—যে তাঁ'র কামানলে আহুতি দেবার সহায়তা ক'র্ব্বে—কিম্বা এমন কোনো একটা পাপ কাজ ক'র্ত্তে অগ্রসর হবে—যে কাজে রামচন্দ্রের ষোলো আনা স্বার্থ আছে! হরিরাম এই সকল হতভাগ্য জীবদের অর্থাৎ পুত্রের "মোসায়েবদের" জন্যে একটা মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

তখনকার কালে বড়মানুষের ছেলের যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার বা ভদ্রোচিত, রামচন্দ্র ঠিক ততটুকুই শিখেছিলেন। তাও বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা মাষ্টারপণ্ডিত রেখে। তখন দেশের নবাব সিংহাসনেই বসুন বা "বেণীমাধবের ধ্বজার" মত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিতই

থাকুন আর যত নবাবী চালই চালুন,—দেশের লোক বেশ বুঝে নিয়েছিল, "নবাবী আমল" শেষ হয়ে এইবার রীতিমত "কোম্পানীর মুল্লুকে" দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই বাংলা দেশের মালিক হবে এই স্বনামধন্য ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামধারী চতুর বণিক-সম্প্রদায়। কাজেই, দেশের লোক "আলেফ—বে—পে—তে—সে" বকেয়া দুর্ব্বোধ্য বিপজ্জনক ফার্সি পাঠ ছেড়ে—আই কাম্—(I come)—বাই কাম্ (By come—অর্থাৎ become)-গোছ দু'দশটা "কলিযুগ-দেবভাষা" এই ইংরাজিতে মনোনিবেশ ক'ল্লেন। এখনকার মত তখন অলিতে গলিতে স্কুল-কলেজ ব'লে কোনো পুণ্য-প্রতিষ্ঠানের নামও কেউ জান্‌তো না। পূজনীয় মিশনারী মহোদয়গণ-সঙ্কলিত দু'একখানা ইংরাজি ডিক্‌সনারী বাজারে যা' বিক্রি হ'ত,—তাই কিনে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলেরা মুখস্থ ক'র্ত্তে সুরু করে দিলে! তাই পড়েই কাজ চালাবার মত এক-রকম বিদ্যে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ মহাশয় লাভ ক'ল্লেন; সুতরাং সে বিদ্যে জাহির কর্ব্বার জন্য হরিরাম বাবু পুত্রকে দুই একটা নামজাদা কোম্পানীর "হৌসের" মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান্ করে দিতে পথ পেলেন না।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী "সাত সমুদ্দুর তেরো নদী" পার হয়ে এসে যখন বাংলা রাজ্যটা প্রায় দখল করে ফেল্লেন—তখন "শ্রীবিলেত" থেকে নবাব-দত্ত পরোয়ানার জোরে দলে দলে "এণ্ড কোং" রূপে রকমারি শ্বেত-সওদাগর-সম্প্রদায় এখানে বাণিজ্য করে এদেশের লোককে বড়-লোক করে দেবার জন্যে মাথায় টুপি আর গাঁটরিতে কিছু মালপত্র নিয়ে শুভপদার্পণ ক'ল্লেন। ইংরেজরা এদেশে বেচ্‌তে এলেন—"ছেলে-ভুলোনো" ঠুন্‌কো জিনিষ রকম রকম,—কিন্‌তে লাগলেন "গতর-ফোলানো"

ধান—পাট—তিসি—ভুষি—গম্! ব্যবসা-বাণিজ্য সেই থেকে এই দেশে এমন জোর সুরু হ'ল যে, পৃথিবীর চাদ্দিকে একটা দস্তুরমত সোরগোল পড়ে গেল। পৃথিবীর যত সভ্যদেশ পাকা খবর পেয়ে গেল—সমুদ্রের পারে ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলা দেশ ব'লে অসভ্য একটা জায়গা আছে—যেখানে সত্যিই গাছে গাছে সোণা ফলে! টুপি মাথায় দিয়ে সাগর ডিঙ্গিয়ে যে কেউ সেখানে লাফিয়ে গিয়ে প'ড়তে পার্ব্বে—সেই অতি অল্পদিনে একেবারে ধন-কুবের হ'য়ে যাবে! সুতরাং, লোকমুখে সংবাদ পাবামাত্রই দলে দলে "সফেদ" সওদাগর মশাইরা নানা রকম চক্চকে সওদাগরী মাল নিয়ে এসে হাজির হ'তে সুরু ক'ল্লেন। এসেই এদেশের লোককে ব'ল্লেন—"তোমাদের ময়লা জিনিষ (Raw material)-গুলো আমাদের দাও,—তোমরা নিয়ে কি ক'র্ব্বে? নষ্ট হ'চ্ছে বইতো না! আমরা তোমাদের জন্যে দেখ দিকি—কেমন সব ভাল ভাল বাহারী শিশি-বোতলে ভরা রং-করা মন-মজানো প্যাকিং বাক্স এনেছি! এস ভাই—আদান-প্রদান হোক্—ব্যবসা-বাণিজ্য চলুক্,—তোমরাও কেনো—আমরাও কিনি! তোমরাও বেচো—আমরাও বেচি! তোমাদের বড়লোক করে দিতে এবং অধস্তন চৌদ্দপুরুষের সুখসমৃদ্ধির বন্দোবস্ত ক'র্ত্তে আমরা বড় সাধে "হাল ধরে—পাল তুলে" ছুটে এসেছি।" এই সব ব'লে তো সওদাগর মশাই অর্থাৎ "এণ্ড কোং" প্রভুরা এদেশে ব্যবসা খুল্লেন,—যত রাজ্যের ফক্কিকারি মাল তো আন্লেন,—কিন্তু এসব মাল কাটায় কে? আর তাঁ'রাও যে এখানে মাল কিন্বেন—এদেশের মহাজনেরাই বা কি বিশ্বাসে ধারে তাঁদের মাল ছাড়বে? সম্বলের ভেতর ত টুপি আর বুট! তখন

তো ব্যাঙ্ক্ ব'লে কিছু ছিলনা,—যার দোহাই দিয়ে নির্ব্বিবাদে উভয় পক্ষের "লেন-দেন" চ'লবে! সুতরাং তাঁদের ব্যবসা চালাবার জন্যে তখন দাঁড়াতেন এদেশেরই একজন "পাট্টাওয়ালা" ধনবান,—যিনি উভয় পক্ষেরই গ্যারাণ্টি হ'তেন এবং দরকার হ'লে সওদাগর মশাইদের ব্যবসা সুচারুরূপে চালাবার জন্যে এইভাবে গ্যারাণ্টি হওয়ার দরুণ সময় সময় বিশ-পঞ্চাশ হাজার কখনো বা লাখো টাকা ঘর থেকে বার করে দিতেন। অবশ্য—এর জন্যে দস্তুরী পেতেন নিশ্চয়ই। এই সব গ্যারাণ্টি-হওয়া লোকেরাই ছিলেন সেকালের "মুৎসুদ্দি" বা "বেনিয়ান"। এঁরা যদি না থাকৃতেন—অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকেরা যদি সে সময় মুৎসুদ্দিরূপে ইংরাজ সওদাগরদের ব্যবসায় না দাঁড়াতেন,—তাহ'লে আজ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে পিঁপড়ের সারির মত দু'ধারে এত "এণ্ড কোং"র সারি দেখা যেতোনা—আর দলে দলে পৌনে-মরা বাঙ্গালী কেরাণীর দল তাড়াতাড়ি দুটী ভাত পেটে পুরে "হন্ত-দন্ত" হয়ে ছুটে attondance Registryতে (হাজ্‌রে খাতায়) সই মারবার জন্যে প্রাণপাত ক'র্ত্ত না। মুৎসুদ্দি মশাইরা তখন পয়সা পেয়েছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁ'রা ঘরের কড়ী বার করে বিদেশী বণিক মহাশয়দের যে ভাবে সাহায্য এবং উপকার তখনকার কালে করেছিলেন এবং সদাগর মশাইরা এর জন্যে যে পরিমাণ লাভ করেছেন, তার শতাংশের একাংশ পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন বা লাভ মুৎসুদ্দি মশাইরা ক'র্ত্তে পারেননি! আর সেই সাহায্য এবং উপকারের বিনিময়ে ইংরাজ বণিকদের কাছে মুৎসুদ্দি মহাশয়দের পুত্রপ্রপৌত্রেরা কিরূপ সাহায্য, উপকার বা খাতির আজকাল পেয়ে থাকেন অথবা পাবার প্রত্যাশা ক'র্ত্তে পারেন, তাঁ'রা

নিজেরাই একবার ভেবে দেখ্‌লে বুঝতে পার্ব্বেন। সেই শ্রেণীর মুৎসুদ্দিবংশজাত কোনো এক ভদ্রসন্তান একবার তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের নাম নিয়ে কোনো অফিসে চাকরির জন্যে যাওয়াতে, সুসভ্য এবং ভদ্র (gentleman) "বড়সাহেব" মহাশয় ব'লেছিলেন—"কৃতজ্ঞ এবং উদার হ'লে ইংরাজজাতির ব্যবসা এদেশে কখনই চ'ল্‌তে পারেনা।" (A grateful merchant can never thrive in this country)। অথচ এই অফিসের যিনি প্রতিষ্ঠাতা বড়সাহেব, তিনি যদি এই চাকরি-প্রার্থী ভদ্রসন্তানের মুৎসুদ্দিরূপী পিতামহের নিকট রীতিমত আর্থিক সাহায্য না পেতেন, তা'হলে একদিন অন্য অফিস হ'তে বিতাড়িত হয়ে সহায়-সম্বলহীন কপর্দ্দকশূন্য বিপন্ন অবস্থায় তাঁকে জাহাজের মাশুল ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করে সাগরপারে স্বঘরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্ত্তে হ'ত।

হরিরাম পুত্র রামচন্দ্রকে ইংরাজি ভাষায় বেশ "লায়েক" বুঝে বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত কর্ব্বার জন্যে এই রকম চার পাঁচটী সওদাগর "এণ্ড কোং"-র হৌসের মুৎসুদ্দি বা "বেনিয়ান" ক'রে দিলেন। হরিরামের জ্ঞানহীনা পত্নী স্বর্গীয়া মহেশ্বরী দেবী স্বামীকে ব'ল্‌লেন,—"হ্যাঁগা! ছেলেকে ঘরের পয়সা দিয়ে চাক্‌রী ক'র্ত্তে পাঠাচ্ছ কেন? রামচন্দ্রকে একটা দোকান টোকান করে দিয়ে ব্যবসা ক'র্ত্তে শেখাও না!" একথা শুনে হরিরাম ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পত্নীকে শুধু মার্ত্তে বাকী রেখেছিলেন। বাঙ্গালীর ছেলে ব্যবসা ক'র্ব্বে—এত বড় স্পর্দ্ধার কথা পত্নী হয়ে স্বামীর সাম্‌নে উচ্চারণ করে? মহেশ্বরী দেবী যে অল্পে অল্পে নিস্তার পেয়েছিলেন, এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,—হরিরাম খুবই সংযমী—নিরীহ—পত্নীবৎসল

ছিলেন। নইলে—এখনকার কাল হ'লে হরিরাম পত্নীকে নিশ্চয় "ডাইভোর্স্" ক'র্ত্তেন।

হরিরাম এখন ধনকুবের, সহরের নামজাদা "বড়লোক।" তাঁর আলালের ঘরের দুলাল—ননীর পুতুল রামচন্দ্র "দোকান" খুলে ব'সে—ছোটলোক ইতরের মত খদ্দেরকে জিনিষ বেচ্‌বে? লোকে ব'ল্‌বে—"যা তো—রামচন্দ্রের দোকান থেকে অমুক জিনিষটা কিনে নিয়ে আয় তো।" বংশের (তথা) বনেদি বংশের মুখ উজ্জ্বল না করে—বংশের "মুখে" চুণকালী দেবে?

আর মুৎসুদ্দিগিরি কি চাক্‌রি? সে তো রীতিমত "নবাবী"! মাথায় "ঙ"-র মত করে "ফ্যাটা" বেঁধে, বিলিতি থান কাপড়খানা কুঁচিয়ে প'রে—হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ধপ্‌-ধপে সাদা চাপ্‌কান গায়ে চড়িয়ে, দড়ীর মত পাকানো লম্বা মল্‌মলে চাদর পশ্চাদ্‌ভাগে কটিদেশ বেষ্টন করে সাম্‌নে বুকের ওপোর "ইন্‌-টু" (cross) ভাবে নিয়ে গিয়ে "স্কন্ধরূপ" দুটী আন্‌লার ওপোর দিয়ে পেছন দিকে ঝুলিয়ে সাদা ফুল্‌ মোজা জোড়া টেনে উরুত পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে তা'তে শক্ত করে লাল-ফিতের "গার্টার" বেঁধে তেল চুক্‌চুকে বার্ণিশ করা "সাইড্‌স্প্রিং" জুতো চরণে শোভিত ক'রে বেলা বারোটার সময় হাতবাক্সসমেত গাড়ীতে উঠে সমস্ত পথটা জোড়হাতে মনে মনে "ঠাকুর" বা "সাহেব" প্রণাম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে অফিসে পৌঁছুবে এবং তাঁরই নিযুক্ত লোকজন কর্ম্মচারীরা প্রণাম, নমস্কার, সেলাম ইত্যাদির দ্বারা খাতির করে "ছাতার" দ্বারা "মুৎসুদ্দির" মাথা রক্ষা করে চেয়ারে বসাবে। এ কি "চাক্‌রি"—না—"লাট্‌সাহেবী?" কাজের মধ্যে—"টুপিমাথায় হ্যাট্‌-কোট্‌-ধারী" সাহেব দেখ্‌লেই (তা

সে অফিসেরই হোক্ অথবা বাইরেরই হোক্) "আভূমিনমিত" সেলাম ঠোকা। খাটুনী সমস্ত দিনে কেবল এই কাজটিতে! প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয় বটে; বাড়ী গিয়ে দিনকতক কোমরে হাতে পিটে একটু মালিসের ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হয়, তারপর কিছুকাল এ কার্য্যটা এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, চৈত্রমাসে জেলেপাড়ার সং দেখ্‌তে গিয়ে হ্যাট্-কোট্-পরা সাহেব-সাজা "সং" দেখেও (automatically) মুৎসুদ্দি বাবুদের সেলাম বেরিয়ে পড়ে!

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলাদেশের লোকেরা বেশ স্পষ্ট বুঝে নিলে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ইংরাজ জাতিকে বাঙ্গালীর মনিব এবং বাঙ্গালী জাতিকে ইংরেজের বা সাহেবের বা সাগরপার-নিবাসী হ্যাট্‌কোট্‌ধারী সমস্ত শ্বেতাঙ্গজাতিরই চাকররূপে সৃষ্টি করে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। এই সৃষ্টিতত্ত্বের যেদিন ব্যতিক্রম হবে—ভারতে সেই দিনই মহাপ্রলয়,—একথা শাস্ত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে! শুধু তাই নয়! সর্ব্ব-শাস্ত্ররচয়িতা সর্ব্ববর্ণারাধ্য ব্রাহ্মণজাতি এই পলাশী যুদ্ধের পর নবশাস্ত্র মুখে মুখে প্রচার করে দেশবাসীকে শিক্ষিত দীক্ষিত ক'র্লেন,—কলিতে জাগ্রত দেবতা—সাহেব! তাঁদের ষোড়শোপচারে পূজা, ভক্তিভরে প্রণাম, বন্দনা এবং শ্রীবুটশোভিত চরণসেবাই বাঙ্গালী এবং কিছুকাল পরে সমগ্র ভারতবাসীর ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। এই বলে ব্রাহ্মণই পথপ্রদর্শক হয়ে সবার আগে সাহেবের শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে প'ড়লেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মানুষ চিরদিন থাকেনা—এর চেয়ে সত্য কথা আর কিছুই নেই! প্রায় ৯৩।৯৪ বৎসর বয়সে স্বনামোধন্য—"এক পুরুষে" বড়লোক বাদুড়বাগানের বনেদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায় শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিরাম বাঁড়ুয্যে বাহাদুর গঙ্গাতীরে পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন,—আশ্রিত প্রতিপালিত শত্রুমিত্র প্রভৃতি-পরিবৃত অবস্থায় "তে-রাত্রি" গঙ্গাবাসের পর (শুন্‌তে পাই) অতি সজ্ঞানে দেহত্যাগ ক'ল্লেন। এমন অবস্থায় এত বয়েসে কারুর মৃত্যু হ'লে তাঁর স্ত্রীপুত্রপৌত্রাদি অতি আপনার জনেরা যথার্থ শোকাভিভূত হ'য়ে কাঁদে কিনা তা ব'ল্‌তে পারি না,—তবে কাঁদা উচিত বলেই আমার মনে হয়। কারণ, মাত্র দু' চারদিন এক সঙ্গে বসবাসের পর যদি কোনো আত্মবন্ধু জন্মের মত কোথাও চলে যায় এবং তা'র বিচ্ছেদে প্রাণ যদি কাতর হয়,—তা'হ'লে প্রায় শত বৎসর যে ইহসংসারে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে

কালযাপন করেছে—তা'র সঙ্গে চিরবিচ্ছেদে প্রাণ খুব বেশী রকম কাঁদবেনাই বা কেন? যাহোক,—হরিরামের মৃত্যুতে অন্য কেউ কাঁদুন আর না কাঁদুন, তাঁর পত্নী মহেশ্বরী দেবী যে যথেষ্ট কেঁদেছিলেন,—সে সম্বন্ধে আমি হলপ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি। আর কেঁদেছিলেন তাঁ'রা, যাঁদের হরিরাম নিজগৃহে স্থান দিয়ে অতি যত্নে প্রতিপালন ক'চ্ছিলেন। কারণ, সে হতভাগ্যেরা এবং হতভাগিনীরা হরির'মের পুত্র রামচন্দ্র বাবুর (অর্থাৎ আমার পিতামহ মহাশয়ের) কথাবার্ত্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার, মেজাজ ইত্যাদি দেখে শুনে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হরিরামের অবর্ত্তমানে "কর্ত্তা রামচন্দ্রের" আমলে সে "রামরাজত্ব" নিশ্চয়ই থাকবে না।

রায় শ্রীল শ্রীযুক্ত হরিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের শ্রাদ্ধশান্তি কি ভাবে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের কোনো প্রয়োজন নেই। পিতামহ সে বিষয়ে তিলমাত্র কৃপণতা করেননি, সে কথা শুনেছি। অন্ততঃ "নাম কা-ওয়াস্তে" যথেষ্ট সমারোহ করেছিলেন,—পিতৃভক্তিতে না হোক্। মহেশ্বরী দেবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাননি বটে, কিন্তু পাকা মাথায় সিঁদুর মুছে তিনি চার মাসের অধিক পৃথিবীতে অবস্থান করেননি। মহেশ্বরী দেবী যথার্থই ভাগ্যবতী সতীলক্ষ্মী ছিলেন; তেমনটী আর বড় দেখা যায়না।

রামচন্দ্র বাবু এখন সংসারের কর্ত্তা। শুধু "কর্ত্তা" নন,—একেবারে সর্ব্বে-সর্ব্বা। মাথার ওপর যতদিন "বুড়ো বুড়ী" (অর্থাৎ বাপ মা) ছিলেন, ততদিন অনেক কার্য্য তিনি ইচ্ছা থাকলেও ভদ্রতা বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক'র্ত্তে পারেননি। এইবার "বাঁড়ুয্যে-সংসার—

রাজত্বে” তিনি “একচ্ছত্র সম্রাট”। বাড়ীশুদ্ধ সবাই তাঁর ভয়ে “জুজু।” আমার পিতাঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'লেও কখনো সাহস করে তাঁর পিতার (অর্থাৎ আমার পিতামহের) সম্মুখে মুখ তুলে কথা ব'লতে সাহস করেননি। পিতা আমার নিতান্তই ভালমানুষ ছিলেন। সংসারে তিনি কারও সঙ্গেই জোরে বা “রুখে” কথা কইতেন না, তা “দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী” নিজের পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর! ব'ল্লে বিশ্বাস ক'র্বেন কিনা জানিনা,—আমি জীবনে একটীবার ছাড়া দ্বিতীয়বার কখনো তাঁকে রাগ্‌তে দেখিনি! এরও যথেষ্ট কারণ ছিল। অবিচার অত্যাচার তিনি এ পৃথিবীতে যথেষ্ট সহ্য করেছিলেন, তথাপি ঐ একদিন ছাড়া আর কখনো একটা চড়া কথা তাঁকে ব'ল্‌তে শুনিনি! যথাসময়ে সে ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ ব'ল্‌ব।

পিতামহের চার পুত্র, তিন কন্যা। তার মধ্যে পিতাই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বড়মানুষের ছেলেরা যে চালে, যে ভাবে, যে মেজাজে, যে রকম আদব-কায়দায় সংসারে ঘোরে ফেরে, বসবাস করে,—আমার খুল্লতাত তিনজন ঠিক সেই রকম নিক্তির ওজনে বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী চ'লতেন। বাবা কিন্তু ঠিক তার উল্‌টো! খুড়ো মশাইরা “ঘোর বাবু,”—কাপড়-চোপড়, তেড়ির বাহার দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়—তাঁরা বড়মানুষের ছেলে! বাবাকে দেখ্‌লে—বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে—সামান্য “গেরোস্তো” ছাড়া তাঁকে আর কিছু বোঝাতো না। খুড়োরা ছেলেবেলা থেকেই “ইয়ারকি”—“আমোদ প্রমোদ”—জুড়ী-হাঁকানো—বাগানপার্টি করা ইত্যাদিতে সদাই মজগুল থাক্‌তেন। বাবা চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়ে তন্ময় হয়ে কাটাতেন, এমন কি বুড়ো

বয়েস পর্য্যন্ত! এই জন্যে বোধ হয় বড়লোক ঠাকুর্দ্দার বড় ছেলে (অর্থাৎ আমার পিতা মহাশয়) মোটেই তাঁর পিতার প্রিয়পাত্র হ'তে পারেননি! ঠাকুর্দ্দা ভালবাসতেন, আদর ক'র্ত্তেন অপর তিন ছেলেকে, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পুত্র কনকচন্দ্রকে! মেজকাকা গোপালচন্দ্র বড়মানুষের ছেলে হ'লেও এবং বড়মানুষী চালে থাক্‌লেও লেখাপড়া কিছু শিখেছিলেন; অর্থাৎ বার চারেক একজামিনে ফেল করে—চারজন মাষ্টার পণ্ডিত রেখে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত প'ড়ে (Third Division) "থার্ড ডিবিসনে" এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাশ ক'ল্লেন। সেজো কাকা কমলচন্দ্র জুড়ী চেপে, বাইশ টাকা জোড়া ইংরেজী জুতো পায়ে, দামী রেশমীপাড় ধুতী প'রে—সিল্‌কের চুড়ীদার পাঞ্জাবী (সোণার বোতাম আঁটা),—সিল্‌কের চাদর গায়ে চড়িয়ে,—প্রত্যহ আধ ঘণ্টা চুল ফিরিয়ে,—পমেটম পাউডার এসেন্স মেখে স্কুলে গিয়ে জলখাবারের ঘরে বেহারার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রীতিমত তামাক টেনে,—কষ্টে সৃষ্টে থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত ক্লাশে হাজীর দিয়েছিলেন। কিন্তু ছোট কাকা কনকচন্দ্র লেখাপড়ায় একেবারে "বাচ্ছা-কালীদাস;" বিদ্যে। চোটে যে ডালে ব'সতেন সেই ডালটাই কাটতেন। তিনি তাঁর মেজদা-সেজদার মত নবাবী চালে স্কুলে যেতেন বটে; কিন্তু লেখাপড়ার পরিবর্ত্তে এমন সমস্ত বিদ্যে শিখেছিলেন, যার জন্যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বড়মানুষের ছেলে ব'লে যথেষ্ট খাতীর ক'ল্লেও অগত্যা স্কুল-রেজিষ্ট্রি থেকে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁর নামটী কেটে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাবা হ'য়েছিলেন "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।" পিতামহ লেখাপড়ার কদর

মোটেই বুঝতেন না। বড়মানুষের ছেলে লেখাপড়া শিখে দেহনষ্ট ক'র্ব্বে কি? সাহেবের সঙ্গে "yes—no—very well"-গোছ দু'দশটা কথা কয়ে তাদের কথা বুঝিয়ে নিজের কাজ চালাতে পাল্লেই লেখাপড়ার চরম হ'ল। দিনরাত বই প'ড়ে পরিশ্রম করে বড়-মানুষের ছেলের শরীর নষ্ট কর্ব্বার আবশ্যকতাই বা কি? পিতা-মহের ইচ্ছা ছিল, কোনো গতিকে এণ্ট্রেন্‌স্ পর্য্যন্ত প'ড়ে লেখাপড়া শেষ করে "বিয়ে-থা" হবার পর—বাবা তাঁর সঙ্গে মুৎসুদ্দির পোষাকে সুশোভিত হয়ে একটা "হৌসের" কাযে যোগদান করেন। বাবা কিন্তু কিছুতেই তা'তে সম্মত হ'লেন না। কারণ, বাল্যকাল থেকেই লেখাপড়ায় তাঁর বিশেষ ঝোঁক, তার ওপর এণ্ট্রেন্‌সে তিনি দশ টাকা জলপানি (scholarship) পেতেই সে ঝোঁক তাঁর খুবই প্রবল হ'য়ে উঠলো! পিতামহী অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাবাকে বেশী ভালবাসতেন। তিনি পিতামহের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া বিবাদ করে বাবাকে লেখাপড়া ক'র্ত্তে উৎসাহ দিতে আরম্ভ ক'ল্লেন। ফলে, বাবা "এলে" একজামিনে ইউনিভারসিটিতে তৃতীয় স্থান লাভ ক'ল্লেন এবং যথাসময়ে বি-এ, এম্-এ, বি-এল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'লেন। কাজেই, বাবা চিরদিনই ঠাকুদ্দার অপ্রিয় ছিলেন। রামচন্দ্র বাবু লোকের কাছে রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করে প্রায়ই ব'ল্‌তেন, "যে ছেলে বাপের অবাধ্য, সে কি আবার ছেলে? তার লেখাপড়ার মুখে আগুণ।"

মোসায়েবরা একযোগে সায় দিয়ে ব'ল্‌তেন "বটে তো!" পিতা-মহ দুনিয়াশুদ্ধ লোকের অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনদের ওপর আধিপত্য

ক'র্ত্তেন, সকলকেই তিনি বশে আন্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন,—পারেননি কেবল আমার পিতামহীকে! পিতামহী দুর্গাসুন্দরী খুব ধনবানের কন্যা না হ'লেও, যথার্থই অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। ধনকুবের হরিরাম চার পাঁচ বছর ধরে নানাস্থানে সন্ধান করে শেষে বেলকুঠি গ্রামে এক গৃহস্থের ভুবনমোহিনী কন্যার সঙ্গে কপর্দ্দকমাত্র পণ গ্রহণ না করে পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার "রেওয়াজ" ছিলনা। সুতরাং পিতামহী একেবারে নিরক্ষরা হ'লেও সাংসারিক বিষয়ে অদ্বিতীয়া বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেইজন্যে পিতামহ সকলের সঙ্গে যথেচ্ছাচার ক'ল্লেও পত্নীকে পেরে ওঠেননি! পিতামহীর স্বামী-ভক্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা ব'লে তিনি স্বামীর "দাসী বাঁদী" হয়ে আজ্ঞাপালন ক'র্ত্তে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সেই জন্যেই ব'লছি, পিতামহের যেরূপ বুদ্ধিশুদ্ধি এবং কড়া মেজাজ ছিল, ঠাকু'মা বিশেষ রকম গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী না হ'লে, সব দিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সংসার চালাবার এবং সংসারে চল্‌বার শক্তি তাঁর না থাক্‌লে, যত রূপসা বা সৌন্দর্য্যশালিনী তিনি হোন্ এবং কঠিনহৃদয় ঠাকুর্দ্দা মহাশয় যতই তাঁর রূপে মুগ্ধ থাকুন্ না কেন, ঠাকু'মা কোনমতেই এ সংসারে প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভে সক্ষম হ'তেন না! মোট কথা, ঠাকুর্দ্দা জব্দ ছিলেন শুধু ঠাকু'মার কাছে।

বাবা ছিলেন ঠাকু'মার নয়নের মণি! শুধু বড় ছেলে ব'লে নয়, বাবার শান্ত প্রকৃতি, আদর্শ মাতৃভক্তি, বিদ্যাবুদ্ধির গুণে ঠাকু'মা বাবাকে অতটা ভালবাসতেন। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, আমার বাল্যকালে বাবাকে ঠাকুরদেবতা প্রণাম ক'র্ত্তে বড় দেখিনি! মনে মনে তিনি ঠাকুর-

দেবতাকে ভক্তি ক'র্ত্তেন কিনা, বাহ্যিক আচরণে তার কিছুই বোঝা যেত'না! কিন্তু জগতে গর্ভধারিণী মা ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি-মতী দেবতা। মার আদেশ তিনি ঈশ্বরের আদেশ অপেক্ষাও বড় মনে ক'র্ত্তেন। ঠাকু'মার অন্যায় আদেশও পালন ক'র্ত্তে বাবা তিলমাত্র ইতস্ততঃ ক'র্ত্তেন না। তবে এ কথা যেন কেউ ভুলেও মনে না ভাবেন যে আমার বাবার প্রাণে পিতৃভক্তি মোটেই ছিলনা। তবে তিনি মুক্তকণ্ঠে সকলকে ব'ল্তেন "মার চেয়ে গুরু কেউ নেই!" এই কারণে পিতামহ বোধ হয় বাবার প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসন্তোষের আর একটা প্রধান কারণ যা ঘটেছিল, তা পরে ব'ল্ছি।

সে কালের ক'ল্কেতার 'সহরে যাঁর "রক্ষিতা স্ত্রীলোক" না থাক্তো, তিনি বড়লোক ব'লে সমাজে "ক'লকে" পেতেন না! "মাগী" (অবিদ্যা) "বগী" (গাড়ী জুড়ী) "বাগান",—এই তিনে সেরা মান", এই হ'ল সেকালে ক'লকাতার ধনবান—মান্যবান লোকের লক্ষণ! এ তিনটী যার নেই, সে হ'ল "ছাপোষা গরীব!" সুতরাং, বড়মানুষ রামচন্দ্র বাবুর নিশ্চয়ই এ তিনটী ভালরকমই ছিল। বাগানবাড়ী ছিল চারটী, পালকীগাড়ী জুড়ীগাড়ী মোট ছিল ছয়টী,—ঘোড়া প্রায় আটটী দশটী, কিন্তু "রক্ষিতা"—শত্রুমুখে ছাই দিয়ে (শুন্তে পাই) ছিল এক গণ্ডা একটী অর্থাৎ একুনে পাঁচটী! সরকার বুড়ো "মধু" দাদামশাই হেসে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তেন,—"ঘুঘু পুষে—বিজোড় করে রাখ্‌লে কেন বড়কর্ত্তা?" ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিতেন,—"শুভ ব্যাপারে জোড় রাখতে নেই। পাঁচটীকে প্রতিপালন ক'চ্ছি,—দেখতে শুন্তে ব'লতে—সব দিকেই শুভ!"

বাদুড়বাগানে আমাদের পৈতৃক ভিটের সাম্‌নেই আমাদের বড় একটা বস্তী ছিল। বুড়ো কর্ত্তার আমলে সেখানে প্রজা-বিলি করা ছিল। সেটা প্রায় তিন বিঘে জমী হবে। খোলার ঘর বেঁধে গরীব লোকেরা সেই বস্তীতে বাস ক'র্ত্ত—মাসে মাসে জমীর খাজনা দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পরে রামচন্দ্র বাবু সাম্‌নের অংশ—প্রায় বিঘেখানেক জমি থেকে প্রজা তুলে দিয়ে পুরানো ঘর ভেঙ্গে—নূতন একটী "বাংলোর" ধরণে বাগানবাড়ী তৈরী করে দিলেন। সেই "বিহার-মন্দিরে" এসে ভর ক'ল্লেন ঐ কলিযুগের "পঞ্চ-কন্যা"—অহল্যাদ্রৌপদী কুন্তীতারামন্দোদরীস্তথা! আমাদের পৈতৃক বাটীর ফটক পার হয়েই প্রথমে বাগান—তারপর বৈঠকখানা বা বার-বাড়ী, তারপর প্রকাণ্ড উঠোন,—তার সাম্‌নে "সাত-ফুকুরে" মস্ত ঠাকুরদালান,—তার পেছন-দিকে অন্দরমহল। সদর বাগানে অর্থাৎ ফটকের সাম্‌নে বাটীর প্রবেশ-পথে পাঁচীল-দেওয়া যে ফাঁকা জমীটা ছিল,—তা'তে নানা রকমের ফল-ফুলের গাছ,—পাঁচীলের এক পাশে বড় একটা সান-বাঁধানো "পাতকো",—তা' থেকে জল তোলবার জন্যে সরঞ্জমাদি থাকৃতো!

ফটকে ঢুক্‌তেই দু'ধারে একহাত অন্তর সারি সারি চাঁনে মাটীর তৈরী বস্‌বার "মোড়া" (অনেকটা টুলের আকার) পোঁতা ছিল। সপার্ষদ ঠাকুদ্দা মশাই সকালসন্ধ্যা সেইখানে বসে পথের লোকচলাচল্ দেখতেন্—বিহার-মন্দিরের পঞ্চকন্যার সঙ্গে ইসারা-ইঙ্গিতে রঙ্গরহস্য, কথাবার্ত্তা চালাতেন,—মুহুর্মুহুঃ গড়গড়ায় তামাক টান্‌তেন—পান খেতেন! সন্ধ্যার পর প্রাণে যেদিন আনন্দের আতিশয্য বোধ হ'ত,—সেইখানে বসে পানকার্য্যও সমাধা ক'র্ত্তেন। রাত্রি আটটার পর

হেলে-দুলে বিহার-মন্দিরে ঢুকে ঠিক একঘণ্টা সেখানে যাপন করে—ঘড়ীতে নটা বাজ্‌বামাত্রই বাড়ীতে ফিরে আস্‌তেন। প্রতি শনিবারে বৈকাল-বেলা বাগানবাড়ীতে যেতেন, সোমবারে সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়ে অতি প্রত্যুষেই বাড়ী ফিরে স্নান-আহার সেরে যথাসময়ে "হৌসে" উপস্থিত হ'তেন। বৈঠকখানা-বাড়ীর দ্বিতলে প্রকাণ্ড হল্‌ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি একবার করে "দরবার" ক'র্ত্তেন,—অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্যে। সেই সময়টুকুর মধ্যে দুটী একটী বৈষয়িক অতি জরুরী কার্য্য সমাধা করে নিতেন। গ্রীষ্মকালে হল্‌-ঘরে সন্ধ্যা বা রাত্রিকালে বড় বেশীক্ষণ বৈঠক বা মজলিস্ বসাতেন না। শীতকালে এবং বর্ষা-কালে (বিশেষতঃ) রাত্রে সুসজ্জিত হল্‌ঘরে জমজমাট মজলিস বোস্‌তো! এক একদিন যখন আসর বড্ড জমাট বেঁধে যেতো এবং রামচন্দ্র বাবুর শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা তাঁর চলা ফেরা সম্বন্ধে সুবিধাজনক বিবেচনা ক'র্ত্তেন না অর্থাৎ সুরাদেবীর প্রভাবে যখন তিনি নিতান্তই উত্থানশক্তিরহিত হ'য়ে প'ড়তেন, তখন কর্ত্তাবাবুর হুকুমমত পেয়ারের খানসামা "সুবল" এবং "শশী" গভীর রাত্রে "বিরাজি", "বিন্দি, "মুক্ত", "গৌরী", "অলকা" নামধারিণী অবিদ্যা-পঞ্চরত্নটীকে "ঘেরাটোপ" ঢেকে সটান বিহারমন্দির থেকে হরিরামের বাস্তুভিটেয় যথারীতি পূজার্চ্চনার জন্যে এনে হাজির ক'র্ত্তেন। প্রথম প্রথম বাড়ীর চাকরবাকর ছাড়া একথা কেউ জান্‌তে পারেনি। ঠাকুর্দাও প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে একার্য্য ক'র্ত্তেন। অবিদ্যারা যে রাত্রে বৈঠকখানায় আস্‌তেন,—রামচন্দ্র বাবুর চাকর দরোয়ান প্রভৃতির ওপর কড়া হুকুম ছিল, কোনো কারণে বাড়ীর ছেলেপুলে বা অন্য

কোনো প্রাণী অথবা বাইরের কোনো ব্যক্তি দ্বিতলের হল্‌ঘরের ত্রিসীমানায় না আসে। তিলমাত্র এ আদেশপালনের ব্যতিক্রম হ'লে—চাকর-বাকরদের চাকরী তো কারুর থাক্‌বেই না, উপরন্তু চাবুক খেয়ে সবাইকে প্রাণান্ত হ'তে হবে।

কথা কখনো চাপা থাকেনা,—বিশেষতঃ—সেটা চাপবার জন্যে যদি চেষ্টা করা হয়। রামচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় অবিদ্যা-আবির্ভাবের কথাটা দেখ্‌তে দেখতে প্রবল ঝড়ের মুখে ধুলোর মত চাদ্দিকে ছড়িয়ে পোড়লো! ঠাকু'মাও শুন্‌লেন। শুনেই ঠাকুদ্দার সঙ্গে সম্মুখসমর ঘোষণা ক'ল্লেন। শ্রাদ্ধ এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল যে, একরাত্রে ঠাকু'মা হল্‌ঘরে ঝাঁটা হস্তে সংহারিণী চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করে অবিদ্যা পাঁচজনকে "ঝেঁটিয়ে" বিদায় করেছিলেন। ঝাঁটার দু'এক ঘা রামচন্দ্রবাবু আস্বাদন করেছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। কিন্তু ঠাকুদ্দার বুড়ো খান্‌সামা "সুবল" আমাদের কাছে বলেছিল,—"বাপ-রে-বাপ! গিন্নীমার কি ঝাটার বহর! কর্ত্তা বাবুকে তে-রাত্রি আর কিছু আহার ক'র্ত্তে হয়নি!"

যাক্। স্ত্রীর কাছে ঝাঁটা আহার করুন আর নাই করুন—বড়লোক রামচন্দ্র বাবু সেই রাত্রি থেকে আর লজ্জাসরমের কোনো খাতীর রাখলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ তো ক'ল্লেনই, উপরন্তু সেই রাত্রি হ'তে অন্দরমহলে যাওয়া প্রায় বৎসরাবধি বন্ধ করেছিলেন। বিস্তর অনুনয় বিনয়, হাতে পায়ে ধরাধরি করে পিসীমা খুড়ীমা প্রভৃতি সবাই মিলে পিতামহকে ঠাণ্ডা করে অন্দর-মহলে এনে ঠাকু'মার সঙ্গে "সন্ধী" করিয়ে দিয়েছিলেন। সন্ধী হ'লেও

ঠাকুদ্দা-ঠাকু'মার মধ্যে সদ্ভাব প্রীতি আর ফিরে আসেনি—এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করেছিলুম। ঠাকুদ্দা বিষম জেদী লোক ছিলেন। ঠাকু'মা যদি সে রাত্রে এই কেলেঙ্কেরী কাণ্ডটা না ক'র্ত্তেন, তা'হ'লে হয়তো ঠাকুদ্দা "অবিদ্যাদের" দৈবাৎ এক আধ দিন লুকিয়ে চুরিয়ে বৈঠকখানায় আনতেন। কিন্তু যেদিন থেকে এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পোড়লো,—সেইদিন থেকে তিনি প্রকাশ্যভাবে—যখন-তখন সকলকার সামনে "অবিদ্যাদের" নিজবাড়ীতে আনাতেন—পাঠাতেন এবং অবাধে "বিচরণ" ক'র্ত্তে দিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে তাদের সঙ্গে করে অন্দরমহলে ছেলেমেয়েদের কাছে নিয়ে গিয়ে—দাঁড়িয়ে থেকে আলাপ করাতেন। ত'ারা অন্দরমহলে ঢুকলেই ঠাকু'মা ঘরে খিল এঁটে সেই যে মেজেতে উপুড় হয়ে প'ড়তেন, একদিন—দু'দিন—এমন কি তিন দিন পর্য্যন্ত দরজা খুলে বেরুতেন না। বাড়ীশুদ্ধ লোক দেখে অবাক হয়ে যেতো! কেউ বুঝতে পার্ত্তনা যে, কেমন করে মানুষ এভাবে দু'দিন তিনদিন প্রায়োপবেশন করে থাকতে পারে! ঠাকু'মা কারুর কথায় দরজা খুলতেন না। শেষে বাবা যখন অত্যন্ত কান্নাকাটী করে ব'লতেন—"তুমি আমার কথা যদি না শোনো মা—তাহ'লে আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি,—এক্ষুনি আমি বাড়ী থেকে চলে যাব,—আর এ জীবনে কখনো তোমাকে এ মুখ দেখাবো না!" প্রিয়পুত্রের কাতর ক্রন্দনোক্তি শুনে মা আর থাকতে পার্ত্তেন না; দ্বার খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। ঠাকু'মা যখন দেখলেন—কর্ত্তা কিছুতেই আর বাগ মানছেন না,—তখন তিনি রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটীর পথ ছেড়ে— "নরম গরম" চিকীৎসা চালাবার ব্যবস্থা ক'র্লেন। সময় সুযোগ পেলেই স্বামীকে বুঝিয়ে ব'ল্‌তেন,—"শত্রুমুখে ছাই দিয়ে ছেলেরা সব যথেষ্ট বড় হয়েছে,—মেয়েজামাই নাতি-নাতনীরা সব চাদ্দিকে ঘুচ্ছে ফিচ্ছে, আত্মীয়স্বজন বাড়ীতে আস্‌ছে যাচ্ছে,—তোমারও গঙ্গা-মুখো-পা হয়েছে, বাড়ীর ভেতর এসব ঢলাঢলি আর ভাল দেখায় কি ?"

"ঢলাঢলি কি আবার ?"

"ঢলাঢলি নয়তো কি ? বৈঠকখানায় বসে যত মোসায়েব নিয়ে মদ খাওয়া—বাড়ীতে বেশ্যা আনা কি ভদ্রলোকের উচিৎ ?"

"ভদ্রলোকের বাড়ীতে বেশ্যা আসেনা—তুমি ব'ল্‌তে চাও ? বাড়ীর সব দাসী-বাঁদীরা কি ভদ্র-গেরোস্তের মেয়ে ? লোকে বাড়ীতে বাইনাচ —খ্যামটানাচ—মেয়ে-পাঁচালী দেয়না ?"

"কিন্তু ত'ারা তো বাড়ীর কর্ত্তার রক্ষিতা নয় ?"

"মাগীদের কি গায়ে লেখা থাকে যে সে অমুক বাবুর রক্ষিতা ?"

"দেখ,—তর্ক কর যদি—তা'হ'লে এর মীমাংসা হবেনা ! বেশ তো,—বুড়ো বয়েসেও যদি মতিচ্ছন্ন দূর না হয়, তা'হ'লে আমি বলি কি, যা' ক'চ্ছ, বাড়ীর বাইরে কর গিয়ে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢলাঢলি নাই বা ক'র্লে !"

"বাড়ী আমার,—আমার বাবার ! আমার বাড়ীতে,—আমার বাবার বাড়ীতে ব'সে আমি যা' খুসি তাই ক'র্ব্ব ! যার ভাল না লাগে—সে চলে যাক্ আমার বাড়ী থেকে ! আমি মাগ্—ছেলে—মেয়ে, আত্ম-কুটুম্ব—পাড়াপ্রতিবেশী কারুর তোয়াক্কা রাখিনা,—কারুর কথার ধার ধারিনা !"

"সব স্বীকার করি। কিন্তু—আমি তো কোনো অন্যায় কথা ব'ল্ছিনি—"

"ব'ল্ছ বইকি ! যথেষ্ট অন্যায় ব'ল্ছ ! শুধু অন্যায় ব'ল্ছ না,—যথেষ্ট অন্যায় ক'রেছ ! যে রকম কেলেঙ্কারী সেদিন বৈঠকখানা-বাড়ীতে করেছিলে,—ত'ারা নাকি অতি ভদ্র মেয়েমানুষ—আর আমি নাকি একটু তোমায় গিয়ে—কি বলে—"হ'য়ে" হয়ে পড়েছিলুম,—তাই তুমি ঝাঁটা চালিয়ে পার পেয়ে গেছ ! নইলে—যাক্—আর কি ব'ল্ব—তোমার মত স্ত্রীর মুখ দেখ্লেও পাপ হয়।"

ঠাকু'মা চেপে গেলেন ! যে রকম হাওয়ার গতিক—এর ওপোর যদি তিনি কথা চালান—ত'াহ'লে এখুনি আবার একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বেধে যাবে ! ঠাকু'মা বুঝলেন,—কর্ত্তা চিকীৎসার বাইরে অর্থাৎ "**Past all surgery !**"

বাবা সসম্মানে বি-এ পাশ হবার পর পিতামহ তাঁর বিবাহ দেবার জন্যে উদ্যোগী হ'লেন। বাবার ইচ্ছে—লেখাপড়া শেষ না করে বিবাহ ক'র্ব্বেন না। কিন্তু—বাপের মুখের ওপোর সে কথা ব'ল্‌তে পার্ল্লেন না। কারণ, পিতামহ বাবার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই অথবা তাঁর মতামত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই বিবেচনায়—পুত্রের বিবাহের জন্যে নানাস্থানে পাত্রী দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। উপরন্তু, ঠাকু'মারও খুব ইচ্ছে—বেটার বৌ দেখেন। বড় ছেলেকে পিতামহ তেমন প্রীতিচক্ষে না দেখ্‌লেও—তাঁর বিবাহে ধনবান পিতার যোগ্য সমস্ত কার্য্য করেছিলেন। অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানেরই ক্রটী করেননি। পরমা সুন্দরী কন্যা নির্ব্বাচন করে—বিস্তর অর্থব্যয় করে—সাত আট দিন লোকজন খাওয়ানো, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি সম্পন্ন করে মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের তিন চার মাস পরেই মধ্যম পুত্রের এবং তার মাসখানেক পরে তৃতীয় পুত্রের বিবাহ ঐরকম সমারোহেই সম্পন্ন করেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়,—পাঁচ ছয় বৎসর পরে। কিন্তু শুন্‌তে পাই—কনিষ্ঠ পুত্র (যেটী সকল বিষয়েই অর্থাৎ বিদ্যাতে বুদ্ধিতে মেজাজে চাল-চলনে আচারব্যবহারে পিতারই অনুরূপ) সেই আমার ছোটকাকা কনকচন্দ্রের বিবাহে এত অর্থব্যয়—এত সমারোহ ব্যাপার হয়েছিল,—যা'বোধ হয় অনেক রাজারাজাড়ার ঘরে হয়নি। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে রামচন্দ্র বাবুর নগদ টাকা যা হাতে ছিল, সমস্তই খরচ হয়েছিল। কিন্তু সেটা লোকের অনুমান মাত্র। তবে মোট কথা এই বোঝা যায়,—তিনি বড়মানুষী চাল বজায় রাখবার জন্যে প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে দু' হাতে পয়সা লুটিয়ে দিয়ে খরচ

করেছিলেন। ঠাকু'মার মুখে শুনি—পিতামহ বলেছিলেন—"এই 'আমার শেষ কাজ!" বস্তুতঃ, কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতা হিসাবে তাঁর শেষ কাজ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? তিনটী কন্যার (অর্থাৎ আমার তিন পিসিমার) তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে খুব বড়লোকের ঘরেই বিবাহ দিয়েছিলেন। চারটী পুত্রের'ও সমারোহে মনের সাধ মিটিয়ে পাঁচপাতি করে আমোদ-আহ্লাদের চূড়ান্ত ক'রে বিবাহ দিলেন। তাঁর জীবনের সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ কর্ব্বার বাকীই বা কি রইলো?

আমার বিমাতা কমলা দেবীকে সত্যিই পিতামহ অত্যন্ত ভাল-বাসতেন। নিজে পছন্দ করে সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে এনেছেন ব'লেই হোক অথবা বিমাতা তাঁর এক পরম বন্ধুর কন্যা ব'লেই হোক্,—তিনি নিজকন্যার অধিক তাঁকে স্নেহ ক'র্ত্তেন। আর এক কারণ শুনতে পাই,—অতি শৈশব কালেই বিমাতা পিতৃমাতৃহীনা হয়েছিলেন। সুতরাং, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীতে "ঘর" ক'র্ত্তে এসে তিনি বড় একটা বাপের বাড়ীতে যেতেন না। বাপের বাড়ী যাবেনই বা কি জন্যে? সেখানে আদরই বা পাবেন কার কাছে? থাকবার মধ্যে—বিমাতার দুই সহোদর,—তাঁরা কর্ম্মোপলক্ষে বরাবর বিদেশে সপরিবারে বাস ক'র্ত্তেন। বাড়ীতে থাকতেন এক বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই আর তাঁর অতি "হতচ্ছাড়া" তিনটী পুত্ররত্ন। বরাতক্রমে বিমাতার জ্যাঠামশাইটী ছিলেন বিপত্নীক। শৈশবকাল হ'তে পিতৃমাতৃবিয়োগে বিমাতার যে একটা মহা অভাব বা দুঃখ প্রাণে ছিল,—শ্বশুরালয়ে এসে সেটা যথার্থই মোচন হয়েছিল। তিনি শ্বশুরবাড়ীতে বাপ-মা দুই—ই পেয়েছিলেন।

পিতামহ জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি তত স্নেহপরায়ণ না হ'লেও, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ক'র্তেন। পুত্রবধূও আপন পিতার ন্যায় তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা সেবা ক'র্তেন,—কন্যার মত সকল রকম আবদার শ্বশুরের নিকট ক'র্তেন। বাড়ীর কারও কিছু বল্‌বার দরকার হ'লে—বদ্‌মেজাজী কর্ত্তাকে হয়তো তিনি নিজে ব'ল্‌তে সাহস ক'র্তেন না। বড় বৌ (অর্থাৎ আমার বিমাতা) তাঁর বা তাঁদের হয়ে দরখাস্ত "পেশ" ক'র্লেই তখনি তা' মঞ্জুর হ'ত। বি-এল পাশ করে বাবা অতি অল্প দিনেই একটা "মুন্সেফী" চাকরী জোগাড় করেছিলেন। মুন্সেফী চাকরীতে বিদেশে বিদেশে ঘুরতে হয় ব'লে প্রথমটা পিতামহ খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু পাঁচজনে যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই মুন্সেফী, ডেপুটীগিরি, সাব্‌জজি বা জজিয়তি চাকরীতে কোম্পানীর কাছে বংশের পর্য্যন্ত খাতীর বেড়ে যায়,—অনেক তপস্যা ক'র্লে তবে এই সব সম্মানের চাকরী লোকে পেয়ে থাকে,—স্বয়ং লাটসাহেব পর্য্যন্ত এসব চাকরদের বাড়ীতে এসে ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব, মাখামাখী করেন, তখন তিনি আর কোনো উচ্চবাচ্য ক'র্লেন না। কিন্তু,—পুত্রবধূ বা তাঁর ছোট ছোট ছেলেদের (অর্থাৎ আমার বৈমাত্র ভাইদের) বাবার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুরতে যেতে দিতে চাইলেন না। ক্বচিৎ কখনো ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান বুঝে পিতামহীর সঙ্গে সপুত্রকন্যা বিমাতা স্বামীর কর্ম্মস্থানে গিয়ে দু'চার মাস থাক্‌তে পেতেন। ক্রমে বাবা ডেপুটীগিরি পদে উন্নত হ'লেন। এই পদ পাবার বছর দুই পরে চারটী পুত্র এবং একটী কন্যা রেখে ভাগ্যবতী বিমাতা স্বর্গারোহণ করেন। তারপরের ইতিহাস অর্থাৎ পিতার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, আমার

মাতার এই বড়লোকের গৃহে আগমন এবং আমার জন্ম-বিবরণ সমস্তই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

পিতামহীর ইচ্ছায় আমার উপনয়ন উপলক্ষে বাবা যশোর থেকে তিন মাস ছুটী নিয়ে সপরিবারে ক'ল্‌কেতার বাদুড়বাগানে পৈতৃক ভিটেয় চলে এলেন। পিতামহ আমাকে বিশেষ আদরযত্ন ক'ল্লেন না! কথাবার্ত্তা কইলেন বটে,—কিন্তু সেটা যেন "না-কইলে-নয়"—এই ভাব! বৈমাত্র চার ভাই যেন চারটী "নব কার্ত্তিক।" বড়টীর নাম "দীপেন" এণ্ট্রেন্স্ পড়েন; মেজটী "দ্বিজেন" থার্ড্ ক্লাশের ছাত্র, সেজটী "দীনেন" ফিফ্‌থ্ ক্লাশে পড়েন, ছোটটীর নাম "সুখেন",—তিনি স্কুলে যাননা—বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে পড়েন। সবার ছোট আমার বৈমাত্র ভগ্নী,—নাম "নলিনীবালা",—সে সময় বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়! ঠাকুদ্দা তাঁর বিবাহের জন্যে বিশেষ ব্যস্ত। চারিদিকে ঘটক-ঘটকী লাগিয়ে পাত্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন। মনের মত পাত্র না পাওয়াতে নলিনী দিদির এত বয়েস দেখ্‌তে দেখ্‌তে হয়ে গেছে।

বাবার মুখের ওপোর ঠাকুদ্দা স্পষ্ট ব'ল্লেন—"তোমার ছেলের পৈতে "নমঃ—নমঃ" করে সারো। আমার এখন বেজায় টানাটানি। আমি এক পয়সাও খরচপত্র ক'র্ত্তে পার্ব্বনা।"

বাবা ব'ল্লেন—"কি দরকার?"

ঠাকু'মা শুনে মহা গরম হয়ে ঠাকুদ্দাকে ব'ল্লেন—"কি রকম কথা? ছোট খোকার পৈতে হবে "নমঃ—নমঃ" ক'রে? কেন? ও কি ফ্যাল্‌না?"

ঠাকুদ্দা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন—"বলি—চখের সামনে একটা নাতনী "গলায় গলায়" হয়ে রয়েছে,—তার বিয়ে এখুনি দিতে হবে! না দিলে জাত যাবে, সেটা ভাবছ না? পৈতেতে টাকা খরচ করে ফল কি?"

সে সময়—সে যুগে এগারো বছরে মেয়ের বিয়ে না দিলে বাঙ্গালীর জাত যাবার ভয় হ'ত! আর এখন তেত্রিশ বছরের মেয়ে ঘরে থাক্‌লে জাত "অজাতশত্রু" হয়ে বজায় থাকে! ধিক্ সেকাল!

ঠাকুদ্দার কথা শুনে ঠাকু'মা ব'ল্‌লেন—"তুমি খরচ না কর, আমি আমার গয়না বেচে আত্মারামের পৈতেতে ঘটা ক'র্ব্ব! ও—মাগো! কেন? এমন এক-চোখোমী কর্ব্বার মানে কি? সব নাতি-নাতনিদের যেঠেরা পূজোতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে,—আর ঐ একটা ছেলে, সোণার চাঁদ ছেলে,—নিজের বড়ছেলের ছেলে! তার ভাতে তো এক পয়সা খরচ ক'র্‌লে না, তার পৈতের নাম হ'তেই অম্‌নি তোমার টাকায় আগুণ লেগে গেল?"

কথাটী না কয়ে ঠাকুদ্দা বারবাড়ীতে চলে গেলেন! যাই হোক্—ঘটা হবেনা—ঘটা হবেনা করে করেও, আমার পৈতেতে শুন্‌লুম ২।৩ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। সঠিক জানিনা,—বাজার গুজব এই,—ঠাকু'মা নিজের টাকা থেকে সমস্ত খরচ দিয়ে এই সমারোহ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু পৈতের লোক-খাওয়ানোর দিন যে কাণ্ডটা ঘ'টলো, সেইটী আমার জীবনের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

"নূতন ব্রহ্মচারীকে" সকলেই "যৌতুক" করেন—অবশ্য ব্রাহ্মণ যাঁরা। আমি তখন মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়াবসনধারী হ'য়ে দণ্ড এবং ভিক্ষার ঝুলি

হাতে অন্দরমহলে একটী ঘরে "দণ্ডী"-রূপে বন্দী হয়ে আছি। কেউ যৌতুক ক'র্ত্তে এলে তিন দিন দণ্ডী ঘরে অবস্থান-কালে তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়ে ব'ল্‌তুম—"ভবান (পুরুষ হ'লে) বা ভবতী (স্ত্রীলোক হ'লে) ভিক্ষাং দেহি।" ঝুলিতে যৌতুক কিছু পেলেই ব'ল্‌তুম—"স্বস্তি"! এ এক রকম মন্দ ব্যাপার নয়। বেশ মজা হ'চ্ছিল,—কত লোক (ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি) দণ্ডীঘরে আস্‌ছিল, যাচ্ছিল; টাকা, গিনি, মোহর, আংটী, চেন্, ঘড়ি ভিক্ষা দিচ্ছিল, আমোদ আহ্লাদ খুবই হ'চ্ছিল। নিজের পৈতৃক ভিটেতে আমিও একজন "দখলিদার"—বাদুড়বাগানের বাড়ীতে এসে দিনকতক পরে অজ্ঞাতসারে এটুকু যেন আমার মনে আপনিই উদয় হয়েছিল। মাসখানেকের মধ্যে এই বাঁড়ুয্যে গোষ্ঠীর রাবণের পুরীতে হরেক রকম ছেলেপিলের দলে দিব্যি ভিড়ে পড়েছিলুম। ঠাকুদ্দা আমাকে যে চক্ষেই দেখুন—যতই আমাকে আমল না দিন, আমি কিন্তু সেচে সেধে গায়ে প'ড়ে যতটা সম্ভব তাঁর কাছ থেকে আদর—স্নেহ-যত্ন এক রকম ফাঁকি দিয়ে আদায় করে নিতুম।

পৈতের তিন দিন খুব সমারোহে উৎসবের ফোয়ারা ছুটেছে। তার মাঝখানে হঠাৎ সংসারে এমন একটা কিছু কাণ্ড ঘ'টল, যার জন্যে মনে হ'ল, এই আনন্দোৎসবের উজ্জ্বল মূর্ত্তিটায় অকস্মাৎ কে যেন কালি ঢেলে দিয়ে গেছে। চারিদিকেই দেখি—নিরানন্দের বিকট মূর্ত্তি! মাত্র আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি (স্ত্রী বা পুরুষ) হেসে লুটোপুটী খাচ্ছিল, যার প্রাণে আর আনন্দ ধ'চ্ছিল না,—অকস্মাৎ তার মুখ বিষণ্ণ! মা, ঠাকু'মা, বাবা,—এঁদের সবারই মুখে যেন কান্নার ভাব। বুঝতে পাচ্ছি—একটা কিছু অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটেছে! কিন্তু ছেলেমানুষ, ক'াকেও

কিছু জিজ্ঞেসা ক'র্ত্তেও ভরসা হ'চ্ছেনা। বাড়ীতে বিস্তর আত্মীয় কুটুম্ব জড় হয়েছে, হাজার হাজার লোক খাচ্ছে, বাড়ীর আর সবই ঠিক বজায় আছে, তবু যেন ভিতরে ভিতরে কিছু একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটেছে,—বেশ বুঝতে পাল্লুম।

কাজকর্ম্ম চুকে যাবার দু'চার দিন পরে বাবা ভীষণ জ্বরে প'ড়লেন। ঠাকু'মা, মা আর আমি দিনরাত্রি বাবার কাছে বসে থাকি। ঠাকুদ্দা বা কাকা মশাইরা দৈবাৎ এক আধ মিনিটের জন্যে বাবার খবর নিতে আমাদের ঘরে আসেন! বাড়ীতে "বাঁধা" ডাক্তার আছেন; যথাসময়ে আসেন, বাবাকে দেখেন, চাকরবাকর ওষুধ এনে দেয়,—ঠাকু'মা, মা নিজেরা হাতে করে রোগীর পথ্য এনে দেন। হঠাৎ জরুরি দরকার হ'লে আমি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে যাই। বৈমাত্র ভায়েরা কেউ বাবার ত্রিসীমানায় আসেন না। এই ভাবে বাবা প্রায় মাসাবধি শয্যাগত হয়ে রইলেন।

ব্যাপার কি ঘটেছিল—ক্রমে জান্‌তে পাল্লুম। ঠাকুর্দ্দার প্রধান অবিদ্যা "বিরাজী" আমাদের বাড়ীতে কর্ত্তার "গিন্নীর" মত যাওয়া-আসা ক'র্ত্তেন! আমার ঠাকু'মা আর বাবা ছাড়া (বিমাতা কি ক'র্ত্তেন জানিনা) সকলেই তাঁকে বেশ আদরযত্ন ক'র্ত্তেন। দুপুর বেলা অন্দর মহলে মেয়েদের মজলিসে বসে তিনি "গেরাম-ভারি" চালে কত গল্প গুজোব ক'র্ত্তেন, গান গাইতেন, খুড়ীমা পিসিমাদের চুল বেঁধে দিতেন। কোনো কাজকর্ম্মে দস্তুরমত আমাদের বাড়ীতে এসে কর্ত্তার পেয়ারের "অবিদ্যাটী" গিন্নীপনার চূড়ান্ত ক'র্ত্তেন। কর্ত্তা তা'তে বেজায় খুসী থাক্‌তেন এবং কর্ত্তা খুসী থাক্‌লেই বাড়ীশুদ্ধ সবাই খুসী হতেন! বাড়ীর

ছেলেমেয়েদের বিয়েতে গহনা কাপড় জামা দিয়ে তিনি বড়মানুষী চালের উপর "আশীর্ব্বাদ" ক'র্ত্তেন। কিন্তু শুনেছি,—বাবা কর্ম্মস্থান থেকে ক'ল্‌কেতায় এলে "বিরাজী" ঠাক্‌রুণ আসা যাওয়াই একবারে বন্ধ ক'র্ত্তেন,—গিন্নীপনা করা তো দূরে থাক্। অন্যান্য ছেলেদের অর্থাৎ আমার বৈমাত্র ভায়েদের কিম্বা খুড়তুতো ভায়েদের অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে বা বিবাহে "বিরাজী" বাড়ীতে এসে নিজের হাতে "যৌতুক" করেছেন,—বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। বাবা, ঠাকু'মা মনে মনে অত্যন্ত রাগ ক'ল্লেও এ সম্বন্ধে কোনো কথা কইতেন না। এরা দুই মায়ে-পোয়ে এ-সমস্ত ব্যাপার থেকে নিজেদের খুব দূরে রাখতেন, দেখেও দেখ্‌তেন না। সর্ব্বনাশ কাণ্ড হ'ল আমার পৈতের সময়,—লোক খাওয়ানোর দিন। "বিরাজী" একখানি মোহর—একটি আংটি হাতে নিয়ে খুড়ীমার সঙ্গে আমার মার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। মা ইতঃপূর্ব্বে "বিরাজীর" নাম শুন্‌লেও কখনো তাঁকে চক্ষে দেখেননি,—কারুর বাড়ীর "গিন্নী-বান্নী" বিবেচনায় মা তাঁকে খাতীর করে ঘরে বসালেন। দু'চারটে কথাবার্ত্তার পর সেজকাকী মাকে ব'ল্লেন "দিদি! এঁকে চিন্‌তে পেরেছ?"

মা অপ্রস্তুত হয়ে ব'ল্লেন "না দিদি, আমি তো আত্মকুটুম্বদের সকলকে চিনিনা।"

সেজ কাকীমা হেসে ব'ল্লেন—"ইনি আমাদের শাশুড়ী হন!"

মার মুখখানি নিমেষের মধ্যেই ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তিনি "বিরাজীকে" চিন্‌তে পেরেই একবারে রাগে চাদ্দিক অন্ধকার দেখ্‌লেন। তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করে সেজকাকীমাকে ব'লে ফেল্লেন—"মূর্ত্তিমতী

সতীলক্ষ্মী শ্বাশুড়ীর নামে কলঙ্ক দিওনা সেজ-দি! মনে থাকে যেন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, বিশেষতঃ—ব্রাহ্মণের বাড়ী!"

ব'লেই মা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য দিকে গেলেন।

অপমানিতা "বিরাজী" কাঁদতে কাঁদতে এবং সেই সঙ্গে (বোধ হয়) কর্ত্তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'র্ত্তে কর্ত্তে তৎক্ষণাৎ এ বাড়ী থেকে চলে গেলেন। কথাটা কর্ত্তার কাণে পৌঁছুতে বিলম্ব হ'লনা। তিনি বাড়ীর কর্ত্তা, অখণ্ডপ্রতাপশালী তিনি,—তাঁর বিশ্বাস, তাঁর নামে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়! সেই রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যের "অবিদ্যার" অপমান,—সুতরাং তাঁকেও অপমান? আর সে অপমান ক'ল্লে কে? তাঁরই পুত্রবধূ যাঁকে তিনি দুটী চক্ষে দেখতে পারেন না। কর্ত্তা খোসামোদ, আরাধনা ইত্যাদির দ্বারা বিরাজীর রাগ দুঃখ মিটিয়ে তাঁকে বিধিমত প্রকারে ঠাণ্ডা করে সঙ্গে করে নিয়ে একবারে অন্দরমহলে হাজির হ'লেন। অন্য কোনো কথা না ব'লে ঠাকু'মাকে হুকুম ক'ল্লেন—"তোমার বৌমাকে বলো, এখুনি বিরাজকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দণ্ডীঘরে ছেলেকে যৌতুক করতো!"

ঠাকু'মা সমস্ত ব্যাপার শুনেছিলেন। মা তাঁর কাছে কেঁদে গিয়ে ব'ল্লেন—"আমি কি এমন মহাপাতক করেছি মা যে আজ আমার ছেলের এমন একটা শুভকাজের দিনে একটা বাজারের বেশ্যা তোমার পবিত্র নাম নিয়ে আমার সাম্নে দাঁড়ালো? শুধু তাই নয় মা, সবাই ব'ল্লেন, তিনি নাকি দণ্ডীঘরে ঢুকে খোকাকে যৌতুক ক'র্ব্বেন! মাগো—কি এমন অপরাধ করেছি আমি আর আমার ছেলে, যার জন্যে এত শাস্তি ভোগ ক'র্ব্ব!" এই রকম মর্ম্মভেদী কথা বলে মা কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমার

পা দুটো জড়িয়ে ধরে ফেল্লেন। ঠাকু'মা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে ব'ল্লেন, "স্থির হও মা—কেঁদো না! এই রকম বাড়াবাড়ি ক'রে ক'রে কর্ত্তার দেখ্‌ছি "বুক ব'লে" গেছে! সত্যিই তো—একি অন্যায় কথা? দণ্ডীঘরে তিনদিন শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ,—এমন কি কায়স্থরা পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পায়না! সেই দণ্ডীঘরে ঢুক্‌বে কিনা একটা বাজারে বেশ্যা নতুন ব্রহ্মচারীকে"যৌতুক" ক'র্ত্তে?"

কর্ত্তার হুকুম শুনে ঠাকু'মা বিরাজীর সাম্‌নেই এই সমস্ত কথা ব'লে কর্ত্তাকে মুখের ওপোর যাচ্ছে-তাই করে শেষে স্পষ্টই বলে ফেল্লেন, "এতদিন ধরে এই সব অনাচার অত্যাচার করেছ—সবাই ভয়ে ভয়ে কিছু বলেনি! এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছ! বুঝলে? এসব ইল্লুতে কাণ্ড এ বোয়ের কাছে—এ নাতির কাছে চ'ল্‌বেনা!"

"বিরাজীর" মহা বিপদ! কর্ত্তাও ত'াকে ছাড়েন না, ঠাকু'মাও অপমান ক'র্ত্তে কসুর করেন না! কর্ত্তা শেষে বাবাকে ডেকে এই কড়া হুকুম দিয়ে ব'ল্লেন, "এই হাজার হাজার লোকের সাম্‌নে আজ যদি তোমার স্ত্রীর কাছে আমায় অপমানিত হ'তে হয়, ত'াহ'লে আজ থেকে তুমি আমার ত্যজ্যপুত্র!"

বাবা কোন কথার জবাব দিলেন না। চুপ করে মাথাটী হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণ, এত বড় অহিন্দু ব্যাপার যদিও এ বাড়ীতে ইতঃপূর্ব্বে বহুবার এবং ইদানিং বরাবর হয়ে আস্‌ছিল, বাবা তার সম্পূর্ণ বিরোধী হ'লেও সে সম্বন্ধে পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ না করে নিজে দূরে দূরেই থাক্‌তেন! কিন্তু আমার মা

যখন অবলা স্ত্রীলোক হ'য়ে এ অহিন্দু বর্ব্বরের আচারের বিরুদ্ধে রুখে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন, তখন বাবা এমন কোনো শাস্ত্র বা ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-কথা এবং তর্কের উপাদান খুঁজে পেলেন না,—যার দ্বারা তিনি মাকে বুঝিয়ে তাঁর পিতার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হ'তে তাঁকে নিরস্ত ক'র্ত্তে পারেন।

এইতেই যে আগুন সংসারে জ্বলে উঠ্‌লো সেই আগুনে বাবা, মা এবং আমি চিরদিনের মত পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলুম! এই সাংসারিক অশান্তি-অনল যতদিন পিতামহ জীবিত ছিলেন, ততদিন তো সমান তেজেই জ্বলেছিল, পিতামহের মৃত্যুর পরেও সে অনল বাঁড়ুয্যে পরিবারের অনেককেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেড় মাস কাল বাবা শয্যাগত ছিলেন। পথ্য পেয়ে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরও দিন পনেরো কেটে গেল। বাবা তিনমাসের ছুটী নিয়েছিলেন। শরীর এখনও সুস্থ ও সবল নয় ব'লে আরও তিনমাসের ছুটীর জন্যে দরখাস্ত ক'ল্লেন। ছুটী মঞ্জুর হ'লনা বটে, কিন্তু তিনি বদলী হয়ে আলীপুরে ডেপুটী কালেক্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। শাপে বর হয়ে গেল।

এইবার আমি রীতিমত ক'ল্‌কেতাবাসী,—যাকে বলে "সহুরে ছেলে" হ'য়ে প'ড়লুম। বাবা আমাকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। বৈমাত্র ভায়েদের সঙ্গে একত্রে স্কুলে যাই। বাড়ীতে আমাদের বিস্তর ছেলে,—খেতে ব'স্‌তো যেন একটী ছোটখাটো রেজিমেণ্ট্। খুড়তুতো ভাই, পিস্‌তুতো ভাই,—দূর সম্পর্কে মামাতো ভাই, এই রকম রকমারি সম্পর্কের কত "ভাই" যে আমাদের সংসারে ছিল,—তা আর বল্‌বার নয়। সবাকার ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজন এ কাহিনীতে নাই। তবে এই "রাবণের গোষ্ঠিতে" একটী স্ত্রীলোকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সবাই আড়ষ্ট,

—তিনি হ'লেন আমার ছোটপিসী—নাম প্রসন্নময়ী। পিতামহের তিনি বড় আদরের মেয়ে। বিস্তর অর্থ ব্যয় করে তিনি এই সহরের কোনো ধনবানের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন। ছোট পিসেমশাই বিয়ের দু'বছর পরেই পিতৃবিয়োগে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ক'লকেতার নামজাদা "কাপ্তেন" হয়ে এমন ফূর্ত্তির জাহাজ চালিয়ে দিলেন যে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে স্ত্রী এবং একটি মাত্র পুত্রকে পথে তো বসালেনই, উপরন্তু ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একটি বৎসর যাবৎ শয্যাগত থেকে ইহসংসার থেকে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ ক'ল্লেন! এই এক বৎসরকাল যে রোগে ভুগে টেঁকেছিলেন,—সে কেবল ধনবান শ্বশুরের (অর্থাৎ আমার পিতামহের) অর্থসাহায্য লাভ করে। স্বামী স্বর্গীয় হবার পরদিনই ছোটপিসি বিধবাবেশে একমাত্র পুত্র "রমেশের" হাত ধরে বড়মানুষ বাপের ভিটেয় এসে ভর ক'ল্লেন। শুধু ভর কল্লেন নয়,—আমাদের সংসারে ছোটপিসি একেবারে সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী।

আমার বিমাতার মৃত্যুর পরেই ছোটপিসি এ বাড়ীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) করেছিলেন। ঠাকুর্দ্দা আদরের ছোট মেয়েটিকে সংসারের সকল বিষয়ে এতটা কর্ত্তৃত্বভার প্রদান ক'ল্লেন যে ততটা কর্ত্তৃত্ব আমার ঠাকু'মাও কারুর ওপরে খাটাতে ইতস্ততঃ ক'র্ত্তেন। অবশ্য, এর জন্যে ঠাকু'মার মনে কোনো দুঃখ নিশ্চয়ই হ'ত না। হাজার হোক্ ছোটপিসি তো তাঁরই গর্ভের মেয়ে! তার ওপোর—অভাগিনী স্বামীহারা অনাথিনী কপর্দ্দকশূন্যা হয়ে মা-বাপের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং ছোটপিসির কোনো দোষ

হ'লেও ঠাকু'মার কাছে তা দোষ বলে পরিগণিত হ'তনা। ছোট পিসি বাপের বাড়ীতে মা-বাপের প্রশ্রয়ে যতদূর অত্যাচারী হবার তা' হয়েছিলেন। তিনি এ সংসারে প্রবেশলাভ করেই সর্ব্বপ্রথম আমার বৈমাত্র ভাইগুলিকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ ক'ল্লেন। বাস্তবিক, যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক্, ছোট পিসি এই মাতৃহারা চারটী ছেলেকে এত আদরযত্ন ক'র্ত্তে লাগলেন যে তা'রা ছোট পিসি-অন্ত-প্রাণ হয়ে প'ড়লো! ছোট পিসি নিজের ছেলে রমেশকে বোধ হয় এতটা আদরযত্ন ক'র্ত্তেন না। এই নির্ঘাত চালে তিনি বাপ-মাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছিলেন।

আমার বৈমাত্র ভগ্নী নলিনী দিদির বয়েস যখন মাত্র দশমাস তখন আমার মা বধূরূপে এ সংসারে প্রবেশ করেন। বিমাতা স্বর্গীয়া হবার পর ঠাকু'মাই নলিনী দিদিকে মানুষ ক'চ্ছিলেন! যশোরে যখন তিনি বাবার কাছে থাক্‌তেন তখন থেকেই মাতৃহারা দুগ্ধপোষ্যা কন্যাটীর লালনপালন কর্ব্বার ভার তিনি আমার মায়ের ওপরই দিয়েছিলেন। ঠাকু'মা ক'ল্‌কাতায় চলে এলেন,—নলিনী দিদি মায়ের কাছেই রইলো এবং জ্ঞান হবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমার মাকেই মা বলে জানতো।

ছোট পিসির নাম "প্রসন্নময়ী" কে রেখেছিল জানিনা, কিন্তু তাঁর ব্যাপার দেখে আমার কেবলই মনে হ'ত—"অপ্রসন্নময়ী" নামই তাঁর একমাত্র যোগ্য। আমার ঐ বৈমাত্র ভাই ক'টী এবং তাঁর ছেলে "রমেশ" ছাড়া তিনি সংসারে কারুর প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। আজ হয়তো যার সঙ্গে হেসে কথা কইছেন, আলাপ ক'চ্ছেন, কাল দেখি তাঁর সঙ্গে "রাম-রাবণের" যুদ্ধ লাগিয়েছেন। আরে, বাপরে—সে

যুদ্ধ হাতাহাতি নয়, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নয়,—সে তার চেয়ে ভীষণ,—বাক্‌যুদ্ধ! এ রকম যুদ্ধটা প্রায়ই হ'ত আমার কাকীদের সঙ্গে। শুধু কাকীদের সঙ্গে নয়, আবশ্যক হ'লে তিনি কাকাদেরও সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান ক'র্ত্তেন! ছোট পিসি "চিরজয়ী"! কেঁদে হোক্—মাথা খুঁড়ে হোক অথবা প্রতিদ্বন্দীকে ভীষণ বাক্যবাণে পরাস্ত করে তা'কে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়েই হোক্—ছোট পিসির জয় অনিবার্য্য!

আর এক মহৎ গুণ ছিল পিসিঠাক্‌রুণের। তিনি পরের নামে "লাগাতে" বড় ভালবাসতেন। সেটা বেশীর ভাগ সুবিধে হ'ত বাপের কাছে। পিতামহ একে ভীষণ "কান-পাতলা" ছিলেন; তার ওপোর ছোট মেয়ের কথা তিনি বেদবাক্য ব'লে মান্‌তেন। মোট কথা, বাঁড়ুয্যে সংসারটাকে ভেঙ্গে চুড়ে "তচ-নচ" কর্ব্বার জন্যেই (শুভক্ষণেই বলুন আর অশুভক্ষণেই বলুন) ছোট পিসিমা বিধবাবেশে বাপের বাড়ীতে উদয় হয়েছিলেন।

আমার মা এবং আমি—এই দুটী প্রাণী ছিলুম ছোট পিসির চক্ষুঃশূল। আমার স্থির বিশ্বাস,—আমরা দুই মায়ে-পোয়ে যে ঠাকুর্দ্দার এত বিদ্বেষের পাত্র হ'য়েছিলুম,—ঐ ছোট পিসিই তার একমাত্র কারণ। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, ছোট পিসিকে দেখ্‌লেই ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠ্‌তো! হুড়োহুড়ী, দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, বাড়ীর সকল ছেলে যেমন ক'র্ত্ত, আমিও (এই বাড়ীর ছেলে—) সেইরকমই ক'র্ত্তুম। কিন্তু পিসিমা ব'লতেন,—"ঢের ঢের বদ্‌মায়েস ছেলে দেখেছি বাবা, আত্মারামের জুড়ি আর কোথাও দেখিনি।" ঠাকুর্দ্দাকে স্পষ্টই ব'লতেন—"দাদার ঐ ছোট্‌কা ছেলেটা যদি আমার দিনু, সুখু (অর্থাৎ আমার বৈমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা—

যাদের সঙ্গে আমি খেলাধুলো ক'র্ত্তুম, বেড়াতুম, উঠতুম-বসতুম) দু'জনের সঙ্গে বেশী মেশে, তাহ'লে আমার ছেলে দু'টোই গোল্লায় যাবে—তা আমি ব'লে দিচ্ছি!" ঠাকুর্দ্দার মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও একবাড়ীতে থেকে সব রকমে তো ভিন্ন থাক্‌বার উপায় নেই। তবে যতটা সম্ভব, আমি বাধ্য হয়ে বৈমাত্র ভায়েদের কাছ থেকে দূরে থাক্‌তুম।

আমার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান আমার মা ক'র্ত্তেন। ছেলেদের পড়বার ঘর দুটো। কিন্তু মার পরামর্শে বাবা আমাকে তাঁর বৈঠকখানায় প'ড়তে বসাতেন। ব'লেছি,—বাবা অতি নিরীহ লোক ছিলেন। কোনো দিকে তাঁর তীক্ষদৃষ্টি ছিলনা। ছেলেরা কে কি ক'চ্ছে, না ক'চ্ছে, বাড়ীতে মেয়েরা কে কার সঙ্গে কি বিষয়ে ঝগড়া ক'ল্লে, কে কা'কে কি ব'ল্লে—কি অপমান ক'ল্লে,—কোনো কথায় তিনি কাণ দিতেন না। সকালে উঠ্‌তেন, একটু "হেদো" কিম্বা "গোলদিঘীতে" পায়চারি করে আসতেন, তার পর বৈঠকখানায় বসে বেলা ৯॥ টা পর্য্যন্ত খপরের কাগজ প'ড়তেন, দশটার সময় স্নানাহার সেরে বেলা এগার'টার সময় কাছারী যেতেন। কাছারী ফেরৎ গড়েরমাঠে বা ইডেন্ গার্ডেনে ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে সন্ধ্যা নাগাৎ বাড়ী এসে মুখহাতপা ধুয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে—বৈঠকখানায় দু' একজন বন্ধু যদি কেউ এলো তো তাঁদের সঙ্গে দুটো সাহিত্যিক. বা রাজনৈতিক কিম্বা দেশবিদেশের গল্পগুজব ক'ল্লেন, কেউ না এলে একখানা বই নিয়ে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তন্ময় হ'য়ে প'ড়লেন।

আমার জন্যে একটী মাষ্টার রেখেছিলেন। তিনি সকালে এক ঘণ্টা সন্ধ্যায় ঘণ্টা দেড়েক পড়িয়ে যেতেন। রাত্রে মাষ্টার চলে গেলে

আমি প'ড়তে প'ড়তে হয়তো কোনো দিন বইয়ের ওপোর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তুম,—নয়তো বই বন্ধ করে নটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তেই বাবার কাছে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়্‌তুম। বাবা বাড়ীর ভেতর যাবার সময় "রাখ্‌দা" (বাবার সেই পুরোণো খানসামা) আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে বাড়ীর ভেতর শুইয়ে দিয়ে আসতো। এর জন্য ঠাকুদ্দা এবং পিসিমার কাছে বাবাকে অনেক কথা শুনতে হ'ত। পিসিমা একদিন মাকে স্পষ্ট ব'লে ফেল্লেন—"এ কোন্ দিশি কথা বৌ? রোজ রাত্তিতে চাকর ছেলে ঘাড়ে করে এনে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুক্‌বে! এমন তো হতচ্ছাড়া কাণ্ডকারখানা কোথাও শুনিনি!"

সেইদিন থেকে রাত্রে পড়াশুনোর পরই আমাকে ঘুমে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ীর ভেতর অতি কষ্টে একা শুতে যেতে হ'ত। যেদিন নেহাৎই ঘুমিয়ে প'ড়তুম, সেদিন বাবা—আমার ঘুমন্ত দেহটাকে ঘাড়ে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেতেন,—আর সেই আধ-ঘুম আধ জাগরণের মাঝখানে মায়ের বকুনি খানিকটা বেশ শুন্‌তে পেতুম।

হঠাৎ শুন্‌লুম—দিদিমার খুব বাড়াবাড়ী অসুখ! সংবাদ পাবামাত্রই মা বাগবাজারে চলে গেলেন। আমি স্কুল কামাই হবে বলে মায়ের সঙ্গে গেলুম না। কিন্তু দিন-দুই-তিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা কাছারী থেকে এসেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে মামার বাড়ীতে গেলেন। সেই রাত্রে দিদিমার গঙ্গালাভ হ'ল।

মামার বাড়ীর অর্থাৎ মাতামহের সম্পত্তির মধ্যে বাগ্‌বাজারের ঐ বৃহৎ পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা,—বোধ হয় ত্রিশ বৎসর মেরামত হয়নি। আমার মায়ের ঠাকু'মা অর্থাৎ বাগ্‌বাজারের "ডাক-সাইটে"

"বড়গিন্নী" যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন মাঝে মাঝে "এখানে সেখানে" একটু আধটু মেরামত হ'ত। কিন্তু তাঁর স্বর্গলাভের পর—বালি চূণ সুরকী এক সরাও এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাকে ইঁদুর—বাদুড়—চামচিকে—পায়রাদের কবল থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য ঢোকেনি। সম্পত্তির মালিক আমার মাতামহী, তিনি তো কপর্দ্দকশূন্যা ব'ল্লেই হয়। মাতামহের জ্ঞাতিকুটুম্ব অনেকে এই ভিটেতে মাথা গুঁজে আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা পরের বাড়ী মেরামত-বাবদে পয়সা খরচ ক'র্ব্বেনই বা কেন? তার ওপর—বাড়ীখানি তিন চারবার বন্ধক পড়েছে। না পড়বেই বা কেন? দেনা না ক'ল্লেই বা মাতামহীর পেট চলে কিসে? বাবা অনেকবার ব'লেছিলেন—"এত বড় বাড়ী রেখে দরকার কি? বিক্রী করে নগদ টাকা যা পাবেন—তা থেকে দেনা শুধে যা বাকী থাকবে,—তার সুদে সচ্ছন্দে একটা ছোটোখাটো বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকবারও সুবিধা হবে, নিজের ভরণপোষণও সচ্ছলে চল্‌বে।" মাতামহী সুপরামর্শের সারত্ব নিজে বুঝলে কি হবে? অন্যান্য হিতাকাঙ্খী জ্ঞাতিকুটুম্ব—(বিশেষতঃ যাঁরা ঐ ভিটেতে নিঃখরচায় দিব্যি কালযাপন ক'রছেন—) তাঁকে স্পষ্টাক্ষরে বুঝিয়ে দিলেন,—"শ্বশুরের ভিটে নিজে হাতে করে বেচতে নেই। বন্ধক দিতে দিতেই তোমার জনমটা কেটে যাবে তো! তারপর—যা হবার হবে—তুমি তো দেখ্‌তে আসবে না। কিন্তু তোমার দ্বারা যেন শ্বশুরের নাম লোপ না পায়।"

এমন যুক্তিপূর্ণ কথার ওপর আর কথা আছে—না—থাক্‌তে পারে?

আমি দৌহিত্র সুতরাং অপুত্রক মাতামহের বিষয়ের একমাত্র ওয়ারিসান আমি।

দশম পরিচ্ছেদ।

দিদিমার "চতুর্থীর" শ্রাদ্ধের পরও মাকে প্রায় তিনচার মাস বাগবাজারে থাকতে হয়েছিল। কারণ,—বাড়ীখানা এবং তৎসংলগ্ন বিঘেখানেক জমী—উত্তরাধিকারত্ব-সূত্রে যখন পাওয়া গেছে, তখন এর ব্যবস্থা তো একটা করা চাই। আমি শনিবার দিন আড়াইটের সময় স্কুলের ছুটী হ'লে মামার বাড়ী যেতুম, সোমবার সকালে বাড়ী ফিরে আসতুম। পালে পার্ব্বণে স্কুল বন্ধ থাক্‌লে, ছুটীটা মামার বাড়ীতেই কাট্‌ত। দিদিমা মর্ব্বার প্রায় মাসখানেক পরেই গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি দু'মাস পাওয়া গেল। সেই পাক্কা দুটী মাস আমি দস্তুরমত বাগবাজারবাসী হয়েছিলুম।

"বাগবাজার!" সহরের সেরা জায়গা! যখন খুব ছোট ছিলুম —অর্থাৎ যখন বিদ্যেসাগর মশায়ের উপক্রমণিকার "ব্যঞ্জন-সন্ধি" আয়ত্ত হয়নি,—তখন "বাগবাজার" নাম শুনে মনে ক'র্ত্তুম—সেখানকার

বাজারে বুঝি "বাঘ" পাওয়া যায়! উপক্রমণিকার সন্ধি বিচ্ছেদ ক'র্ত্তে শিখে বুঝ্‌লুম—"বাক্—ছিল—বাজার" বাগ্‌বাজার; অর্থাৎ কিনা "অত বাক্যি—বাক্‌চাতুরী—বাত্তেলা আর বকাটে"—ক'ল্‌কেতা সহরে আর কোথাও এমন অসম্ভব রকম প্রচুর নয়, যেমন এই উত্তর পল্লীটীতে! সেই জন্য সুবিবেচক সুধীসজ্জনগণ অনেক গবেষণা করে তবে এ স্থানটীর নাম রেখেছেন "বাগবাজার!" সে সময় একটা প্রবাদই চলিত হয়েছিল—

"সখ্—সৌখীন— রঙ্গ—বাহার—
এসব নিয়েই বাগবাজার!"

কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। সহরে সখের যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, হাফ-আক্‌ড়াই, কবি,—এ সবের সৃষ্টি বাগবাজারে! আজ সহরে—(শুধু সহরে বলি কেন,—সমগ্র বাংলাদেশে) এই যে আঁতুড়ের খোকাটী পর্য্যন্ত "ভীষণ এ্যাক্‌টর"—ভয়ঙ্কর থিয়েটারী "আর্ট-অভিজ্ঞ" এবং ভয়াবহ গোছের সবজান্তা নাট্য-সমালোচক এবং **প্রযোজক** হয়ে নাট্য-জগতে ভীষণ ভূমিকম্প লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, এ সবের নটগুরু, জনক, সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিষ্ঠাতা **গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল** প্রভৃতি নাট্যজগতের মহাপুরুষগণের উৎপত্তি এই বাগবাজারে! দেশ-বিখ্যাত মোহনচাঁদের পাঁচালী হাফ্‌আখ্‌ড়াইয়ের দলের উদ্ভব এই বাগবাজারে! সদর রাস্তায় "আট-ঘোড়ার" জুড়ী-হাঁকিয়ে প্রত্যহ অবিদ্যা-মোসায়েব-পরিবৃত "কাপ্তেন বাবু,"—যিনি (আধুনিক প্রচলিত"বেল্" বা "হর্ণ্" অভাবে) রামশিঙ্গে বাজিয়ে সহর সরগরম করে রাস্তার "দুধারী সারি সার্সি" খরিদ্দারের

প্রত্যাশায় দণ্ডায়মানা বারাঙ্গনাদের মুটো মুটো টাকা ছুঁড়ে মার্ত্তে মার্ত্তে মহানন্দে "কাপ্তেনী" ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে যেতেন এবং বৎসর পাঁচেকের মধ্যে নগদ ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিয়ে বাংলা দেশে প্রবাদ বাক্য রচনা করেছিলেন—

"পাঁচ হাজারেই বড়লোক ঘুঁটেকুড়নীর
ব্যাটা,—
লাখ টাকায় বামুন্ ভিখিরী,
সে—টাকায় মারে ঝ্যাটা—

সেই "কাপ্তেন বাবুর" জন্ম এই বাগবাজারে! ব্রাহ্মণবংশে মা লক্ষ্মীর অপমানকারী এই সব মহাপ্রভুরা জন্মেছিলেন ব'লে—মা লক্ষ্মী চিরদিনই ব্রাহ্মণজাতির প্রতি নিদয়া।

ক'ল্‌কেতার শোভাবাজার শ্যামবাজার—এ'দুটো জায়গা বাগবাজারেরই অঞ্চল! সুতরাং বাংলাদেশে (aristrocacy) আভিজাত্য-গৌরবে—বড়মানুষি চালে—ধনে-মানে কুলে-শীলে—নামডাকে শোভাবাজারের রাজবংশই শীর্ষস্থান অধিকার ক'র্ত্তেন। বাগবাজারের "অভিমন্যু বধ" সখের যাত্রার গান তখন বাংলা দেশের অবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে ছিল—

"তুমি যে মাধবীলতা আমি যে তমাল,
তোমার বিরহে প্রিয়ে থাকি কিসে বল;
মণিহারা হয়ে ফণী বাঁচে কি কখনো—"

এ গান সুদূরদেশবাসীরা—হঠাৎ সহুরে বাবুরা জান্‌তে না পারেন, কিন্তু ক'ল্‌কেতার বনেদী বংশের অনেকেরই জানা আছে।

এদিকে সখ-সৌখীন-রঙ্গ-বাহার এ সবের মূলাধার হিসেবে "বাগ-বাজার" যেমন বিখ্যাত, আর এক বিষয়ে "বাগবাজার" ক'ল্‌কেতার সকল পল্লীকে টেক্কা মেরেছিল। সেটী হ'চ্ছে—নেশা। বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আবগারি বিভাগে চট্ করে যে এতটা আয় বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন,—তদানীন্তন বাগবাজার-নিবাসীরা প্রধান কারণ! মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, আফিং, পঞ্চরং, গ্রাফ-সেট,—এ সবেতে এত মেডেলিষ্ট (Medalist) সংখ্যা সহরের আর কোথাও ছিলনা। বিশেষতঃ এমন গঞ্জিকাভক্ত শুধু বঙ্গে নয় সমগ্র ভারতে আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। কিম্বদন্তি এইরূপ—বাগবাজারের অষ্টম বর্ষীয় শিশুটী পর্যন্ত দিনরাত গাঁজার ধোঁয়ায় "ব্যোমযান্" (Baloon) হয়ে থাকে। শূন্যমার্গে কাকেও উড়তে দেখিনি, তবে গল্পচ্ছলে দিদিমা একদিন ব'লেছিলেন—বেশ মনে আছে—"আমাদের ঐ "দেসো"—(অর্থাৎ আমার মাতামহের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র—১৪।১৫ বছরের আমারই বয়িসি ছোকরা) রাত্তির বেলা ড্যানা বার করে আকাশে ফর্ ফর্ ক'রে ওড়ে,—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

দিদিমা হাজার হোক গুরুজন,—মায়ের মা; তাঁর কথা তো অবিশ্বাস কর্ব্বার কোনো কারণ নেই। আমি "দেসো" মামাকে একদিন হাতে পায়ে ধরে খুব আগ্রহসহকারে এবং soriously ব'লেছিলুম—"তোমার পায়ে পড়ি দেসো মামা! রাত্তিরে যখন তুমি উড়বে, আমাকে একবার ডেকে দেখিও না! দোহাই মামা—তোমার—"

দেসো মামা চক্ষু বুঁজে কি ভাবলেন জানিনা! খানিকক্ষণ অর্দ্ধ-

নিমীলিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন—"তুই ছেলেমানুষ, তুই কি গ্যাসের ঝাঁজ সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্বি ?"

"কিসের গ্যাস ?"

"ওড়বার গ্যাস—যার জোরে বোঁ করে আকাশে উড়ি !"

"তা—তুমিও তো ছেলেমানুষ ; আমার চেয়ে কত আর বড় ? তুমি সহ্য কর কি ক'রে ?"

"আরে—আমরা হ'লুম বাগবাজারের ছেলে !"

"আচ্ছা মামা—সত্যি কি তোমার ডানা আছে ?"

"আছে বই কি ?"

"কই ? দেখিনা একবার !"

"দেখ্‌বি ?" ব'লেই দাসু মামা কাপড়ের কোঁচা (যা দিয়ে তিনি খালি গা ঢেকে বেড়াতেন) কোমরের ওপর নাবিয়ে ছ'দিককার পাঁজরা দুটো দেখিয়ে ব'ল্লেন—"এই দ্যাখ্—আমার দু'পাশে ড্যানা দুটো এখন চামড়া ঢাকা রয়েছে !"

চব্বিশ ঘণ্টা দাসু মামা কোঁচার কাপড়ে গা ঢেকে বেড়াতেন, সুতরাং তাঁর স্বরূপ দেখবার সুযোগ আমার বড় ঘটে উঠতো না ! সেদিন আমার প্রতি সদয় হয়ে যখন গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করে দেখালেন, সেই অপরূপ দেহ দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত—স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ! ঠিক যেন একখানি কঙ্কাল দেহ ! বুকের পিঠের পাঁজরার হাড়গুলি একটি একটি করে গুণে নেওয়া যায়। মাত্র একখানি ফ্যাকাশে রংয়ের পাতলা চামড়া ঢাকা। দেখে মনে হ'ল, মামা ডানার সাহায্যে উড়তে সক্ষম হোন্ আর নাই হোন, একটু ফাঁকা জায়গায় যদি তিনি হাত পা

মেলে দাঁড়ান, হনুমান-জনক পবনদেব অতি অল্প আয়াসেই তাঁকে শূন্য-পথে উড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম! শুনতে পাই, হাতে-খড়ি হবার পর বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাসু মামার আবগারি-পরিচয় হয়; অর্থাৎ তিনি পাঠশালে গুরুমহাশয়ের স্বহস্তে সজ্জিত ফৌজদারী-বালাখানার তামাক (সবে মাত্র ধরিয়ে তিনি হঠাৎ বিশেষ কার্যোপলক্ষে কলিকা শুদ্ধ হুঁকাটী রেখে বাড়ীর ভিতর গেছেন কিম্বা দাসু মামা অথবা কোন "পড়ুয়াকে" তামাক সেজে ধরিয়ে আনতে আদেশ করেছেন সেই সময় দু'চার টান টেনে) প্রথম অভ্যাস করেন। পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুর তামাক টানার এই অভ্যেস থেকে বছর পাঁচ ছয়ের মধ্যে গাঁজায় দম মারার এমন শক্তি জন্মেছিল যে, ক'লকাতার সহরে "মেডেলিষ্ট দেসো" নামেই দেসো মামা সুপরিচিত হয়েছিলেন।

পুর্ব্বেই বলেছি, মামার বাড়ীতে মাতামহের নিজের ভাই, ভাইপো, ভাগ্‌নে বা ভগ্নী কেউ ছিলেন না। যাঁরা থাকতেন তাঁরা সবাই দূর সম্পর্কীয়। ওরই মধ্যে মাতামহের-নিকট সম্পর্কে পিস্‌তুতো ভাই তারাচাঁদ গাঙ্গুলী ছিলেন—বাড়ীর কর্ত্তা। বিশেষতঃ বৃদ্ধ মামার বাড়ীটার সমগ্র বড়গিন্নীর অর্থাৎ মায়ের ঠাকুরমার তিনিই অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। বড়-গিন্নী এবং আমার দিদিমা তাঁকে বড়ই বিশ্বাস ক'র্ত্তেন। তাঁর দেহরক্ষার পর তারাচাঁদই দায়ে আদায়ে আমার মাতামহীকে দেখতেন শুনতেন,—বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ক'র্ত্তেন। মাতামহীর সংসার চালাবার টাকার দরকার হ'লে ধার করে টাকা সংগ্রহ করে আনতেন। যখন-তখন তিনি দিদিমাকে আশ্বাস দিয়ে ব'লতেন—"তোমার কোন ভাবনা নেই বৌদি! তুমি যতদিন বেঁচে আছ—রাজার হালে কাটিয়ে যাও!"

তারা দাদু (এই ব'লে আমি তাঁকে ডাক্‌তুম) বাগবাজারের একটী ঝানু লোক ! তাঁর পৈতৃক অবস্থা অতি হীন ছিল। লেখাপড়া শেখবার জন্যে পিতৃমাতৃহীন অনাথ তারাচাঁদ বাল্যকাল থেকেই বাগবাজারে এই মুখুয্যে পরিবারে আশ্রয় লাভ করেন। সৌখীন বড়মানুষের বাড়ীতে বাস করে আর অবাধে বাগবাজরের নামজাদা বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে লেখাপড়া যতদূর হওয়া সম্ভব তারাচাঁদ দাদামহাশয়ের ততদূরই হয়েছিল। তিনি গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশ পর্য্যন্ত প'ড়লে কি হবে, ক্লাশ হিসেবে বিদ্যের ওজন ক'ল্লে দেখা যায়,—নাইন্‌থ্‌ ক্লাশের বিদ্যেও তাঁর অর্জ্জন হয়নি। সুতরাং অতি কষ্টে ১২৲ টাকা মাইনের এক "টালি" ক্লার্কের কাজ তিনি জোগাড় করে নিয়েছিলেন। টালি ক্লার্কের কাজ কিছুই না,—কেবল (Dock) "ডকে" জাহাজ ভিড়লে আমদানী-রপ্তানীর মাল গুণ্‌তি করা। চতুর তারাচাঁদ এই টালি ক্লার্কের কাজ পেয়ে দু'টাকা বেশ উপরি রোজগার ক'ত্তেন। তারাচাঁদের উপরি রোজগারের একটা গল্প বলি।

সেকালে বিলেত থেকে কোনো জাহাজ কল্‌কেতার বন্দরে এলে খাস (Raw) গোরা কাপ্তেন দু'হাতে টাকা খরচ ক'ত্ত। সেই থেকে আমাদের বাংলাদেশে "কাপ্তেন" ও "কাপ্তেনী" কথা দুটোর সৃষ্টি। এই সব গোরা কাপ্তেন জাহাজ নিয়ে যে ক'দিন এখানে থাক্‌তো, বাস্তবিক সে ক'দিন কোম্পানীর টাকা নিয়ে তা'রা যেন ছিনিমিনি খেল্‌তো। তখন তো সাহেব জাত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের মূলমন্ত্র বোঝেনি—always take, never give অর্থাৎ ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় গিয়ে "নোবো রাম—দোবোনা চাঁদ" হলেই "বাণিজ্যে বসতে

লক্ষ্মী। তখনকার সাহেবরা নিজেরাও যেমন পয়সা রোজগার ক'র্ত্তো, সেই সঙ্গে তাদের কর্ম্মচারী দেশী লোকেরাও কিসে দু'পয়সা পায়—নিজেরাই সেই ব্যবস্থা করে দিত।

বিলিতি জাহাজ ভিড়লেই জাহাজের আমদানী-রপ্তানী মাল ছাড়া কাপ্তেনের নিজের ইচ্ছেমত অনেক জিনিষ কেন্‌বার দরকার হ'ত। সেই সব জিনিষ সরবরাহ ক'র্ত্তো,—এই দেশের "ঠিকেদার" বাঙ্গালীরা। দরদস্তুর নেই,—কাপ্তেনের দরকার হয়েছে—"অমুক" জিনিষটা চাই। যা' দাম চাইবে,—অম্নি সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা। তুখোড় তারাচাঁদ "yes, no, very well"-গোছ দুটো চারটে ইংরেজি কথা ক'য়ে—এই রকম কাপ্তেন ধরে মাঝে মাঝে বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার ক'র্ত্তেন। তবে বাংলাদেশে তারাচাঁদের মত তুখোড় লোকেরও ত অভাব ছিলনা। তার ওপর "কাপ্তেনকে" মাল সরবরাহ করে মোটা রকম লাভ ক'র্ত্তে হ'লে বেশী টাকার দরকার; সে রকম টাকার সামর্থ্যও তারাচাঁদের ছিলনা। সুতরাং, দু'দশ টাকার মাল বেচে তারাচাঁদ আর কত লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বেন?

তারাচাঁদকে একদিন একজন কাপ্তেন ব'ল্লে—"বাবু! আমাকে একটা বিল্লী (বেরাল) দিতে পার? জাহাজে ভারি ইঁদুরের উৎপাত হ'য়েছে!" তারাচাঁদ পরদিন একটা বাঘা রংএর বড় বেরাল ধরে থলেতে পুরে এক ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে জাহাজে "কাপ্তেনের" কাছে নিয়ে গিয়ে হাজীর। বেরালটার বাঘের মত রং আর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে কাপ্তেন তো মহা খুসী। কাপ্তেন জিজ্ঞাসা ক'ল্লে—"কত টাকায় কিন্‌লে?" তারাচাঁদ হঠাৎ ব'লে ফেল্লেন—

"পঁচিশ টাকায় ?" ব'লেই তারাচাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল ! ভাবলেন, হয়তো কাপ্তেন সাহেব বুঝতে পেরেছে—তারাচাঁদ বাড়ী থেকে ধরে এনে মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছে ! কাপ্তেন তখুনি পেণ্টুলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চল্লিশ টাকা বের করে ব'ল্লে—"এই নাও বিল্লীর দাম ২৫৲ টাকা, তোমার বখসিস্ পনেরো টাকা ! আরও গোটাকতক যদি এনে দিতে পার তো বড় ভাল হয় !"

তারাচাঁদ বাড়ী ফিরে গিয়ে পাড়ায় বেরুলেন বেরাল ধ'র্ত্তে। যেখানে যার পোষা (ওরই মধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট) বেরাল দেখেন,—তারাচাঁদ ধরে নিয়ে তা'কে রকমারি চিত্রবিচিত্র করে কাপ্তেনের কাছে বিশ-পঁচিশ-তিরিশ -চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকায় বেচে আসেন। তারাচাঁদের এই "বেরাল ধরার" ব্যাপারের অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা। জিজ্ঞাসা কল্লেই ব'লতেন "বেরালের উৎপাতে বাড়ীতে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছে। দুধ খেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ীকুঁড়ী ভেঙ্গে মাছ খেয়ে জ্বালাতন করেছে। তাই বাড়ীতে বেরাল দেখ্‌লেই তা'কে থলেতে পুরে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসি !"

তারাচাঁদের বেশী নজর ছিল—বারাঙ্গনা-পালিত বেরাল-কুলের ওপোর। গেরোস্তো বাড়ীতে "পাতের কাঁটা-খাওয়া" দুধের বাটী-চাটা বেরালগুলো গেরোস্তো গরীবের মতই শ্রীহীন,—দুর্ব্বলাকার। বারাঙ্গনাদের যত্নে পালিত, দুধে-মাছে পুষ্টদেহ বেড়ালগুলির প্রতি তারাচাঁদের প্রখর দৃষ্টি। তারাচাঁদের বেরালের ব্যবসার জ্বালায় বারাঙ্গনা—মহলে ভীষণ কান্নাকাটী পড়ে গেল ! সন্ধ্যার পর কুপল্লীতে তারাচাঁদ প্রবেশ কল্লেই অবিত্তারা সকলেই যে যার বেরাল সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প'ড়তো !

ক্রমে এমন অবস্থা বাগ্‌বাজার-শ্যামবাজার অঞ্চলে দাঁড়ালো যে, সকলেই যে যার পোষা বেরাল রীতিমত শিকল অথবা দড়ী দিয়ে কুকুরের মত বাড়ীতে চ'খের সাম্‌নে বেঁধে রাখতো! এই কার্য্যে তারাচাঁদ কিছুদিন বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছিলেন। বছর কতক পরে তারাচাঁদ টালি ক্লার্কের কাজ ছেড়ে বাগ্‌বাজারের সুবিখ্যাত এটর্ণী রসিক মিত্রের অধীনে মুহুরী বা কেরাণী বা দালালের কর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেন। সোণার সঙ্গে সোহাগা মিশে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তারাচাঁদ ওরফে তারা দাদুর শক্রমুখে ছাই দিয়ে ছ'টী ছেলে আর চারটী মেয়ে। ছ'টী ছেলে ছ'টী রত্নবিশেষ। চারটী মেয়ের তিনটী বিধবা,—তাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে বাপের স্কন্ধেই ভর করেছিলেন। মেজোটীর অবস্থা ওরই মধ্যে সচ্ছল এবং তিনি সধবা। কাশীপুরে শ্বশুরালয়েই তিনি থাক্‌তেন,—বাপের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসতেন। তারা দাদু নিজে খুব সখের লোক ছিলেন। সখের যাত্রার দলের তিনি একজন পাণ্ডা; চোগা-চাপকান পরে "জুড়ী" গাইতেন। বুড়োবয়সেও তিনি "যাত্রার জুড়ী" সেজে গান গাইছেন, কানে হাত দিয়ে "তান মার্চ্ছেন" আমি নিজে দেখিছি। গলাখানি তাঁর বেশ মিষ্টি ছিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর অফিস থেকে বেরিয়ে হাইকোর্টের ধার থেকে হেঁটে বাগ্‌বাজারে চলে আসতে আস্‌তে তারা দাদু পথে যতগুলি পাইকিরি দিশি মদের দোকান ছিল, সব ক'টাতে ঢুকে ঢুকে এক একপাত্র "দাঁড়া ভোগ" মেরে মজ্‌গুল হয়ে বাড়ী ঢুক্‌তেন। প্রত্যহই আসবার সময় একটা না একটা কিছু বাজার করে নিয়ে আস্‌তেন। ইলিশ মাছের সময় ইলিশ মাছ, তপ্‌সে মাছের সময় তপ্‌সে মাছ; কোন দিন এককুড়ী হাঁসের ডিম, কোন দিন সের দুই মাংস! যে দিন পয়সার বেজায় টানাটানি হ'ত, সেদিন অন্ততঃ পয়সা দুই-তিনের পেঁয়াজ আর দু-তিন "ভাগ।" কুঁচোচিংড়ী মাছ হাতে নিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তেন। তারা দাদু মদ্য প্রত্যহ খেতেন বটে, কিন্তু তাঁকে কখনো বেএক্তার হয়ে রাস্তায় টলে পড়তে কেউ দেখেনি,—কিম্বা কখনো তিনি বাড়ীতে এসে মাতাল হয়ে শুয়ে প'ড়তেন না বা মাতলামী ক'র্ত্তেন না। তবে একটা মহাদোষ ছিল তাঁর,—মদ খেলে ভারি বক্‌তেন! বাড়ী ঢুকে একটা না একটা ছুতো ধরে সেই যে ব্যাড়র-ব্যাড়র ক'র্ত্তে সুরু ক'র্ত্তেন, যতক্ষণ না আহারাদি সেরে (রাত্রি বারোটা সাড়ে বারোটার সময়) বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে ব্যাড়-ব্যাড়ানি আর থাম্‌তো না!

বলেছি—ছয়টী পুত্র তাঁর—ছয়টী রত্ন! বডটী ময়দার কলে বিল্ সরকারের কাজ ক'র্ত্তেন, কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে প'ড়তেন যে সব সময় কোম্পানীর কাজ ক'র্ত্তে যেতে ফুরসুৎ পেতেন না। মাসের মধ্যে ১৬।১৭ দিন বাধ্য হয়ে তাঁকে অফিস কামাই ক'র্ত্তে হ'ত; কারণ, তাঁর "পরিবারের" নিত্যই ব্যায়রাম। আজ বেজায়

মাথা ধরেছে, কাল পেট কন্‌কন্‌ ক'চ্ছে, পোরশু গা-গরম হয়েছে, তোরশু ফিক-বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েছে, এইরকম বড়মামীর একটা না একটা ব্যায়রাম দেহে লেগে আছেই। বড় মামা হরিপদ গাঙ্গুলী (তারা-দাদুর বড় ছেলে) স্ত্রীপুত্র নিয়ে বড়ই বিব্রত। দু'তিনবার চাকরী গিয়েছিল, কিন্তু তুখোড় তারাদাদুর হাতে-ধরাধরি কান্নাকাটীতে নিরুপায় হয়ে ময়দাকলের বড়বাবু বড়মামার চাকরীটী বজায় রাখিয়ে দিয়েছিলেন। বড়মামা মদ-ভাং খেতেন না বটে,—(আগে খেতেন কি না জানিনা) কিন্তু প্রত্যহ তিনি আধভরি (এ-বেলা সিকিভরি, ও বেলা সিকি-ভরি) অহিফেন সেবন ক'র্ত্তেন। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা বলে,—"পদা গাঙ্গুলী কাঁচা পাকা দুই-ই টানে।" অর্থাৎ বড়মামা কাঁচা আফিংএর ড্যালা তো খেয়েই থাকেন, উপরন্তু নাকি সুড়ুৎ করে খালধারে করিম খলিফার আড্ডায় ঢুকে দুচার টান "চণ্ডু" টেনেও আসেন। যা-ই হোক, মামার চেহারা দেখ্‌লে নেহাৎ গুলিখোর নেশাখোর ব'লে মনে হয়না। হবেই বা কেন? বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরে তারা দাদু বড়মামার ৪৫৲ টাকা মাইনে করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। এই ৪৫৲ টাকাটী বড়মামার নেশার খরচে, রাবড়ী, মালাই, বাগবাজারের রসগোল্লার বাবদে এবং বড়মামীর এবং তাঁর ছেলে-মেয়েদের আবদার মেটাতে নিঃশেষ তো হ'তই, উপরন্তু তারাদাদুকে বড়ছেলের খরচের জন্যে কিছু ঘুষও মাসে মাসে দিতে হ'ত। মেজ-মামা—সেজমামা কাজকর্ম্ম কিছু ক'র্ত্তেন না বটে, কিন্তু তাঁরা দুই ভাই যেন "জোড়া পেল্লাদ।" দু'ভায়ে বড়ই সদ্ভাব,—একত্রে ইয়ারকি দেন, একই দলের থিয়েটারে, সখের যাত্রায় অভিনয় করেন, শুনতে পাই,

একত্রে—একই অবিদ্যা-বাড়ীতে যাতায়াত ও করে থাকেন। কাজের মধ্যে,—বড়মানুষের ছেলে ধরে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়ে দালালী খাওয়া। টাকা যা' রোজগার হয়, বাপ মা স্ত্রীপুত্র—(দুজনেই বিবাহিত এবং সন্তানের জনক)—সে টাকার মুখ দেখতে পায়না! নগদ টাকা হাতে প'ড়লে—টাকার পরিমাণে ফূর্ত্তির পরিমাণ বাড়তো আর সেই পরিমাণে দুই ভায়ের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশের দিন ধার্য্য হ'ত! মেজোটীর নাম রামপদ,—সেজোটীর নাম কৃষ্ণপদ। বাগবাজারের বখাটে শ্রেণীর মধ্যে "রাম—কেষ্টা" দুই ভাই ছিলেন নামজাদা। সাদা চোখে (Sober) নেশাশূন্য অবস্থায় দু'ভায়ের প্রণয় দেখলে বাস্তবিকই প্রশংসা না করে থাকা যেতোনা! কিন্তু "রাম-কেষ্টা" (অর্থাৎ মেজমামা সেজমামা) যখন মাল টেনে তরিবৎ হ'তেন, তখন সে মুখে তাঁদের কাছে দাঁড়ায় কে? মদ্যপান ক'ল্লেই তাঁরা হাড়ীমুচীরও অধম হয়ে প'ড়তেন। প্রথমে পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া—গালাগালি—মারা-মারি,—শেষে (Handed over to police)—পুলিশে চালান্! তারা দাদু "গুওটা গুওটা" ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে জামিন দিয়ে খালাস করে বাড়ীতে এনে "গুওটাদের" পূর্‌লেন বটে, কিন্তু তা'তেও কি নিস্তার আছে? বাড়ী ঢুকেই—দু'ভায়ে প্রথমে বাপকে গালাগালি, তারপর বড় ভাইকে—তারপর বাড়ীর যে যেখানে আছে সবাইকে (এমন কি আমার মাতামহীকে পর্য্যন্ত) একধার থেকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে সুরু ক'ল্লেন। কেউ যদি এসে প্রতিবাদ ক'ল্লে,—ব্যস—আবার লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল। সব শেষে "রাম-কেষ্টা" দু'ভায়ে পরস্পরে মত্তাবস্থায় চুলোচুলি লাগিয়ে দিলেন। এ ওর চোদ্দপুরুষান্ত ক'রে

ও এর বাহান্ন পুরুষ ধরে স্বর্গে পাঠায়। তারপর শেষরাত্রে,—হয় উঠোনে পড়ে ছ'ভায়ে নিশাযাপন কল্লেন, নয়তো শোবার ঘরে ঢুকে যে যার স্ত্রীকে ঠ্যাঙ্গাতে সুরু ক'ল্লেন। ভয় ক'র্ত্তেন কেবল আমার মাকে। মা যখন মামার বাড়ী গিয়ে থাকতেন,—বাড়ীর আব্-হাওয়া যেন ব'দ্‌লে যেতো। সবাই "দিদিমণি" ব'ল্‌তে অজ্ঞান, —সবাই "দিদিমণিকে" তুষ্ট কর্ব্বার জন্যে ব্যতিব্যস্ত। এই "ভগবানের অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানায়" নানা রকমের হিংস্র জীবজন্তুরা আমার মার কাছে যেন নিরীহ মেষের মত থাকতেন।

তারাদাদু "মা-মণি" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কি যে ক'র্ব্বেন ঠিক ক'র্ত্তে না পেরে খানিকক্ষণ বাড়ীময় ঘোরপাকই খেয়ে ফেলতেন। মা বাড়ীতে এসেছেন শুনে অফিস থেকে আসবার সময় বড়বাজার থেকে ভাল খাবার নিয়ে এসে মাকে সাধাসাধি ক'র্ত্তেন—"বড় সাধ করে বুড়ো বয়সে তোর জন্যে দেখে শুনে খাবার এনেছি মা মণি! তুই তোর ছেলে ব'সে ব'সে খা,—মা-মণি, আমি দেখে চক্ষু জুড়োই,—জীবন সার্থক করি।" মা দূর থেকেই ব'ল্‌তেন "আমি ঠাকুরঘরে যাচ্ছি কাকা,—কাচা কাপড়ে বাজারের খাবার ছোঁবোনা। বিধু ঝির হাতে দিন, খোকা খাবে এখন! আমি মন্তর নিয়েছি, বাজারের খাবার তো খাইনা!" মার ইঙ্গিতে বিধু-ঝি খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে চলে গেল। তারা দাদু তখন পুরো-দস্তুর রংএ রয়েছেন, তিনি মাকে সহজে ছাড়েন কি? বাজারের খাবার মা খাবেন না শুনে ব'ল্লেন—"কেন? দোষ কি মা-মণি! ভাল খোট্টা বামুনের তৈরি খাবার! আমি তোর গুরুজন, আমি ব'ল্‌ছি—তুই খা,—তোর কোনো দোষ হবেনা! আচ্ছা—বড়বাজারের ঐ

খোঁট্টা বেটাদের খাবার না খাস্, আমি নবীন ময়রার দোকান থেকে ফাষ্টো কেলাশ রসগোল্লা সন্দেশ এনে দিই—"

মা। "মিছিমিছি কেন পয়সা নষ্ট ক'র্ব্বেন কাকা? এই বুড়ো বয়সে খেটে খেটে দেহ মাটী করে পয়সা রোজগার ক'চ্ছেন, সে পয়সা বাজে খরচ কর্ত্তে আছে?"

তারা। "বাজে খরচ? তুই—তুই আমার মা—আমার মা-মণি আমার মার পেটের ভায়ের বাড়া যে হরিসাধন— (আহা! সে স্বর্গে গেল,—পুণ্যাত্মা,—আর আমি বেঁচে রইলুন—ব'লেই তারাদাদুর খানিক ক্রন্দন)—আমার আপন মায়ের পেটের ভায়ের মেয়ে তুই,—আমার শেলী, কুশীর চেয়েও কত আদরের ধন তুই,—তোকে দু'টাকার খাবার খাওয়াব, এতো আমার বাপচোদ্দপুরুষের ভাগ্যি!" তারাদাদু মায়ের ঘরের সাম্‌নে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এইরকম বক্তৃতা সুরু ক'ল্লেন, দেখতে দেখতে বাড়ীর বিস্তর ছেলেমেয়ে সেখানে জমায়েৎ হ'ল। মা সেই সুযোগে ঠাকুরঘরে নিঃশব্দে ঢুকে আহ্নিকে মনোনিবেশ ক'ল্লেন। তারা দাদু একা আর কতক্ষণ ব'কবেন? ঠানদির ডাকাডাকি চীৎকারে অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড়বাজারের সেই খাবার মা আমাকে খেতে দিলেন না। কতক বিধু ঝিকে দিলেন,—বাকী,—বাড়ীর অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে বিধু ঝিকে দিয়ে বণ্টন করে দিলেন। কারণ, মাতালকে তিনি বড় ঘৃণা ক'র্ত্তেন। মাতালের ছোঁয়া জিনিষ তিনি নিজে তো স্পর্শ ক'র্ত্তেনই না, উপরন্তু আমাকেও গ্রহণ ক'র্ত্তে দিতেন না।

বাবা-মা পরামর্শ করে তারা দাদুকে ডেকে ব'ল্লেন "এ বিষয় আমরা

বিক্রী কর্ব্বারই সাব্যস্ত করেছি। হিসেবপত্র সমস্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন। কোথায় কার কাছে বিষয় বন্ধক আছে, কতটাকা আসল, কত সুদ ইত্যাদি যত শীঘ্র পারেন দেখিয়ে শুনিয়ে দিন!"

তারা দাদু যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন! খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকবার পর বাবাকে ব'ল্লেন—"এ বাড়ী বিক্রী হবে?"

বাবা ব'ল্লেন—"বিক্রী হবে না তো কি শুধু শুধু সুদ দিয়ে কিম্বা সুদ ফেলে রেখে, সুদে আসলে হক্—না—হক্ মহাজনের গর্ভে এতটা সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে আহাম্মক বোনে থাকৃব?"

তা। "তা বাবাজি—তা—তা—মা-মণি—জামাই বাবাজী কি বাড়ীটা রাখবেন না?"

বাবা। "আমি এ বাড়ী রেখে কি ক'র্ব্ব বলুন! আমার অত বড় পৈতৃকবাড়ী, এখনও তার দশ পনেরোটা ঘর খালি পড়ে আছে! এ বাড়ীতে মেরামত খরচা করে এটাকে বাসযোগ্য ক'র্ত্তে হ'লে—বিস্তর টাকা খরচ ক'র্ত্তে হবে। অত টাকা আমি কোথায় পাব বলুন!"

বাবার কথা শুনে তারা দাদু বুঝলেন,—এদিক দিয়ে বড় সুবিধে হবেনা। মাকে একদিন নিভৃতে বোঝাতে লাগলেন। বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে উপদেশ দিতে সুরু ক'ল্লেন, "লোকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে পৈতৃক ভিটে বজায় কর্ব্বার চেষ্টা করে। পৈতৃক সম্পত্তি বজায় থাকলে বাপঠাকুদ্দার নামও বজায় থাকে! তুই জামাই বাবুকে বেশ করে বুঝিয়ে বল্ মা,—পঞ্চাশ ষাটহাজার টাকার জন্যে এত বড় বিষয় সম্পত্তিটা নষ্ট করা কি উচিৎ?"

মা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তারা দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা দেনা শোধ দিয়ে বিষয় রক্ষা ক'র্ত্তে হবে? মা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "এত টাকা দেনা হ'ল কবে কাকা?"

একটু হেসে তারা দাদু রাঙ্গা চোখ দুটী মুদ্রিত করে ব'ল্লেন "দেনা কি দু'এক বৎসরে হয়েছে মা নীতু? বিশ বছর ধরে দেনা চলেছে। প্রথম দেনার পত্তন বড়মামী (অর্থাৎ আমার মার পিতামহী) করেন—শানুর (অর্থাৎ স্বর্গীয়া শান্তিময়ী দেবী, আমার বড়মাসীর) বিয়েতে

"বড়দি'র বিয়েতে কত টাকা দেনা করেছিলেন ঠাকুমা?"

"সে প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা হবে। আমার ঠিক মনে নেই।"

"এতটাকা খরচ হয়েছিল? বলেন কি কাকা? ভবানীপুরের গোকুল বাঁড়ুয্যে মশাই বড়লোক, ঠাকুদ্দার দূরসম্পর্কে শালা হ'তেন। ঠাকুদ্দা মর্ব্বার পর ঠাকুমা নিজে গিয়ে কেঁদে তাঁর হাতে পায়ে ধরেছিলেন,—সেই জন্যে শুনতে পাই তিনি বড়দি'র সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে এক পয়সা "পণ" নেননি? শুধু আমি কেন,—দেশশুদ্ধ লোক সবাই এ কথা জানে!"

তারাদাদু হট্‌বার পাত্র নন। একে বাগবাজারের প্রসিদ্ধ ঝানু "তারা ড্যাংগুলি"—(তারা গাঙ্গুলীকে সকলেই তারা ড্যাংগুলি বলে ডাক্‌তো,) তার উপর তিনি এটর্ণী রসিকমিত্রের মুহুরী (একরকম ডান হাত ব'ল্লেই চলে) আমার মার মত সরলপ্রকৃতি বিষয়বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকের দুটো সরল সত্য কথায় "ভড়কে" যাবার "ছেলেই" নন্ তিনি। মার কথা শুনে—খুব গর্ব্বের সঙ্গে ব'লে উঠলেন,—"আরে—

কে তোকে এ কথা ব'ল্লে যে ভবানীপুরের নামজাদা কঞ্জুস্—হাড়কিপ্‌টে গোকুল বাঁড়ুয্যে তোর বড়দিদির সঙ্গে বেটার বিয়ে দিয়ে এক পয়সা নেয়নি? কে বলে? কোন্ শালা এ কথা বলে? নগদ টাকা নেয়নি বটে,—কিন্তু দশ—দশ হাজার টাকার গয়না এই তাঁরাচাঁদ গাঙ্গুলী স্যাকরা ডেকে নিজের হাতে গড়িয়ে তোর বড়দিদির সোণার অঙ্গ হীরে জহরতে মুড়ে তবে গোকুল বাঁড়ুয্যের ভিটেতে পাঠিয়েছিল! বলি, তোরও তো তখন নেহাৎ অজ্ঞান অবস্থা নয়; তুইও তো তখন ৭।৮ বছরের মেয়ে! বরকনে বিদেয় হবার সময়—তোর বড়দিদি কি খালি গায়ে শাঁখা-রুলী-হাতে বরের সঙ্গে যাচ্ছিল দেখেছিলি?"

মা বল্লেন—"না তা দেখবো কেন? সোণা হীরে মুক্তো জড়োয়া গহনা বড়দি বিয়ের পরদিন ক'নে সেজে যাচ্ছিলেন,—দেশশুদ্ধ লোক সবাই দেখেছে, আর একবাক্যে সবাই গোকুল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের জয়-জয়কার করেছে! বিয়ের রাত্রে বড়দির শ্বশুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব গয়না পরিয়ে দিয়েছিলেন। বাপের বাড়ী থেকে—অর্থাৎ আমার ঠাকু'মার কাছ থেকে একজোড়া বালা, চারগাছা মল, কাণের গোটা দু'চার মাকড়ি বড়দি' পেয়েছিলেন।"

ঈষৎ রাগত হয়ে মার কথায় বাধা দিয়ে তারা দাদু ব'ল্লেন—"তুই যে আমায় অবাক্ করে দিলি. নীতু! তোদের তিন বোনের বিয়েতে টাকা খরচা হয়নি—তুই ব'লতে চাস? শান্তির বিয়ে, প্রীতির (অর্থাৎ আমার মেজ মাসীমা স্বর্গীয়া প্রীতিময়ী দেবীর) বিয়ে, তোর বিয়ে কি সব বিনি খরচে হয়েছিল?"

"যাক্ কাকা—ও সব কথায় কাজ নেই। বড়দি' মেজদি'—দুই দিদিই

আমার যখন বিয়ের দু'চার বছর না পেকতেই স্বর্গে গেছেন,—তখন তাঁদেব বিয়েব কথা তুলে তো কোন লাভ নেই—"

তাবাদাদু খুব মুরুব্বিয়ানা-চালে নিজেব "হেঁড়ে" মাথাটীতে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বল্‌তে লাগলেন—"হ্যাঁ—হক্‌ কথা ব'লতে হবে,—মেজাজ দেখিয়েছে বটে, তোব শ্বশুব শ্বাশুড়ী। অমন রূপবান, গুণবান, চবিত্রবান ছেলেব বিয়ে দিলে তোব সঙ্গে,—যাকে বলে "কাণাকড়ীটী" পর্য্যন্ত না নিয়ে!"

মা এ সব পুরোনো কথাব বাধা দিয়ে ব'ল্লেন—"ও সব বাজে কথায় আব কাজ কি কাকা? শুন্‌লেন তো—পঞ্চাশ ষাট হাজার দেবার সামর্থ্যও আমাব নেই,—আব থাক্‌লেও—অত টাকা দিয়ে পৈতৃক ভিটে বজায় রাখবাব ইচ্ছেও আমাব নেই!"

"তাহ'লে কি ক'র্ত্তে হবে বল্‌ মা! তোব এ ভিটে বেচে ফেলা মানে—আমাদেব এতগুলি প্রাণীকে পথে বসানো! এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব,—কাব কাছে আশ্রয় পাবো,—এই ভেবেই—এই কদিন আমার "হাড্‌ডি সাব" শবীব হয়েছে।"

বলেই তারাদাদু দস্তবমত হাউ হাউ কবে কাঁদতে সুরু কল্লেন। তাবা দাদুব কান্না শুনে—বাড়ীব যে যেখানে ছিল—একে একে সবাই সেখানে জমায়েৎ হ'ল। সবাই এক বাক্যে ব'ল্‌তে সুরু কল্লে—কাজটা আমাদেব (অর্থাৎ আমার বাবা-মাব) খুবই অন্যায! অনাথ গরীব কতকগুলো আশ্রিত লোককে পথে বসাবার জন্যে আমরা ইচ্ছে করেই এ বাড়ী বেচছি! নইলে—বাদুড়বাগানের বাজু বাঁড়ুয্যের ছেলে,—যার নিজেরই রোজগার মাস গেলে হাজাব হাজাব টাকা,—তাকে কিনা টাকাব অভাবে এমন একটা সম্পত্তি বিক্রী ক'র্ত্তে হয!

সপ্তরথীতে মাকে ঘিরে এমন বাক্যবাণ বর্ষণ ক'র্ত্তে সুরু কল্লেন,—যার জন্যে সত্য সত্যই মার প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল।

অগত্যা নিরুপায়ে মা ব'ল্লেন—"আচ্ছা—কেন সবাই মিলে এমন অনর্থক গণ্ডগোল ক'চ্ছ? উনি (অর্থাৎ আমার বাবা) এখানে এলে সকলে সক সঙ্গে বুঝিয়ে বলা যাক,—যদি কোন উপায়ে এ ভিটে রক্ষে হয়! আমারও যতদূর সাধ্য—আমি ব'ল্‌ব! আর আপনারাও যদি কিছু সুপরামর্শ—যুক্তি দিয়ে ওঁকে বুঝিয়ে বাড়ীখানা রাখবার চেষ্টা ক'র্ত্তে পারেন কর্ব্বেন! আমার নিজের হাতে টাকা থাকলে তো এ সব কথা ব'ল্‌তেই হ'ত না! কি ক'র্ব্ব— আমি যে নিরুপায়!"

মায়ের কথায় সবাই আশ্বস্ত হ'লেন। তারা' দাদু ব'ল্লেন "পরামর্শ দিতেও জানি, যুক্তিও আছে ঢের! কিন্তু—নেয় বা কে,—আর দিই বা কা'কে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের স্বর্গীয় কিশোরী মুখুয্যের ভিটে অর্থাৎ আমার মাতামহের ভদ্রাসন বাড়ী বিক্রী হ'লনা—বজায় রইলো। এটর্ণী-কুল ধুরন্ধর রসিক মিত্র মহাশয়ের কৌশলে এবং বাগবাজারের নামজাদা "খলিফা"—"তারা ড্যাংগুলি" অর্থাৎ তারাচাঁদ গাঙ্গুলী ওরফে আমার তারা দাদুর কূট বিষয়বুদ্ধিচাতুর্যে মামার বাড়ীর নামটা তখনকারমত কিছুকাল বজায় রইল। বাবা আমার নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ, বিষয়বুদ্ধির কোনো ধারই ধারতেন না! মা তথৈবচ। তার ওপর —মামার বাড়ীর ঐ বৃহৎ গোষ্ঠি দিনরাত্রি মাকে খোসামোদ কর্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে—যাতে মা পৈতৃক ভিটে বিক্রী ক'র্ত্তে রাজী না হন। খোসামোদে মা বশ হতেন না—এটা নিশ্চয়। কারণ,—সে সময় স্ত্রী-শিক্ষার তত রেওয়াজ না থাকলেও "লেখাপড়া-জানা-মেয়ে" বলে মার একটা বেশ সুনাম বা দুর্ণাম (যা' বলেন তাই) ছিল। সুতরাং মা

নেহাৎ "হাবা-গোবা" স্ত্রীলোকের মত লোক চিন্‌তে পার্ত্তেন না—বা মনোভাব বুঝতেন না—এমন নয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সকলে তাঁকে রাজরাণীর মত খাতীর বা যত্ন ক'র্চ্ছেন—তা' তিনি বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্ত্তেন। তিনি ভালরকমই জান্‌তেন যে তাঁর মুখের সামনে যাঁরা তাঁকে "তোমার মত ভাল—তোমার মত দয়াময়ী—তোমার মত উদার—তোমার মত মেজাজী পৃথিবীতে আর কোনো স্ত্রীলোক নেই" ব'লে উচ্চ প্রশংসা কর্চ্ছেন—তাঁরাই অসাক্ষাতে তাঁকে—"দেমাকে মট্‌ মট্‌ ক'চ্ছে—কুচুটে—ঝগড়াটে ইত্যাদি সার্টিফিকেট দিতেও তিলমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে মা তাঁর পৈতৃক ভিটে সম্বন্ধে এই সাব্যস্ত কর্ল্লেন,—"ঘর থেকে টাকা না বের করে যদি ভদ্রাসন বাড়ীটা থাকে—এবং এতগুলি অক্ষম পরাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পথে বসানো থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারা যায়,—তা'তে আর বাধা দিয়ে কাজ নেই। মামাবাড়ীর বিষয় খেয়ে আমার ছেলের বড়মানুষ হবার দরকার নেই!"

দরকার নেই তো দরকার নেই! মার মতেই বাবা মত দিলেন। বল্লেন—"হ্যাঁ—যা বলেছ। এ বিষয় উদ্ধার কর্ত্তে হ'লে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার দেনা পরিশোধ বাবদে না বার কল্লেও—পাঁচ-সাত হাজার মামলার বাবদে বার ক'র্ত্তেই হবে। শুধু তাই নয়—এর সঙ্গে অনেক আত্মীয়স্বজন—এমন কি দু'একজন এটর্ণি মুহুরীকে শ্রীঘর যেতে হবে—জালজোচ্চোরীর অপরাধে!"

আমার সাম্‌নে একথাটা চাপা দিতে মা বাবাকে ঈঙ্গিত ক'র্ল্লেন। কথাটা সে সময় চাপা পড়ে গেল বটে, কিন্তু বরাবর আমার কাছে চাপা

রইলো না। ভালমন্দ সকল রকমের লোক বাড়ীতেও থাকে—পাড়াতেও থাকে। বিশেষতঃ, পরচর্চ্চা যখন বাঙ্গালী জাতের সব চেয়ে বেশী প্রিয় এবং মুখরোচক জিনিষ,—তখন আমি মামার বাড়ীর বৈষয়িক কথাগুলো নিজে চেষ্টা করে জান্‌বার ইচ্ছে না ক'ল্লেও—অথবা সে সম্বন্ধে নিজে অনুসন্ধিৎসু হয়ে কা'কেও কিছু প্রশ্ন না কর্ল্লেও বাগবাজারে (শুধু বাগবাজারে কেন—ক'ল্‌কেতার সহরে) এমন লোকের অভাব ছিল না—যিনি আমাকে কাছে পেলেই ব'লতে এতটুকু ইতস্ততঃ ক'র্ত্তেন না যে—তোর বাবা এত বড় বিদ্বান—এত বড় একজন হাকিম—এত বড়লোক হয়েও এটর্ণি রসিক মিত্রের আর ঐ জোচ্চোর "তারা ড্যাংগুলির" পাল্লায় পড়ে গেল? তোর মা না হয় মেয়েমানুষ, জালজচ্চুরী বোঝেনা? তোর বাবাও কি এতটা মুক্ষু রে?" কেউ ব'ল্লেন—একবার আমার সঙ্গে যদি পরামর্শ করে—তা'হ'লে আমি সব জালজুচ্চুরী ধরিয়ে দিই!" কেউ ব'ল্লেন—উঃ—কিশোরী মুখুয্যের এতটা বিষয় পাঁচ ভূতে লুটে খেলে গা?" তিনকড়ি গোঁসাই দুর্গাচরণ ঘোষাল, প্রিয় দত্ত প্রভৃতি বাগবাজার-নিবাসী প্রবীণ ভদ্রলোকেরা শুন্‌লুম—দলবদ্ধ হয়ে বাবার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করে বলেছিলেন—যে, তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মামলায় সাক্ষ্যি দিতে প্রস্তুত আছেন! শুধু তাই নয়—অনেকে নিমন্ত্রণচ্ছলে মাকে তাঁদের বাড়ীতে আনিয়ে তারাদাদু এবং রসিক মিত্রের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করাবার জন্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বরাৎক্রমে বাবা-মা কিছুতেই মামলা ক'র্ত্তে রাজী হ'লেন না। মা উপরন্তু ব'ল্লেন—"পৈতৃক বিষয় আমি ষোলো আনাই ছেড়ে দিতে রাজী, তবু মকদ্দমা ক'র্ত্তে রাজী নই!" তিনকড়ি গোঁসাই এত চটে গেলেন

যে একদিন আমার সামনেই বলে ফেল্লেন—"তোর বাবা কি আর হাকিম? ও একটা হাঁদারাম,—গাধা গরু ব'ল্লেই চলে!"

জনশ্রুতি এই—আমার মাতামহের বাপ স্বর্গীয় কিশোরী মুখুয্যে মশাই—হঠাৎ একমাত্র পুত্রের (অর্থাৎ আমার মাতামহ স্বর্গীয় হরিমোহন মুখুয্যে মশাইয়ের) অকালমৃত্যুতে সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার মাতামহের পরম সুহৃদ (সে সময়) নূতন এটর্ণী রসিক মিত্রের ওপোর অর্পণ করেছিলেন। বৃদ্ধ পুত্রশোকে এমন আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়েছিলেন যে চোক চেয়ে একবার দেখ্‌তেন না—বিষয় আশয় নগদ টাকাকড়ি নিয়ে পরম বিশ্বাসী এটর্ণী মহাশয় এবং তাঁর মুহুরী—তারাচাঁদ গাঙ্গুলী কি সমস্ত কীর্ত্তি ক'চ্ছেন। বাঙ্গালী জাতকে—বিশেষতঃ এটর্ণীকে ষোলো আনা বিশ্বাস করে চক্ষু বুঁজে বসে থাকলে সচরাচর যা হ'য়ে থাকে—এ ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছিল। সুতরাং, বাবা ব'ল্লেন—"এর জন্য দুঃখ কর্ব্বার কোনো কারণ নেই!" কিশোরী মুখুয্যের মৃত্যুর পর একে একে তাঁর জায়গাজমি যেমন লাটে চ'ড়তে সুরু হ'ল—(নগদ টাকা, সে তো কর্পূরের মত কোন্ কালেই উপে গেছে—তাঁর কথা কয়েই দরকার নেই), গয়নাগাঁটী বন্ধকের জন্যে ঘরের বাহিরে গিয়ে ফিরে আর ঘরে ঢুকতে যেমন পথ পেলেনা—নতুন এটর্ণী—দরিদ্রসন্তান রসিক মিত্রের তেমনি সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে জায়গাজমী সাহেবী ফ্যাশানের বাড়ী, পরিবারের গা-ভরা গয়না, গাড়ীঘোড়া, বাগান, একে একে দেখা দিতে সুরু কল্লে! এই যে ক'ল্‌কেতার সহরে রসিক মিত্র মহাশয় একজন "টাকার কুমীর" ব'লে জনসমাজে পরিচিত, আদৃত এবং সম্মানিত—এ বিপুল অর্থ তিনি নিজের হাতে অতি অল্পদিনেই উপার্জ্জন করেছিলেন। শুন্‌তে পাই—

রসিক বাবুর বাপের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। কেদার মিত্র (রসিক মিত্রের বাপ) ঢাকা জেলার এক পল্লীগ্রাম থেকে একরকম নিঃসম্বলে প্রথমে ক'ল্‌কেতা সহরে প্রবেশ করেন। ভিক্ষে-শিক্ষে করে কোন-রকমে দু'তিন টাকা সংগ্রহ করে—তাই দিয়ে খানকতক গামছা কিনে রাস্তায় "ফেরি" করে বেড়াতেন—আর হাটখোলায় "দিগ্‌মী বাড়ী-উলির" খোলা ঘরের দাওয়ায় এসে রাত্রে শুয়ে থাক্‌তেন। স্থানাভাবে রসুই করে খেতে পাত্তেন না,—একটা ভাতের আড্ডায় প্রত্যহ পাঁচটী পয়সা নগদ দিয়ে এক বলা দুটী ভাত খেতেন আর রাত্রে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কী খেয়ে ঐ দাওয়ায় প'ড়ে থাক্‌তেন। "দিগ্‌মী বাড়াউলি" বয়েস-কালে খুব কড়া মেজাজের মেয়েমানুষ থাক্‌লেও এই প্রৌঢ়কালে প্রায় ৫৪।৫৫ বৎসর বয়েসে (স্ত্রীলোক বলে বার্দ্ধক্য সে বয়েসেও তার ওপোর রীতিমত আধিপত্য লাভ ক'র্ত্তে পারেনি) ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়ে মেজাজটা একটু নরম করে ফেলেছিলেন, প্রাণের ভেতর দয়ামায়া জিনিষ দুটোকে মাঝে মাঝে স্থান দিতেন। তাই গামছাওলা গরীবের ছেলেটী সস্তায় দুই একখানা ভাল গামছা বাড়ীউলীকে বিক্রী করে তাঁর প্রাণে একটু করুণা জাগিয়ে যখন প্রার্থনা কল্লে—"এই দাওয়ায় এক কোণে যদি আমাকে একটু স্থান দেন তাহ'লে গরীবের প্রাণটা রক্ষে হয়, আর আমি কিছু চাইনা মা ঠাক্‌রুণ",—তখন তিনি চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে এবং ধর্ম্মকর্ম্মের" খাতীরে—"না" ব'ল্‌তে পাল্লেন না। কেদার রাত্রিবাসের একটা আস্তানা পেয়ে একবারে যেন স্বর্গ হাতে পেলে। বাড়ীউলি দেখ্‌লে, বাঙ্গাল ছেলেটি বড় ভাল। মুখে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে ফাই-ফরমাজ খাটে, হাটবাজার করে দেয় নিজের ক্ষতি করেও। রাত্রে বাড়ী আস্‌বার

সময় বাড়ীউলির জন্যে ভক্তিভরে ফলটা পাকড়টা সন্দেশটা রসগোল্লাটা, কখনো বা এক আধ জোড়া কাপড় কিনে এনে উপহার দেয়! ক্রমে বাড়ীউলী ব'ল্লেন, "কেদার! হোটেলে নগদ পয়সা দিয়ে না খেয়ে এই দাওয়ার একপাশে,দুটো রেঁধে খেতেও তো পার!" কেদারের বাসস্থান ক্রমে পাকা হয়ে গেল! পুরোপুরী পাকা হ'ল সেইদিন,—যেদিন দিগ্‌মি-বাড়ীউলী মা শীতলার কৃপায় ভেদবমি রোগে হঠাৎ শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়লেন, আর সে রোগে অগত্যা শুশ্রূষার ভার প'ড়লো কেদার গামছা-ওলার ওপোর! সেইদিন থেকেই কেদারের বরাত ফিরে গেল। কালস্য কুটীলা গতিতে গামছাওলা কেদার খোলার দিগ্‌মীর ঘরের দাওয়ায় রান্না খাওয়া শোয়া ছেড়ে মা শীতলার দয়ায় আর দয়াময়ী বাড়ীউলির ইচ্ছায় তাঁর ঘরের অভ্যন্তরে স্থানলাভ করলেন। শুধু ঘরের ভেতর স্থান লাভ কি? প্রৌঢ়া বাড়ীউলি "দিগ্‌মীর" এখন থেকে যুবক গামছাওলা কেদারই হ'ল পাকা বাড়ীওলা! দিগ্‌মীর অল্পসল্প পুঁজিপাটায় কিছু তেজারতি কারবার ছিল। মাসে ২০।২৫৲ টাকা স্থদ তাতে উপার্জ্জন হ'ত! পাকা ব্যবসাদার কেদার মিত্র সেই ব্যবসাটাকে এমন্ "ফ্যালাও" করে তুল্‌লে যে বছরখানেকের মধ্যে দিগ্‌মীর মাসিক সুদের আয় প্রায় শতাবধি টাকা দাঁড়াল। পরামর্শ মন্ত্রণার দ্বারা কেদার দিগ্‌মী বাড়ী-উলিকে দিয়ে একখানা ছোটখাটো কাপড়ের দোকান বাগবাজারের বড় রাস্তার ওপোর খুলিয়ে দিয়ে খোলার বাড়ী বিক্রী করিয়ে তা'কে নিয়ে তুল্‌লে দস্তুরমত এক কোঠাবাড়ীতে। রাস্তার ধারে বড় ঘরটায় দোকান আর ভেতর দিকে দুটীতে ঘরসংসার পেতে প্রেমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে। হঠাৎ "দিগ্‌মী" বাড়ীউলির ঈশ্বরপ্রাপ্তি

হ'তেই—কেদার দোকানপাট কিছুদিনের মত লোক-দেখানো বন্ধ করে—দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেশস্থ একজন পরিচিত লোককে দোকানখানি বিক্রী করে এবং দিগ্‌মীর নগদ টাকাকড়ী গয়নাগাঁটী যা ছিল—সমস্ত আত্মসাৎ করে—দেশের বাড়ীঘরদোর মেরা-মত করে—আরো কিছু জায়গা-জমী বিষয়-আশয় কিনে—সপরিবারে ক'ল্‌কেতার ঐ বাগবাজারেই এসেই বসবাস ক'র্ত্তে সুরু কল্লে। দিগ্‌মী বর্ত্তমান থাক্‌তেই চতুর কেদার মিত্র মশাই বাড়ীউলিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার নামের তেজারতি কারবারটী নিজের নামে করে নিয়েছিলেন। সুতরাং এবার দেশ থেকে ফিরে এসে পূর্ব্বেকার কারবারটী চালাতে কেদার মিত্রকে কোন রকম বেগ পেতে হল না। "সুদী" কারবারে কেদার মিত্র মশাই গেরস্ত গরীব অভাবী লোকদের গলা কেটে রক্ত শোষণ করে (শুধু হাতে টাকায় দু'আনা পর্য্যন্ত সুদ নিয়ে, পাঁচশো টাকার সোণার গহনা রেখে মাত্র পঞ্চাশটী টাকা শতকরা দু'টাকা সুদে ধার দিয়ে) বড়মানুষি না করে—সচ্ছল গেরোস্ত হয়ে বেশ সুখে সচ্ছন্দে গুছিয়ে সংসার চালাচ্ছিলেন—কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন "কালের" তর্ সইলো না;—তিনি হঠাৎ একদিন তলব দিলেন, আর কেদার মিত্র তেজারতি ব্যবসা,—সুদ আদায়, মামলা করে ছোট আদালতে ঘুরে ফিরে অধমর্ণ লোকের নামে শমন, ওয়ারেণ্ট, পে-অ্যাটাচ্‌মেণ্ট অর্ডার ইত্যাদি আবশ্যকীয় মহাজনী কর্ম্ম,—নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করে অনন্তধামে যাত্রা ক'ল্লেন।

সেই কেদার মিত্রের ছেলে বাগবাজারের স্বনামধন্য রসিক মিত্র মহাশয়,—এটর্ণী—এট্‌—ল! রসিক ছেলেবেলা থেকেই খুব মেধাবী

এবং হিসেবী ছিলেন। বাগবাজারে বাস ক'ল্লেও বাপের উপদেশে তিনি কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা কর্ত্তেন না। রসিক মিত্র মন দিয়ে লেখা-পড়াও কর্ত্তেন এবং পাঠ্যাবস্থায় তেজারতি কারবারে সাহায্য কর্ত্তেন। কেদার মিত্র যখন দেহরক্ষা কল্লেন, রসিক মিত্র তখন বি, এ পাশ করে বছর তিনেক একজন এটর্ণীর আর্টিকেল হয়ে কাজ ক'চ্ছিলেন। বাপের মৃত্যুর পর রসিক তেজারতি কারবার চালাবার জন্যে এবং তা'তে উত্তরোত্তর উন্নতি কর্ব্বার আশায় কল্‌কেতার সহরের পয়সাওলা লোকেদের সঙ্গে যেচে সেধে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা কর্ত্তে সুরু কল্লেন। নিজে যথাসময়ে রসিক এটর্ণীশিপ পাশ করে—নিজে একটা ছোটো খাটো অফিস খুলে ভদ্রভাবে "ঢাল খাঁড়া" নিয়ে অবিচারে গৃহস্থ ধনী নির্ধনদের বলিদান দিতে জেঁকে ব'স্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইয়ার বন্ধুর সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়ে গেল। এই সকল বন্ধুদের কার্য্য ভদ্রলোকদের ছেলেদের ধ'রে ভুলিয়া ভুলিয়ে" "ভুজং" দিয়ে হ্যাণ্ডনোট কাটানো, সাবালক মাতৃ-পিতৃহীন কিশোর বা যুবকবৃন্দকে অথবা ছোট বড় সম্পত্তির ওয়ারিশনদের কুপথে নিয়ে গিয়ে—মদ বেশ্যায় উন্মত্ত করে বিষয় বন্ধক দেওয়ানো, কিম্বা সম্পত্তির মালিক অভিভাবকহীনা বিধবা (স্বামীপুত্র-হীনা) স্ত্রীলোকদের সন্ধান করা। এ সমস্ত কার্য্যের জন্যে রসিকের কাছ থেকে তা'রা মাসিক কিছু তো পেতোই, উপরন্তু টাকা দেওয়া-নেওয়ার সময় তাদের দালালীও দিতে হ'ত। রসিকের প্রথম "বলি"—তা'রই পল্লীবাসী মাণিক বসু নামে একটা উনিশ-কুড়ি বছরের নিরীহ ভালমানুষ ছোকরা। মাণিকের বাপ মা কেউ ছিল না,—অভিভাবকের মধ্যে এক জ্ঞাতি খুড়ো। মাণিকের বাপ সামান্য চাকরি ক'র্ত্তেন বটে কিন্তু খুব

মিতব্যয়ী ছিলেন ব'লে মর্ব্বার সময় মাণিকের জন্যে হাজার দুইতিন টাকা নগদ আর দু'খানা কোঠাবাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। একখানিতে মাণিক নববিবাহিতা পত্নী, ঐ জ্ঞাতি খুড়ো খুড়ী আর তার ছেলে মেয়ের সঙ্গে বাস ক'র্ত্ত,—অপর খানি ভাড়া দেওয়া ছিল। এতেই খুব কায়ক্লেশে মাণিকের সংসার চ'ল্‌তো। পাঁচজনকে সুপারিস্ ধরে অনেক কষ্টে মাণিক কোন এক সওদাগরী আফিসে কুড়ী টাকা বেতনের একটী চাকুরি যোগাড় করে নিয়েছিলেন। এই বাড়ীভাড়া মাইনেতে মাণিকের সংসার একরকম সচ্ছলেই চ'ল্‌ছিল। হঠাৎ কাল ক'ল্লে মাণিকলাল থিয়েটার দেখতে গিয়ে। সেখানে এক অভিনেত্রীকে দেখে মাণিকের মাথা বিগড়ে,গেল; মাণিক তার প্রেমে একেবারে উন্মত্ত হয়ে পোড়লো! ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে রসিকের প্রসাদ দাস দত্ত নামে এক সুবর্ণবণিক জাতীয় অনুচর মাণিকের প্রাণের বন্ধু হয়ে তার সঙ্গে জুটে পোড়লো। গোরাস্তোর ছেলে মাণিক হঠাৎ কাপ্তেন বাবু হয়ে বাগবাজার থেকে বেরিয়ে পোড়লেন। মাণিকের টাকার ভাবনা কি—রসিক মিত্তির এটর্ণী যখন তার সহায়? মাণিক আফিস কামাই-করে সমস্তক্ষণ (অবশ্য দিনের বেলায়) রসিক বাবুর বাড়ীতে কিম্বা অফিসে বসে থাকৃত—কখনো কখনো রসিকবাবুর বাড়ীতেই আহারাদি ক'র্ত্ত, সন্ধ্যা না হ'তেই রসিক বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহিত এক "টম্ টমে" চড়ে "ফুল বাবুটী" সেজে মাণিক কুপল্লীতে হাওয়া ভক্ষণ ক'তে বেরোন, সঙ্গে থাকেন রসিকেরই পার্শ্বচর। তারপর—যা হয় ঠিক তাই হ'ল! তিনমাসের মধ্যে মাণিকের বাড়ী দু'খানি রসিক মিত্রের সম্পত্তিভুক্ত হ'ল —আর একদিন সকালে মাণিক তার বৈঠকখানায় "আর্সেনিক" নামে

তীব্র বিষের সাহায্যে নশ্বর সংসারের মায়া পরিত্যাগ করে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হোলো।

পূর্ব্বেই বলেছি, রসিক মিত্র মশাই আমার মাতামহের সোদরতুল্য বন্ধু ছিলেন। শুন্‌তে পাই,—মাতামহ যে সরিকানি মামলায় নিযুক্ত হয়ে বিস্তর টাকা নষ্ট করেছিলেন,—এই রসিক মিত্রই তার মূল! আর একটা মহৎ গুণ ছিল রসিক মিত্রের, (বয়স হ'লে লক্ষ করে দেখেছি—চোরজোচ্চোর যারা হয়, তাদের সে গুণটি যেন ঈশ্বরের দান) বড় মিষ্টিভাষী তিনি! কথাবার্ত্তা, মৌখিক আদর-আপ্যায়ন, শিষ্টতা ভদ্রতায় কেউ ঘুর্ণাক্ষরে বুঝতে পাত্ত না যে, এই ব্যক্তির পেটে পেটে এমন শয়তানি বুদ্ধি থাক্‌তে পারে। এই নির্ঘাৎ গুণে তিনি আমার মাতা-মহের পিতাকে অর্থাৎ কিশোরী মুখুয্যে মশাইকে এমন বশ করেছিলেন যে পুত্রশোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রসিক মিত্রকেই তাঁর মৃতপুত্র বিবেচনায় সান্ত্বনা লাভ ক'ল্লেন এবং অবশেষে এই এটর্ণী "রসিককে" এবং তাঁরই অন্নভোজী তারাচাঁদ গাঙ্গুলীকে অকপটে বিশ্বাস করে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার এই তু'জনের প্রতি অর্পণ করে নিশ্চিন্ত রইলেন। তার পরিণাম যা হবার তা পাঠকবর্গে পূর্ব্ব পরিচ্ছদে জান্‌তে পেরেছেন এবং আরও আভ্যন্তরিক ব্যাপার আমি বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে শুন্‌তে পেয়ে বুঝলুম—"দুনিয়া অকপট বিশ্বাসের স্থান নয়!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মামার বাড়ীতে পুরাকালে, শুনতে পাই,—দোলদুর্গোৎসবাদি বারো মাসে তের পার্ব্বণই খুব "ধুমধামে" সম্পন্ন হ'ত। ক্রমে যেমন মা কমলার কৃপাদৃষ্টি ক্ষীণ হ'তে সুরু হল,—যেমন কর্ত্তা ব্যক্তিরা একে একে পৃথিবী থেকে স্বর্গে যেতে লাগলেন,—সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে পালপার্ব্বণ ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ হতে সুরু হ'ল। কেবল নানা দুঃখকষ্ট শোকতাপের মাঝেও মার পিতামহী অর্থাৎ বড় গিন্নী—অন্নপূর্ণা পূজোটী সাধ্যমত বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মাতামহী "নমো-নমো' করে কোন মতে শ্বাশুড়ীর আদেশ পালনের জন্যে অন্নপূর্ণা পূজাটী ক'র্ত্তেন। কিন্তু এ বৎসর মাতামহীর অবর্ত্তমানে পূজো করে কে? আর কার জন্যই বা পূজো হবে? সকলে মাকে ধরে ব'ললো—"তুমি যখন বাড়ীর মালিক, তখন এ বছর তোমাকে ঘটা করে পূজা ক'র্ত্তেই হবে।"

মা হেসে বল্লেন—"আমি ঘটা করে পূজো ক'র্ব্ব কেন? আমি কি বাপের বাড়ীতে বাস ক'র্ত্তে এসেছি যে আমি ঘটা করে পূজো ক'র্ব্ব? আর পূজো যে কর্ব্ব, পয়সা পাব কোথায়?"

মার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনেও সকলে ব'লতে লাগলো—"তা—এতে দোষ কি? বাপের বাড়ী তো পরের বাড়ী নয়। হাজার হোক্ একশো বছরের পূজো,—এটা কি বন্ধ করা ভাল?"

মা দেখ্‌লেন—এদের সঙ্গে তর্ক করে যখন বুঝিয়ে উঠতে পারা যাবে না,—তখন এ ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে কোনো কথা না কওয়াই ভাল। তিনি কারুর কোন কথায় (অবশ্য এই পূজো সম্বন্ধে) কাণই দিলেন না। যে যা ব'ল্লেন,—কেবল শুনেই যেতে লাগলেন! পূজোর দিন আষ্টেক আগে থেকে মামার বাড়ীতে—পাড়াতে খুব সাড়া পড়ে গেল—"এবার মুখুয্যে বাড়ীতে খুব ধুমের অন্নপূর্ণো পূজো!" তারা'দাদু সকাল বেলা "উবু" হ'য়ে ঠাকুর দালানের রোয়াকে বসে—গড়গাড়ীতে হাত খানেক লম্বা কাঠের নল লাগিয়ে তামাক টানতে টানতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে লাগলেন,—"একশো বছরের পূজো,—মা অন্নপূন্নোর পূজো,—এই কিশোরী মুখুয্যের ভিটেয় হবে না ব'ল্লেই হবেনা! হু! একি বন্ধ হবার যো আছে—যতক্ষণ তারা গাঙ্গুলী উঠে নেড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছেন!" ব'লেই গুড়গুড়ির নলে এক বিষম সুখটান্—সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় সধুম কাশি এবং শ্লেষ্মা উদ্গীরণ এবং যেখানে বসে ধুমপান আর নানা রকমের আস্ফালন এবং আত্মশক্তি বিবরণ,—সেইখানে সেই রোয়াকের উপরেই শ্লেষ্মাপূর্ণ নিষ্ঠীবনের নরক সৃজন। সেই সময় কেউ যদি এসে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে

"এ বছর কি মাকে আনা হবে ?" ব্যাস্—আর যায় কোথা ? কোন রকমে কাশি-শ্লেষ্মার টালটা সাম্‌লে নিয়ে দিগুণ—ত্রিগুণ—চতুর্গুণ উৎসাহে তারা দাদু আরম্ভ ক'ল্লেন—হ'বে না ! একশো বছর ধরে এই ভিটেতে মা আসছেন। এই ভাঙ্গা ইট বার করা সাত পুরুষে দালানে মা অন্নপূর্ণা যুগযুগান্তর ধরে আসছেন—আজ আবার নূতন করে আসবেন কি ? এতো পীঠস্থান—এটাতো সাক্ষাৎ কাশীধাম—অন্নপূর্ণার মন্দির ! হুঁঃ—বলে মাকে আনা হবে ? এ কথা কি আবার জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে হয় ?"

শুধু বারবাড়ীতেই গলাবাজী করে তারা দাদু ক্ষান্ত হ'লেন না ! অন্দরমহলে মার কাছে গিয়ে আরম্ভ কল্লেন—তোর বাপ মার আশীর্ব্বাদের জোরে তোর এই দীনহীন কাকাটী সব ক'র্ত্তে পারে,—জান্‌লি মা নীতু !"

মার দৃঢ়সঙ্কল্প,—কোন কথার উত্তর দেবেন না,—অন্ততঃ অন্নপূর্ণার পূজোর দিন পর্য্যন্ত !

"তোর মত মা লক্ষ্মী যেখানে অমন রাজার মত জামাই যে বাড়ীর, সে বাড়ীতে পূজো হবে না,—এও কি একটা কথা ?"

সত্যসত্যই অন্নপূর্ণা পূজোর রীতিমত আয়োজন দেখতে পাওয়া গেল। ঠাকুর দালান মেরামত হ'ল, পূজোর তিন দিন আগে বেশ বড় প্রতিমা এল ! ঢাকঢোল কাঁশীর আওয়াজে বাড়ী সরগরম হ'ল, পল্লী পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো ! সকলেই অবাক্। খরচটা ক'চ্ছে কে ? তারা দাদুর কি মেজাজ খুলে গেল যে দিদিমা মর্ব্বার পরই একেবারে মামার বাড়ীতে ধুম ধাক্কা লাগিয়ে দিলেন ? দেখে শুনে মা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন !

তারা দাদু পুজোর আগের দিন সন্ধ্যের সময় অভ্যাস মত রং চড়িয়ে মার কাছে এসে ব'ল্লেন,—"দেখ্‌লি মা নীতু—দেখ্‌লি,—তোর এই কাকাটীর ভক্তির জোরটা কি রকম! বল্ সত্যি করে বল্—এই তারা গাঙ্গুলী না পারে কি? ব্যস্—আর ভাবনা কি মা! এইবার প্রাণ ভরে আমোদ কর,—মায়ের পূজো কর্! খরচের জন্যে কিছু ভাবিস্‌নে মা। এখনও, বাজার হাট করে—চার পাঁচশো টাকা এই তোর কাকার ট্যাঁকে—হুঁ—হুঁ। পূজো হবে না?"

এইবার মা কথা কয়ে ফেল্লেন। ব'ল্লেন—তা—ব'লছিলুম কি কাকা,—পূজো ক'চ্ছেন,—গেরোস্তো গরীবের মত নমো নমো করে—আমার মা যেমন ক'র্ত্তেন ইদানীং সেই রকম করে কর্ল্লেই হ'ত। অনর্থক এতটা টাকা বাজে নষ্ট করে লাভ কি?"

একে রং চড়ানো আছে,—তার ওপোর মার এই কথায় তারা দাদুর রং আরও যেন ঘোরালো হয়ে উঠ্‌লো। রান্নাঘরের ভিতর মা বসেছিলেন। তিনি ছিলেন চৌকাটের বাইরে! চৌকাটের দুয়ারে দুহাতে ভর দিয়ে ঈষৎ রান্নাঘরের ভিতর মুখটা প্রবেশ করিয়ে তারা গাঙ্গুলি গর্ব্বভরে ব'লতে লাগলেন—"তোর মতন মা আর বাবাজির মত বাবা,—আমাদের পূজোর টাকার ভাবনা কিরে বেটী? হ্যাঁ—ব'লতে হবে মা,—হক্ কথা ব'লতে হবে! মেজাজ বটে! বেঁচে থাক্ প্রাতবাক্যে—বেঁচে থাক্ বাবাজি! আরে তুই আমার গরভোধারিণী—আর তোর এই খোকা—উঃ—কি ব'লব মা,—আনন্দে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে"—বলেই তারা দাদু কাঁদতে সুরু ক'ল্লেন।

"যান্—কাকা—বারবাড়ীতে যান্—কাজকর্ম্মের দিনে এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট ক'র্ব্বেন না—"বলেই মা মুখ ফিরিয়ে বামুন ঠাকুরুণের সঙ্গে রান্নার সম্বন্ধে কথা কইতে মনোযোগ দিলেন।

আমি তারা দাদুর রকম দেখ্ছিলুম—ঠিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। আমায় হাতের কাছে পেয়েই—আবার একেবারে ভাবে গদ্‌গদ্ হয়ে দু'হাতে আমাকে বুকের কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে আরম্ভ কল্লেন—"আর—এই—এই তোর ছেলে—তোর এই খোকা—দেখিস্ দিকি নীতু—এই ব'লে রাখ্‌ছি—এ ছেলে তোর রাজা হবে—হবেই হবে! যদি না হয় তো আমায় বাপেই জন্ম দেয়নি! কিরে শালা—হুঁ—হুঁ—শালা তোর বাপ দিয়েছে হাজার—যাক্—নাঃ—বারণ করে দেছে—নাঃ—"

আমাকে মাতালের কবলিত দেখে মা একেবারে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে চীৎকার করে আমাকে ব'ল্লেন—"হ্যাঁরে—অ মুখপোড়া—হতচ্ছাড়া—পাজী নচ্ছার,—বিকেল থেকে ডেকে ডেকে মচ্ছি—কোন্ চুলোয় ছিলি বল্‌তো!"

মার গর্জ্জন শুনে—তারা দাদু ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে আপনা আপনি ব'লতে ব'লতে গেলেন—"বেটীর সব ভাল। কেবল রাগটা একটু বেশী—"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম—মা হঠাৎ এতটা আমার ওপোর ঝাল ঝাড়ছেন কেন? আমি কোনো কথা না ক'য়ে আস্তে আস্তে মার কাছে গিয়ে বল্লুম—"আমাকে কখন তুমি ডাক্‌লে মা?"

"বিশ পঁচিশ বার তোকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি—তুই এমন আহ্লাদে মেতে আছিস্ যে আমার কথা তোর কাণেই পৌছয়নি! এমন অবাধ্য

হও যদি—তা হ'লে পূজো হয়ে গেলেই পরশু তুমি বাড়ী যাও! যাঃ—সটান ওপোরে চলে যা, আর বারবাড়ীতে যেতে হবে না! এখনি আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি—খেয়ে দেয়ে—"

হঠাৎ কথার মাঝখানে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে মা রান্না-ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়লেন! পেছনে ফিরে দেখি—কাছারির পোষাক-আঁটা বাবা দাঁড়িয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন! আমাকে কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে ব'ল্‌তে লাগলেন—"খুব জ্বালাতন ক'চ্ছিস্‌ বুঝি?"

আমি কথাটা না ক'য়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাবা আস্‌তেই বাড়ীশুদ্ধ মেয়েছেলে স্ত্রীপুরুষ যে যেখানে ছিল—একেবারে সকলেই সেই রান্নাবাড়ীর দালানে জমায়েৎ হয়ে খাতির ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে! "ওরে—বৈঠকখানার হলঘর খুলে দে—" "না—না—ওপোরের ঘরে একেবারে নিয়ে যা—" "ওরে আলোটা ধরনা"—"এস—জামাই বাবু—এ রান্নাবাড়ীর ধোঁয়ার কেন?"—"আঃ কি জ্বালা গা—ওরে একখানা চেয়ার না হয় এখানেই এনে দেনা!"

চাদ্দিক থেকে সকলে যার যা ইচ্ছে তাই বলে চেঁচাতে সুরু করে দিলে!

বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন—"এসেছি তো প্রায় আধ ঘণ্টার ওপোর! বাইরের বৈঠকখানায় বসে এতক্ষণ কাটালুম, একটা চেনা মূর্ত্তি তো নজরে ঠেক্‌লো না! এত বড় কর্ম্মবাড়ী—কে কার মাথা খায়, কিন্তু কর্ত্তাব্যক্তি বা বাড়ীর কোনো ছেলেপুলে কা'কেও তো দেখ্‌তে

পেলুম না! কাজেই সটান বাড়ীর ভেতর—রান্নাবাড়ীতেই চলে এলুম—দেখি যদি চেনা লোক কাকেও দেখতে পাই—"

চিরগম্ভীর বাবার রসিকতায় আবালবৃদ্ধবনিতা এক সঙ্গে একটা বিকট হাসির রোল তুলে দিলে! সকলে আবাহন করে বাবাকে (সেই সঙ্গে) আমাকে ওপোরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বাবা আমাকে ব'ল্লেন—"যা দিকি—ওকে একবার ডেকে আন দিকি! একটা কথা বলে যাই—রাত্রি হয়ে গেছে—এখনি বাড়ী ফিরতে হবে—"

আমি মাকে ডাকৃতে যাচ্ছি—আমাকে বাধা দিয়ে বড় মামীমা বল্লেন—"ঠাকুরঝি আসছে! তা—তুমি কি এখনি যাবে নাকি ঠাকুর জামাই? ওমা—তাও কি হয়?" একটা শেয়াল ডাকলে যেমন গাঁ শুদ্ধ শেয়াল "ক্যা—ক্যা হুয়া" করে চীৎকার ক'র্ত্তে সুরু করে, বড়মামীর ঐ কথায় সমবেতা নারীমণ্ডলী সকলেই চীৎকার করে বলে উঠলো—"তাও কি হয়! আজ রাত্রে কি যাওয়া হতে পারে? আজ কি,—কাল পূজো—পোরশু বিজয়া,—সেই তোরশু ছেড়ে দোবো!"

এই যখন অবস্থা—তখন চরম ক'র্ত্তে তারাদাদু সপুত্র সেখানে ব্যস্তভাবে উপস্থিত হল!

"এই যে বাবাজী! কতক্ষণ? বড়মামা ব'ল্লেন—"একি? এখনও কাছারির পোষাক ছাড়নি যে?" মেজমামা সেজমামা এমন কি দেসো মামাটী পর্য্যন্ত বাবার অঙ্গ স্পর্শ করে কাছারির পোষাক মায় জুতো পর্য্যন্ত খুলে দিতে অগ্রসর হ'লেন। বাবা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লেন—"এরকম বাড়াবাড়ী কল্লে—আমি এখনি এখান থেকে চলে যাব!"

তারা দাহু ব'ল্লেন—"আচ্ছা—আচ্ছা—থাক্—থাক্—তুমি একটু বিশ্রাম করো! আরে—বাবাজী যাবেন কি করে? যজ্ঞেশ্বর না থাকলে যজ্ঞ হবে কি করে?" ইত্যাদি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তারাদাহু, মামীরা, মেয়েছেলে যারা সব ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন একে একে সকলেই প্রস্থান কর্‌লেন। আমরা দু'জনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লুম—"তুমি আজই চলে যাবে বাবা?"

বাবা হেসে বল্লেন—"যাবো না তো কি তোর মামার বাড়ীতে থাক্‌বো?"

"থাকোনা বাবা! কাল পূজো দেখে—রাত্রে মামাদের থিয়েটার দেখে, পোরশু ভাসান দেখে যাবে—"

"দূর বেটা—"বলে আমার গালে একটি মৃদু করাঘাত করে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তোরা যাবি কবে?"

"সেই—বোশেখ মাসে—"

"তুইও অ্যাদ্দিন থাকবি? বেশ মজায় আছিস্ না? খাচ্ছিস্—দাচ্ছিস্—ওকে জ্বালাতন ক'চ্ছিস্—পড়তে শুন্‌তে হচ্ছেনা—"

মা ঘরে ঢুকেই ব'ল্লেন—"তা আর ব'ল্‌তে? যাক্—আর দুটো দিন বইতো নয়! ভাসানের পরদিন ওকে পাঠিয়ে দোবো—"

আমি কাতর ভাবে বল্লুম—"আমি তোমার সঙ্গে যাব মা! আমার স্কুল খুল্‌তে কুড়ি বাইশ এখনও দিন দেরী!"

বাবা বল্লেন—"না—না! এতদিন থাক্‌লে তোর দাদাবাবু রাগ ক'র্বেন! এই তো কতদিন এখানে কাটালি—আর তোর মাও তো বোশেখ মাস প'ড়তেই যাবে।"

মা ব'ল্লেন—"আমি মাসের শেষাশেষি যাব! তা যাক্ সে কথা—তুমি কোর্ট থেকে বরাবর এলে? বাড়ী হয়ে এলেনা কেন?"

"এসেছিলুম—বাগবাজারে নলিনীর জন্যে একটী পাত্র দেখা হয়েছে সেই সম্বন্ধে একটু কথাবার্ত্তা কইতে! তা বল্‌ছিলুম কি—হঠাৎ তোমার এ খেয়াল গেল কেন?"

মা বিস্মিতা হয়ে ব'ল্লেন—"কি খেয়াল?"

"হঠাৎ বলা নেই কহা নেই ধুমধাম করে—একরাশ টাকা খরচ করে মা মর্ত্তে না মর্ত্তেই ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজো করা কেন?"

"আমার ভারি বয়ে গেছে কিনা—যে, আমি বাপের বাড়ীতে মা মর্ব্বার একমাস পরই ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজো ক'র্ত্তে যাব! আর টাকা তো আমার হাতে ঝল ঝণ ক'চ্ছে!"

বাবা ঈষৎ দুঃখিত হয়ে ব'ল্লেন—"এই বোশেখ মাসেই নলিনীর বিয়ে—তোমার তো কিছু দিতে হবে—অন্ততঃ দু'চারখানা গয়না তুমি না দিলে তো ভালো দেখায় না! নইলে—আমাদের যে বাড়ী আর আমার তোমার ওপোর সবাই যে রকম সদয়—!"

মা আরও বিস্মিতা হয়ে ব'ল্লেন—"তা—এখানকার পূজোর সঙ্গে ওকথা ব'লছ কেন? এখানে কি আমি টাকা খরচ ক'চ্ছি যে, তুমি এত কথা কইছ!"

"বলি—আমার কাছে থেকে তো আটশো টাকা নিলে পূজোয় খরচ কর্ত্তে—"

মা একবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে প'ড়লেন! কিছুক্ষণ বাবার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লেন—"সে কি? আটশো টাকা? আমি নিলুম? কবে?"

"কেন? তোমার তারাচাঁদ কাকা দিন আষ্টেক আগে নিয়ে এলেন!"

মা একরকম চীৎকার করে ব'ল্লেন—"অ্যা—সে কি? কাকা—"

বাবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ সামনে তারাচাঁদ ড্যাংগুলি দন্তপাটি বিস্তার করে ঘরের বাইরে থেকে ব'ল্লেন—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবাজি আমার সাক্ষাৎ সদাশিব আর তুমি বেটি তো সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! টাকা আন্‌বো না? তোর নাম করে টাকা চাইবো না রে বেটি? বৌদি মর্ব্বার পর এ পূজোটা যদি ঘটা করে না করা হয় তা'হলে তোর বড় ঘরে শ্বশুরবাড়ীর—আমার এমন রাজা জামাইয়ের—তোর মত মা লক্ষ্মীর যে দুর্ণাম হবে—"

বাবা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন—"আপনি ব'ল্লেন যে আপনার ভাই-ঝির একান্ত অনুরোধ!"

"অবিশ্যি বলিছি—নিশ্চয়ই বলিছি? একথা যে অমান্যি হয়—সে যেন শত বেটার মাথা খায়—তার যেন বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকে! তোমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নোবো—এ আর বেশী কথা কি বাবাজি? তোমার টাকাও যা—আমার ঐ মা লক্ষ্মীর টাকাও তাই! বলুক—বলুক—ঐ আমার মা বেটী—ওর মনে মনে ভারি ইচ্ছে হয়েছিল কিনা—যে এ বছরের পূজোটা ঘটা করে হয়"—

অবগুণ্ঠনে আবৃতা হয়ে ক্রোধে কম্পানিত কলেবরে মা ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ব'ল্‌তে লাগলেন—"কক্ষনো না—কক্ষনো না! আমি কাঙ্গালগরীবের মেয়ে! আমার বাপ মা যত দীন-দুঃখীই হোন্—তাঁরা পরের টাকায় কখনো দৃক্‌পাত ক'র্ত্তেন

না! আমার বাপের বাড়ীতে ঘটা করে পূজো হবে—আমার বাপমার নাম জাহির হবে—আমার শ্বশুরবাড়ীর টাকায়? ছি—ছি—কাকা! আপনি কি? ছিঃ! আমায় গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ত্তে ইচ্ছে ক'চ্ছে!"

মার কাছে গিয়ে দেখি মা দালানে বসে রীতিমত কাঁদ্‌তে সুরু করেছেন। বাবাও অপ্রস্তুত—তারাদাদুর তো মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেছে! এমন সময় কোথা থেকে ঠান্‌দিদি (তারাদাদুর স্ত্রী) একবারে উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করে জামায়ের (অর্থাৎ আমার বাবার) সামনেই তারা দাদুকে এক ধাক্কা মেরে ব'লতে লাগলেন—"তুমি মর্ব্বে কবে? যম তোমায় কবে নেবে? এতটুকু মানইজ্জৎ কি তোমার কিছু নেই?"

তারাদাদু স্ত্রীর হাতের সজোর ধাক্কা খেয়ে দেয়াল ধরে কোন গতিকে তাল সাম্‌লে আম্‌তা আম্‌তা করে ব'লতে লাগলেন—"তা—তা—আমোদ ক'র্ত্তে গিয়ে—আপনার জনের কাছ থেকে টাকা এনে যে এতটা বিপত্তি ঘট্‌বে—তা—তা বাবাজি—বাকি যে কটা টাকা আছে"—

ঠান্‌দি হুঙ্কার দিয়ে ব'ল্লেন—"দাও এখুনি—এখুনি—ওদের নাকের ওপোর যে ক'টা টাকা আছে ফেলে দিয়ে জামাই বাবুকে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে ওর কাছে দেন্‌দার হয়ে টাকাটা একমাসের ভেতর শোধ করে দাও। পূজো হবে না কেন? এ ভিটেতে একশো বছর পূজো হয়েছে কি জামাই বাবুর টাকা নিয়ে?"

বাবা গম্ভীর হয়ে ব'ল্লেন—"আপনি অন্যায় রাগ কচ্ছেন খুড়ীমা! আমি তো কিছু বলিনি!"

ঠান্‌দি সেই রকম চড়া সুরে ব'লতে লাগলেন—"তুমি নিজে না বল বাবা, তোমার ইস্ত্রী তো বেশ দশ কথা ব'ল্‌লেন—তা তো শুন্‌লে—"

মা দুঃখ কান্না সমস্ত চাপা দিয়ে নিজমূর্ত্তি ধারণ করে—লজ্জাসরম ত্যাগ করে গলা ছেড়ে দালান থেকে ব'ল্লেন—"মাত্রা ছাড়িয়ে যেওনা খুড়ীমা! দশ কথা আমার বিলক্ষণ বল্‌বার আছে—শুধু গুরুজন বলে কিছু বলিনি! ওপোর দিকে থুথু ফেল্লে নিজের গায়ে লাগবে বলেই চুপ করে সয়ে কেবল নিজের লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই মাথা খুড়ছিলুম! কাকাবাবু যে কাজ করেছেন, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকৃতো—ত'হ'লে ঘরের ভেতর মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকৃতে—জামায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অমন ইতরোমি ক'ত্তে না! যাও—কর্ত্তাকে নিয়ে যে যার জায়গায় যাও—আর গণ্ডগোল কোরোনা! নইলে—মান থাকবে না বলে দিচ্ছি!" বলেই মা আমাকে নিয়ে রান্নাবাড়ীতে চলে গেলেন। আমি রান্নাঘরে মাকে পৌঁছে দিয়ে—ছুটে ওপোরে গিয়ে দেখি—বাবা ঘরে নেই! শুনলুম—তিনি বাড়ী চলে গেছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মামার বাড়ীর একশো বছরের অন্নপূর্ণা পূজোর ব্যাপারে এ বছর যে কাণ্ডটী ঘোটলো এবং বাগবাজারের খলিফা তারা ভ্যাংগুলি মশাই যে কাণ্ডটি ঘটালেন,—শুধু পূজোর আগের দিন সন্ধ্যা বেলায় আমার মামার বাড়ীতে নয়,—এ ধাক্কা আমার পৈতৃক ভিটে বাদুড়বাগানে পর্য্যন্ত আমাদের অথাৎ আমার বাবা, মা এবং আমাকে সাম্‌লাতে হয়েছিল। বাবা হঠাৎ সন্ধ্যের পর এই সমস্ত গোলমাল দেখে শুনে মামার বাড়ী থেকে চলে গেলেন। বাবা চলে যাবার পরই বাড়ীশুদ্ধ লোক এসে আমার মাকে খোসা-মোদ ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লেন। ঠান্‌দি গলায় বস্ত্র দিয়ে হাতজোড় করে—এমন কি হাঁটু গেড়ে পর্য্যন্ত মার কাছে কাঁদাকাটি করে ব'ল্‌তে লাগলেন—"পোড়া বুদ্ধির দোষে কি ব'ল্‌তে কি বলে ফেলেছি মা—আমায় মাপ করো,—তুমি আমার পেটের মেয়ের বাড়া।

তোমার মনে দুঃখ দিলে আমার ইহকাল পরকাল সব যাবে মা” ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা দাদু তো নিজের গালে মুখে চড়িয়ে কেঁদেই অস্থির। মার দুটী হাতে ধরে,—(ভাবের চোটে কখনো পায়ে হাত দিতে যান) সেই মামুলী কাঁদুনী গাইতে সুরু ক’ল্লেন। নিজের বুদ্ধির দোষে যে কাণ্ড করেছেন—(অবশ্য যদিও সেটা বিশেষ এমন কিছু দোষের নয়)—তার জন্যে তাঁর প্রাণে কি ব্যথা বেজেছে—তা যদি মা আমার স্বচক্ষে দেখতে চান—তাহ’লে এখুনি তারা দাদু বুক চিরে দেখিয়ে দিতে পারেন। মামাদের মামীদের, সম্পর্কীয় মাসীদের, মাসতুতো ভায়েদের,—মোট কথা, মামার বাড়ীর যে যেখানে ছিলেন,—সকলকার সে রাত্রে—পূজোর উদ্যোগ আয়োজনে যোগদান করা ছেড়ে, প্রধান কার্য্য হোলো—আমার মাকে তুষ্ট করা। মা প্রথমটা নির্ব্বাক হয়ে রান্নাবাড়ীর দালানে একধারে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। বোধ হয় লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে, দুঃখে—তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কারুর কোনো কথায় উত্তর না দিয়ে মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলেন। সকলকার (মৌখিক) কাতর অনুরোধে বাহ্যিক ধৈর্য্য ধরে ব’ল্লেন—যাক্—আর এ কথায় কাজ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। কারুর দোষ নেই—সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। নইলে—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ এমন ধারাটা ঘটবেই বা কেন।” মা লোক-দেখানো অন্নপূর্ণা পূজোর উৎসবে যোগদান কল্লেন না। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম কেন—তা বলি। পূজোর আগের

দিন বাবা মামার বাড়ীতে আস্‌তে—তারা দাদুর ব্যাপার এবং কাণ্ডকারখানা শুনে মা যে রকম চটেছিলেন—তাতে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল—যে, মা পূজোর দিন সকালেই আমাকে হুকুম ক'র্ব্বেন—"যা এখুনি বাড়ী চলে যা।" মাকে তো আমি চিনি! আছেন তো বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে আছেন,—আবদার করে যখন যা ব'লছি যেটা—চাইছি—ন্যায়মত তাই ক'চ্ছেন। তাই দিচ্ছেন। একবার যদি মেজাজ বিগড়ে যায়, একবার যদি গো ধরে বসেন,—এটা হবেনা,—তখন কার সাধ্য তা থেকে তাঁকে অন্যমত করায়? সত্যি কথা ব'লতে কি,—আমার পিতামহ যত বড়-লোকই হোন্,—বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, দেশের লোক তাঁকে যতই ভয় করুন, আমি কিন্তু—কখনো তাঁকে ভয় ক'র্ত্তুম না। আর বাবাকে? বাবাকে আমি ভয়তো কর্ত্তুমই না,—উপরন্তু, এত জ্বালাতন কর্ত্তুম,—এত উপদ্রব তাঁর কাছে কর্ত্তুম যে, আমার মনে হয়—কোনো বাপ ছেলের এত উপদ্রব বোধ হয় এতটা আব্দার সহ্য কর্ত্তে কিছুতেই পারেন না। অবশ্য বাপ মাত্রেই নিজের ছেলেকে ভালবাসেন, এটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু আমার চিরদিন মনে হয়, আমার বাবা আমাকে যেমন ভালবাস-তেন, সংসারে বুঝি এত স্নেহ—এত ভালবাসা আর কোনো পুত্র তার বাপের কাছে পায়না। সত্যি মিথ্যে জানিনা। এইটে আমার মনে হয় তেরো চোদ্দ বছরের অজ্ঞান বালক আমি, পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কর্ব্বার শক্তি নিশ্চয়ই সে সময় আমার হয়নি। তখন পিতৃভক্তি

কা'কে বলে বুঝতুম না বা তার মর্ম্ম উপলব্ধি ক'র্ত্তে পার্ত্তুম না, এটা অতি সত্য। তখন জানতুম না যে "পিতাঃ স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ! পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।" আমি সে সময় ভাবতুম, বাবা ভিন্ন এ পৃথিবীতে আমার যথার্থ আপনার কেউই নেই। বাবা আদর ক'রে কাছে ডাকলে, বাবা সস্নেহে কোলের কাছে টান্‌লে, বাবা হেসে হেসে দুটো মৃদু তিরস্কারের কথা কইলে, বাবার কোল ঘেঁসে শুয়ে থাকলে, মনে হ'ত, আমি স্বর্গে! মনে হ'ত, প্রাণের যত দুঃখ, যত ব্যথা, যত কষ্ট, যত গ্লানি, সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল! সেই বাবা আমি পেয়েছিলুম! দেবতার মত সুন্দর, সুরূপ, বিদ্বান, মিষ্টভাষী, সদাই হাস্যমুখ, সন্তানবৎসল, পরদুঃখকাতর, কর্ত্তব্যপরায়ণ,—সেই বাপ আমি পেয়েছিলুম! মহাপাপী হতভাগ্য আমি, বিধাতার ইচ্ছায় জীবনে আমায় অনেক দুঃখকষ্ট পেতে হবে, অনেক যন্ত্রনা-লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনা সইতে হবে, তাই অকালে, অতি অল্প বয়সে, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ এমন দেবতা-পিতার স্নেহ ভালবাসা উপলব্ধি কর্ব্বার পূর্ব্বেই, জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশে প্রাণভরে পিতৃপূজা কর্ব্বার অবসর পাবার পূর্ব্বেই এমন বাপকে হারিয়ে-ছিলুম।

পৃথিবীতে ভয়-কর্ত্তুম, কেবল মাকে। ভয়ও যেমন কর্ত্তুম ভক্তিও সেই রকম কর্ত্তুম। মার কড়া শাসনে এক একবার মনে হ'ত, মা দিনকতক যদি কোথাও চলে যান, তা'হ'লে আমি একটু নির্ভয়ে ফূর্ত্তি করে বেড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু প্রথম দু'একদিন মার কাছ-ছাড়া হ'য়ে গোলমালে আমোদে ফূর্ত্তিতে বেশ কেটে

যেতো। তিন দিনের দিন দেখ্‌তুম মা বিহনে দুনিয়া আঁধার। তখন মনে হ'ত, আর যদি দু'একদিন মাকে না দেখতে পাই, তাহ'লে নিশ্চয়ই মরে যাব।

মামার বাড়ীতে মা এসে যখন দু'চার মাসের জন্যে থাকতেন, আমি বাড়ী থেকে শনিবার স্কুলের ছুটী হ'লে তবে মার কাছে আস্‌তে পেতুম, রবিবারে মার কাছে থাক্‌তুম, সোমবারে সকালে বাড়ী যেতুম। বাড়ীতে সোমবার রাত্রে শুয়ে শুয়ে দিন গুণতুম, উঃ শনিবার হ'তে এখনও অনেক দেরী, সবে তো আজ সোমবার। মঙ্গল বুধবার ঐ ভাব। অতি ক্ষুণ্ণমনে বিছানায় শুয়েই প্রাণটার ভেতর কি রকম হুহু করে উঠতো তা বল্‌বার কথা নয়। দু'চার ফোঁটা চোখের জল অনেক কঠোর ভাব অবলম্বন সত্ত্বেও—মাথার বালিশে গড়িয়ে পোড়তো। মায়ের মুখখানি ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়তুম। বাবার কাছেই শুতুম—একদিন ঐ রকম শুয়ে শুয়ে মার জন্যে ভীষণ "মন-কেমন" কর্ত্তে বলেই কেঁদে ফেলেছি,—বাবা টের পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে খুব ব্যাকুল ভাবে বাবা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "কি হয়েছে খোকা, কাঁদছিস্ কেন?" মহা অপ্রস্তুতে প'ড়ে হঠাৎ বলে ফেল্লুম—বড্ড পেট ব্যথা ক'চ্ছে"—

অসুখ শুনে বাবা চিন্তিত হয়ে প'ড়লেন। আমি কিন্তু অসুখের কথা ব'লে ফেলেই ভাবলুম,—এখনি ত ডাক্তার ওষুধ-পত্তরের পর্ব্ব লেগে যাবে! অম্‌নি ঝাঁ করে কথাটা শুধরে নিয়ে ব'ল্লুম—"সেরে গেছে বাবা—একদম সেরে গেছে,—আর একটুও পেট ব্যথা করছে

না”—বলেই একগাল হেসে শুয়ে পড়লুম। বাবা খানিকক্ষণ আমার পানে চেয়ে হেসে ফেল্লেন। আমার মাথার চুলের ভেতর আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে সস্নেহে আদর ক’র্ত্তে ক’র্ত্তে ব’ল্লেন—“এই তো দুদিন মামার বাড়ীতে হৈ হৈ করে কাটিয়ে এলি,—সবেমাত্র কাল এসেছিস,—এর মধ্যে এত মন কেমন ক’র্লে চল্‌বে কেন বাবা? ইস্কুল কামাই করে মামার বাড়ীতে থাক্‌লে সবাই রাগ ক’র্ব্বে।”

“সবাই” অর্থাৎ আমার মা রাগ ক’র্ব্বেন! এ সম্বন্ধে বাবার নিজের কিছু আপত্তি নেই,—বিশেষ আমার চোখে জল দেখে! কিন্তু মা রাগ কর্ব্বেন,—দাদাবাবু রাগ ক’র্ব্বেন ইত্যাদি ব’লে যখন আমায় খুব আদর করে মিষ্টি কথায় বোঝালেন,—আমি মার কাছ-ছাড়া হয়ে যে দুঃখভোগ ক’চ্ছিলেম,—সে দুঃখজ্বালা সত্যিই তখনকার মত সব ভুলে গেলুম!

বলেছি—কেবল শুয়ে শুয়ে দিন গুণতুম—কবে শনিবার আসবে! বৃহস্পতিবার বিকেল বেলাটা থেকেই আনন্দের সূত্রপাত! ভাবতুম, আজকে রাতটা পোহালেই কাল শুক্রবার;—শুক্রবার কাটলেই শনিবার উপস্থিত,—ব্যস্‌—একেবারে তিনটের সময় মার কাছে উপস্থিত। মামার বাড়ীতে পৌঁছেই মার কাছে গিয়ে—মার কোলে দশ পনেরো মিনিট ব’সলেই সবকামনা পূর্ণ হ’ল,—একেবারে হাতে স্বর্গ! যে মার জন্যে ক’দিন মন ছট্‌ফট্‌ ক’চ্ছিল, সেই মার কাছে আর দু’দণ্ড বস্‌বার দরকার নেই। মায়ের সম্পর্কে আর এখন না এলেও চলে! মা যত বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেন,—মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েই তার জবাব দিই। মার কাছে এসেছি,—মনে ক’ল্লেই মাকে পাব,

এই হ'লেই যথেষ্ট! তখন মামার বাড়ীর পাঁচ রকম ফ্কূর্ত্তির জন্যে প্রাণ লালায়িত।

তাই ব'ল্‌ছিলুম,—মার রাগ প'ড়ে যাওয়াতে—মামার বাড়ীর অন্য কারও আনন্দ হোক্ আর না হোক্,—আমার আনন্দ আর ধরেনা! যে রকম করেই হোক্,—তারা দাদু বুদ্ধি খরচ করে সাত আট শো টাকা পুজোর জন্যে জোগাড় করে এনেছেন! সেই টাকাটা খরচ হবে এক দিনের পূজোয়! সে কি কম সমারোহ? মার রাগের দরুণ—এমন সমারোহে আমি যোগদান ক'র্ত্তে পাবনা,—একি কম আফ্‌শোষের কথা? যা হোক, পূজোর দিন সকাল থেকেই মহা ফুর্ত্তি! ফুর্ত্তির ওপোর ফুর্ত্তি,—মামার বাড়ীতে বাগবাজারের সখের থিয়েটার হবে—রাত্রি দশটায়। মেজ মামা সেজো মামা, দেসো মামা—সবাই সাজবে। পালা হবে গিরিশচন্দ্রের "সীতার বনবাস।" মামার বাড়ীর মস্ত উঠোন। ঠিক ঠাকুর দালানের দিকে মুখ ক'রে বড় ষ্টেজ বাঁধা হ'চ্ছে। লোকজন ঠাকুর দেখুক না দেখুক,—যেখানে তক্তপোষ পেতে "সিন" খাটানো হ'চ্ছে, সেইখানেই সব ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে। থিয়েটার আমি এর পূর্ব্বে পাঁচ ছ'বার পাবলিকে দেখছি,—আমাদের বাদুড়বাগানের বাড়ীতেও দেখিছি। সত্যি ব'লতে কি,—থিয়েটার দেখার মত আমোদ আমার আর কিছুতে হ'তনা।

আমার জীবনে প্রথম থিয়েটার দেখি,—রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে "প্রহ্লাদ চরিত্র।" প্রথম থিয়েটার যে রাত্রিতে দেখি, তারপর মাস কয়েক ধরে প্রত্যহ রাত্রে বিছানায় কেবল স্বপ্নই দেখেছি,—সেই ছোট্ট সুন্দরছেলেটী—পরে শুনলুম,—কিন্তু তখন যেন বিশ্বাস হ'লনা,—সে

ছেলে নয়, সেএকটা চল্লিশ বছরের বুড়ো মাগী প্রহ্লাদ সেজেছে,—ভেলভেটের ওপোর জরীর কাজ করা কোট গায়ে,—কপালে গালে তিলক চন্দনের ফোঁটা কাটা, মাথায় চুড়ো বাঁধা,—দু'হাতে তালি দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে এলো "তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।" সেই দরোয়ানী প্যাটেণ্ট চেহারা (সাজসজ্জাসমেত—মায় গালপাট্টাটা পর্য্যন্ত তার ভোজপুরীর মতো) "হিরণ্যকশিপুর" "ভীমচক্র—ভীমচক্র" বোলে ফুট্‌লাইটের ধারে এসে "উবু" হ'য়ে হামাগুড়ি দেওয়ার "পশ্চারে" ভীষণ ভয়বিহ্বল উন্মাদের দৃশ্যাভিনয়,—আমি অভিনয় দেখবার পর কতদিন যে শয়নে স্বপনে জাগরণে মানসনয়নে দেখেছি, তার আর ইয়ত্তা নাই।

লোকজন খাওয়ানো শেষ হ'লে রাত্রি বারোটার পর কন্‌সার্ট বেজে উঠ্‌ল! থিয়েটার আরম্ভ হয় আর কি। এইবার "ড্রপ" উঠ্‌লো ব'লে। মামার বাড়ীর অত বড় উঠোনে একেবারে "ন স্থানং তিলধারণং। দোতালার চক্‌মিলানো বারান্দায়, ঠাকুরদালানে মেয়েদেরও তেম্‌নি ভীড়। মা থিয়েটার-যাত্রা গান-বাজনা আমোদ প্রমোদ মোটেই ভালবাস্‌তেন না। মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া হ'লে নিজের ঘরে আমার (সম্পর্কীয়া) এক রুগ্না দিদিমাকে নিয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। আমাকে বার বার ব'লে দিয়েছিলেন। "দরজায় খিল দেওয়া রইল; সমস্ত জানলা খুলে রাখলুম। ঘণ্টা খানেক থিয়েটার দেখে আমাকে পাশতলার জানলা দিয়ে ডাক্‌বি, আমার সজাগ ঘুম,—উঠে দরজা খুলে দোবো। সমস্ত রাত জাগিস্‌নি, অসুখ ক'র্ব্বে—বুঝলি খোকা?"

আমি লম্বা ঘাড় নেড়ে স্বীকার ক'ল্লুম—"মাতৃ-আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।" ভাবলুম, একবার তো আসরে গিয়ে একটা জায়গা দখল করে বসি,—তারপর ঘণ্টা দেড়েক পরে কি ঘণ্টা-আষ্টেক পরেই শুতে আসি,—সে তখন বোঝা যাবে! দু'হাজার লোকের মাঝখানে মা' তো আর আসরে গিয়ে আমাকে টেনে আনতে পার্ব্বেনা। অন্য কাকেও ডেকে আনতে ব'ল্লে—সেও যে আমাকে ঐ জন-সমুদ্রের ভেতর থেকে গ্রেপ্তার ক'রে আনতে সক্ষম হবে,—সেটা তেমন সম্ভবপর নয়।

"গ্রীণ্‌রুমে"—(সাজ ঘরে) সন্ধ্যা থেকেই বসেছিলুম;—ফাই-ফরমাজও খুব খাট্‌ছিলুম। কিন্তু যত রাত্রি হ'তে লাগ্‌লো—একটা বিশ্রী কাণ্ড দেখে সেখানে আর বেশীক্ষণ তিষ্ঠুতে পাল্লুম না। রামু মামার সীতার বনবাসে "রাম" সাজবার কথা; তিনি সন্ধ্যার পরই এমন মাতাল হয়ে শুয়ে প'ড়েছেন—যে, তাঁকে তোলে কার বাপের সাধ্য। সাজঘরের তক্তাপোষের একধারে রামুমামা অর্থাৎ মেজ মামা ফ্ল্যাট হ'য়ে শুয়ে আওড়াচ্ছেন—"আমি ঠিক আছি বাবা! ঠিক টাইমে ড্রেস পরে appear হবো। কোন্ শালা টের পাবে যে আমি মাতাল হয়েছি—হ্যাঁ—ভারিতো রামের পার্ট—Damn it—ব'লে পাশ ফিরতে গিয়ে একবারে তক্তাপোষ থেকে মেজেতে "পপাত"। মেজ মামার অবস্থা চোখে থেকে সকলে সাব্যস্ত ক'ল্লেন—কেষ্টো মামা,—তাঁর বাল্মিকীর পার্ট ছিল, তিনি সে পার্ট আর কাউকে দিয়ে অগত্যা "রাম" সাজুন। সেজ মামা খুবই রাজী। তিনি বুক ফুলিয়ে ব'ল্লেন—"গিরিশ ঘোষের এমন কোনো নাটক আছে যা কেষ্টো

গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্থ নয়? আমি ম্যানেজারকে তখুনি ব'লেছিলুম যে মেজ-দা'কে পার্ট দিচ্ছ বটে—কিন্তু প্লে—র রাত্রে ঠিক থাকলে হয়!" ম্যানেজার কেষ্টো মামাকে ব'ল্লেন,—"ওতো বেঠিক হয়ে পড়েছে। তুমিও তো সম্পূর্ণ ঠিক নেই দাদা। দুই ভায়ে সকাল থেকেই তো চালাচ্ছ।" কেষ্টোমামা খুব মিলিটারী মেজাজে চোখ রাঙ্গিয়ে ব'লে উঠ'লেন—"খবরদার ব'লছি ম্যানেজার—মুখ সামলে কথা কোয়ো. আমি কি মেজদার মতন পেঁচি মাতাল—"

এই সব মাতলামো কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে আমি খুব খুঁত মনে সাজঘর থেকে বাইরে এসে আসরে ষ্টেজের সামনে মধ্যিখানে বসে প'ড়লুম। বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি,—সাজঘরের ভেতর রীতিমত গোলমাল চেঁচামিচি ঝগড়াঝাঁটি হ'চ্ছে। দুবার তিনবার চারবার কন্সার্ট বাজলো। হাততালির ওপর হাততালি—শিসের ওপর শিস, তবু ড্রপ ওঠেনা। বাইরে লোকেরা বলাবলি ক'চ্ছে "যত সব নেশাখোরের—মাতালের কাণ্ডকারখানা! রেমোটাও যেমন মাতাল কেষ্টোটাও তেমনি মাতাল!" আরও শুনলুম,—দু ভায়ে "রাম" সাজা সাজি নিয়ে খুব ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। শেষে পাড়ার দু'চার জন মুরুব্বি গিয়ে মীমাংসা করে দিয়েছেন,—"ম্যানেজার নিজে রাম সেজে যেমন তেমন করে হোক—প্লেটা আরম্ভ করিয়ে দিন। নইলে, আর গোলমাল থামানো যাচ্ছেনা।"

ভেতরে এই রকম বন্দোবস্ত হবার পর পটাশ করে একটা পটকা আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজার পর ড্রপ উঠে গেল। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন "রামরূপী" ম্যানেজার হরিতারণ মাম

(মামাদের জ্ঞাতি) এবং লক্ষ্মণরূপী ঐ পাড়ারই একটি ছোকরা (নেহাৎ ছোকরা নয়—২৫।২৬ বছর বয়স)। হরিতারণ মামা শুনলুম কখনো কোনো বড় পার্ট প্লে করেন নি। গত্যন্তর না দেখে "রাম" সাজতে বাধ্য হয়ে তিনি ভয়ঙ্কর ভীত এবং nervous হয়ে প'ড়েছেন। আমরা দর্শকরূপে বাইরে থেকে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি পা দুটো তাঁর ঠক ঠক করে কাঁপছে, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ হস্তে নিজের ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাড়ি চুলকোচ্ছেন আর বামহস্তে প্রম্‌টারকে ইঙ্গিত ক'চ্ছেন "ব'লে দাও—ব'লে দাও।" প্রম্‌টার নিজের মাথার অর্দ্ধেকটা ষ্টেজের বাইরে এনে "রামকে" একহাতে ধাক্কা মেরে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"বলঃ—"নাহি জানি ভাইরে লক্ষ্মণ, এই কিরে রাজ্যসুখ—বলঃ—"লজ্জানম্রনববধূসম" রামের মুখে কথা ফুটে-ফুটেও ফোটেনা! তিনি কেবল গলা খাঁকারি দেন, দাড়ী চুলকোন্‌ আর বাঁ হাতটা পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আঙ্গুলগুলো একসঙ্গে নেড়ে নেড়ে প্রম্‌টারকে ইঙ্গিত ক'রে অস্পষ্ট স্বরে ব'লেন "জোরে বলনা!" রাম এবং প্রম্‌টারের রকম দেখে আমরা তো আসরে সব হেসে লুটো-পুটি! এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত হাসির রোল তুলে দিতে কসুর ক'ল্লে না।

এমন সময়—কেষ্টোমামা ভেতর দেখে "রাম" সেজে বেরিয়ে এসে ম্যানেজারকে এক ধাক্কা মেরে ব'ল্লে,—"ম্যনেজারি করগে না বাবা হরিতারণ দা'! "হেরো" সাজা কি তোমার কম্ম? এই দেখ বাবা—এ্যাক্‌টো করা কা'কে বলে!—ব'লেই টলে টলে একহাতে রামরূপী হরিতারণ মামার কাঁধ জড়িয়ে ধরে সুরু ক'ল্লেন,—"নাই-জ—জানি

ভা—র—রে লখ—কোন্—এ—কির্—রে রাজ—জ সুখ ?—ক্ষণে ক্ষণে মন্ হর ভা—ই—"

বেশ এ্যাক্টো হ'চ্ছে—এমন সময় রামু মামা একেবারে আধ" সাজা" অবস্থায় "রামরূপে" ষ্টেজে হাজির! এসেই সেজো মামার বুকের ওপর এক ধাক্কা মেরে ব'ল্লেন "কাল্‌কের ছেলে তুই—তোর বড় ভাই আমি, আমার পার্ট তুই প্লে ক'র্ব্বি ? চলে যা ষ্টুপিট্—"

চমৎকার ব্যাপার। এক দৃশ্যে একটা রামের পরিবর্ত্তে একেবারে তিন মুর্ত্তি শ্রীরাম উপস্থিত! দর্শকবৃন্দের কি অবস্থা, তা' আর না বলাই ভাল। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সময় ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি "ড্রপ" ফেলে দিলে—তাই রক্ষে! নইলে,—ষ্টেজের ওপোর আরও না জানি কি ভীষণ রকমের কেলেঙ্কারী দর্শকদের নজরে পোড়তো—কে জানে ?

ড্রপ পরবার পড়ও কি নিস্তার আছে ? রাম মামা ড্রপসিনের রোলারটা দু'হাতে তুলে ধ'রে বাইরের দিকে পরচুল-সমেত মাথাটি বের করে দর্শকদের চেঁচিয়ে ব'ল্লেন, "দর্শক মশাইরা—মাইরি বলছি—আমি মাতাল হইনি! শালারা বদমাইসি করে আমাকে রাম সাজতে দিলেনা।"

বিকট হাসির রোলে মামার বাড়ীটা যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হ'ল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে মামার বাড়ীতে অভিনয়ের প্রারম্ভে রামুমামা—কেষ্টোমামা রত্নদ্বয়—যে কেলেঙ্কারিই করুন,—"সীতার বনবাস" নাটকের খুব সুন্দর অভিনয় হয়েছিল। তারাদাদু, বড় মামা, মেসো মশাই, অন্যান্য মামাতো—মাস্তুতো ভায়েরা এবং পাড়ার জনকতক মুরব্বি ভদ্রলোক,—কিশোরী মুখুয্যের বাড়ীতে—হাজার হাজার মেয়েছেলের সামনে জন দু'চার মাতাল মাতলামি কাণ্ড ক'চ্ছে দেখে, নিজেরা কোমর বেঁধে সাজঘরে ঢুকে "রাম-কেষ্টা" দুই ভাইকে এবং যার যার মুখে মদের গন্ধ ছিল,—সবাইকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে বাগবাজার পাড়া থেকেই জনকতক যুবককে ধরে এনে রাম, লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র, বাল্মিকী সাজিয়ে অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দিলেন। অভিনয় আরম্ভ হ'তে রাত্রি প্রায় একটা বাজলো। শেষ হ'তে বেশ সকাল হয়ে গেল বটে,—কিন্তু এই পাঁচ ছ'ঘণ্টা প্রায় তিন হাজার দর্শক (মেয়েপুরুষ মিলে) মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল নির্ব্বাক হ'য়ে বসেছিল। কেউ একবার জায়গা ছেড়ে ওঠেনি।

এ রকম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় আমি জীবনে "পাব্‌লিক" কিম্বা "প্রাইভেট" থিয়েটারে এর পরে কখনো দেখেছি বলে মনে হয়না। এই সব অবৈতনিক অভিনেতাদের সঙ্গে পরে আমার যথেষ্টই আলাপ পরিচয় হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই "পাবলিক" থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতা হয়ে বাংলার দর্শকবৃন্দকে বহুকাল পর্য্যন্ত আনন্দদান করে-ছিলেন। তখন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে "আর্টের‌ও" সৃষ্টি হয়নি—তখন "এক পয়সা" দামের কাগজের‌ও এত ছড়াছড়ি ছিল না, তখন বাংলা থিয়েটারের **প্রযোজক** নামে একটা অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হয়নি তখন নাট্য-সমালোচক ব'ল্‌তে "প'টলীর মার খোকাকে" বোঝাতো না,—আর তখন বিজ্ঞাপনের‌ও এত আড়ম্বর ছিলনা। তাই তখন নাট্যাভিনয়ে যথার্থ "অভিনয়" যাকে বলে—তাই-ই হোতো। আর "সমজদার" শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বা ভদ্রসন্তানেরা বৈঠকখানায়, মজলিসে, অফিসে, স্কুলে, কলেজে, অভিনয় এবং নাটকের যথার্থ "সমালোচনা" ক'র্ত্তেন। প্রশংসার যোগ্য অভিনেতাকে প্রশংসা ক'র্ত্তেন,—তাঁর নাম ধরে নয়—তাঁর "ভূমিকা" অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে। মোট কথা তখনকার রাম, লক্ষণ হ'ল "ঢাকাই মস্‌লিন্‌,"—এখনকার রাম, লক্ষ্মণ হয়েছেন "জাপানী সিল্‌ক্‌।" সে রকম অভিনেতাও আর বাংলা দেশে জন্মাবে না—সে রকম অভিনয়ও আর কেউ দেখ্‌বে না।

যাক্‌। মামার বাড়ীর এই অভিনয় দেখে আমি তো আত্মহারা! শুধু আমি নয়—বাড়ীশুদ্ধ—পাড়াশুদ্ধ সকলে এমন খুসী হয়েছিলেন আনন্দে এমন মেতে উঠেছিলেন, যে অভিনয় অন্তে অভিনেতাদের হাতে ধ'রে সকলেই অনুরোধ ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন—"আর একদিন—এই সাম্‌নের

শনিবারেই আর একবার এই "সীতার বনবাস" অভিনয় করা হোক্।" তারা দাদুকে পাড়ার লোকেরা পীড়াপীড়ি ক'রে ব'ল্‌তে লাগলেন—"খরচ যা হবে—আমরা দোবো—আপনি শুধু আপনাদের উঠোনটা দিন্।" তারাদাদু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ব'ল্লেন—"কেন? আমার বাড়ীতে থিয়েটার হবে—আপনারা খরচ দেবেন—কি রকম কথা? কিশোরী মুখুয্যের ভিটে কি বারোয়ারিতলা?" কথাটা বলা অন্যায় হয়েছে বুঝে সবাই আন্‌তা আম্‌তা করে দোষ কাটাবার চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগলেন। নিতাই চক্রবর্ত্তী তারা দাদুর হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে ফোগ্‌লা দাঁতের মাড়ী বের করে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন—"আরে বুঝ্‌লে না হে তারাচাঁদ,—ওরা পষ্ট ব'লতে পার্ব্বেনা বলে—ঘুরিয়ে তোমায় ব'ল্‌ছে—তুমি খরচপাতি করে আর একবার থিয়েটারটা শুনিয়ে দাও! হ্যা—হ্যা—হ্যা—" বলেই চক্রবর্ত্তী মশাই অপরূপ মুখভঙ্গি করে দন্তবিহীন মুখে তামাক টান্‌তে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য কথা—সমস্ত রাত্রি আমার মা থিয়েটার দেখেছেন! ব্যাপারটা শুন্‌লুম এই। বাড়ীশুদ্ধ সকলে (অবশ্য মেয়েরা) মাকে সন্ধ্যে থেকে খোসামোদ ক'চ্ছিলেন থিয়েটার দেখবার জন্যে। মা কিছুতেই রাজী হননি। আমার (সম্পর্কে) দুই মাসী—(রাঙ্গা মাসী আর শৈল মাসী—আমার মায়ের আপন পিস্‌তুতো ভগ্নী) বড় একটা বাগবাজারে আসেন না—কারণ, দু'জনকারই শ্বশুরবাড়ী খুব দূরদেশে। এবার বহুকাল পরে এঁরা এই অন্নপূর্ণা পূজো উপলক্ষে আমার মামার বাড়ীতে এসেছেন। মার সঙ্গে এঁদের বড্ড ভাব। এরা মাকে ব'ল্লেন—"তুমি যদি থিয়েটার না দেখ ছোড়দি,—তা'হ'লে আমরাও দেখ্‌ব না।" এই

ব'লে তাঁরা মার শোবার ঘরের সাম্‌নে হত্যে দিয়ে প'ড়লেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে মাকে থিয়েটার দেখ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে—থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় (রাম-কৃষ্ণ) মামা দুটী যখন কেলেঙ্কারী ক'চ্ছিলেন,—তখন মা দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন না। তা যদি হ'ত তা'হ'লে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও মাকে থিয়েটার দেখ্‌তে রাজী করাতে পার্ত্তেন না—তা—মাসীরা তো কোন্ ছার!

অভিনয়ের পরদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর অন্দর মহলে দোতলার লম্বা দালানে বাড়ীশুদ্ধ মেয়েরা মজলিস্ করে যখন অভিনয়ের সমালোচনা কচ্ছিলেন—সে মজ্‌লিসে আমি আর মা উপস্থিত ছিলুম অ্যাকটিং সম্বন্ধে কেউ অখ্যাতি করেন নি বটে,—কিন্তু বিশেষ সুখ্যাতিও কেউ ক'ল্লেন না। "রাম-লক্ষ্মণ বেশ সেজেছিল—বেশ করেছিল"—এই রকম সামান্য দুটো চারটে অভিমত প্রকাশ করে পুরুষ-অভিনেতাদের ছেড়ে দিয়ে—সবাই সহস্রমুখে সুখ্যাতি ক'ল্লে "সীতার আর লবকুশের"। সেকালে অর্থাৎ ৩০।৪০ বছর আগে সহরের (শুধু সহরের নয়—বাংলা দেশের) মেয়েরা—এখনকার মত এতটা শিক্ষিতা—আলোকপ্রাপ্তা (enlightened) হননি? কেউ-কেউ লেখাপড়া অল্পবিস্তর যা শিখ্‌তেন—তা'তে বড় জোর দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার প্রেমটুকু অতি কষ্টে হয় তো উপলব্ধি ক'র্ত্তে পার্ত্তেন—কিন্তু সে সম্বন্ধে কথায় বা কাগজে লিখে তিলমাত্র অভিমত প্রকাশ ক'র্ত্তে সক্ষম হ'ন না। সুতরাং তাঁ'রা সে সময় শিক্ষিতা হ'লেও) নাটকের নাটকত্ব—অভিনয়ের রস—অভিনেতার "কেরদানি"—acting এর আর্ট কিছুই বুঝতেন না। তাঁ'রা মুগ্ধা হতেন—করুণ গান শুনে এবং রসাত্মক বক্তৃতা শুনে। তাই

"সীতার বনবাস" নাটকের অভিনয়ে তাঁরা আত্মহারা হয়েছিলেন—যখন "সীতারূপী" ভোলানাথ দাদা (বোস্ পাড়ায় থাক্‌তেন—ভাল নাম ভোলানাথ বাঁড়ুয্যে,—মামাদের আত্মীয়) সুমধুর কণ্ঠে বিজন বনে কেঁদে কেঁদে গেয়েছিলেন—

"চমকে চপলা চমকে প্রাণ
চাহ মা চপলহাসিনী !—"

ভোলা দাদা এমন "সীতা" সেজেছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে কখনো সাজবার পূর্ব্বে দেখেননি—তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারেন নি—"পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে অভিনয় ক'চ্ছে।" "সীতার" প্রায় পাঁচ-ছ-খানা গান ছিল। ভোলাদা'কে একখানি গান তিনবার চারবার গাইতে হয়েছিল—নইলে দর্শকবৃন্দ ছাড়েন না। আহা! সে কি গান, সে কি আওয়াজ—সে কি সুর নিয়ে খেলা! গানবাজনায় আমি ওস্তাদ না হ'লেও—অতি বাল্যকাল (প্রায় ন—দশ বছর বয়েস) থেকেই গান বাজনার রস বুঝতুম! সে বয়েসে ছাত্রজীবনে যতটুকু সম্ভব লুকিয়ে লুকিয়ে অভ্যাস কর্ত্তুম। "সীতার" ভুমিকায় ভোলা দাদা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যেমন মন-মজানো মধুর সুরে গান গেয়ে—দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছিলেন,—আজকাল পাবলিক থিয়েটারে কোনো (দেড়টা মুনসেফের বেতন-ভোগিনী) "নামজাদী" অভিনেত্রী (কোকিলকণ্ঠী বা ক্লানেটকণ্ঠী) রঙ্গমঞ্চে গান গেয়ে বা অভিনয় করে সে রকম মনোরঞ্জন ক'র্ত্তে সক্ষম হন না,—একথা আমি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করে ব'ল্‌তে প্রস্তুত আছি! কেউ রাগ করেন তো ঘরের ভাত বেশী করে খাবেন!

আমার মার কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছিল—লবকুশের রামায়ণ গান—

"গাও বীণা গাও রে।"
গাও ইন্দ্রসনে, ক্ষীরোদতীরে,
অনন্তশয়নে, অনন্তনীরে;
গাও বীণা গাও রে।"

আর সেই কুশলবের—"লব" সেজেছিলেন—আমার দেসো মামা। চেহারায় "তালপাতার সেপাই" হ'লে কি হয়—গাঁজা বা গ্রাফসেটে বাবা বিশ্বনাথকে পর্য্যন্ত হার মানালে কি হয়—দেসো মামার যে এমন মধুর গলার আওয়াজ—এত চমৎকার গান সে যে গাইতে পারে—তা অন্ততঃ আমার, আমার মার এবং আমার মাসীমাদের জানাছিল না। সে রাত্রে "লব" সেজে নেশাখোর দেসো মামার—আমার মার কাছে খুব পসার বেড়ে গেল। মা তাঁকে আর একবার ঐ রামায়ণ গানটা গাইতে ব'লেছিলেন। দেসো মামা শুধু রামায়ণ গান কি,—লবকুশের যতগুলো গ্যান সীতার বনবাস নাটকে ছিল—স্ফূর্ত্তি করে মেয়েদের সামনে প্রাণভরে গেয়ে ফেল্লে। মা খুসী হয়ে দেসো মামাকে একটা "ট্যাকঘড়ি" কেনবার জন্যে পনেরোটা টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করেছিলেন।

টাকা পাবার পরদিনই দেসো মামা নিজে রাধাবাজারে গিয়ে দেখে-শুনে পছন্দ করে "কুরভাইজার" একটি ওয়াচ কিনে তা'তে কালো "কার" বেঁধে গলায় পরে একটা ছিটের সার্ট গায়ে চড়িয়ে তার বুক পকেটে ঘড়ী রেখে বাবু সেজে দিনকতক খুব ঘুরে বেড়ালেন। পাঁচ সাত দিন পরে সখ মিটে গেল,—সেই পনেরো টাকা দামের সখের ট্যাকঘড়ীটি

দাস্থমামা (লোকের মুখে শুন্‌লুম) মাত্র সাড়ে ন টাকার বিনিময়ে একজন প্রতিবেশীকে দাতব্যতা ক'রে একদিন খুব সমারোহে শ্যামবাজার "ফোর্টে" (Fort এ) নেশার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন।

কলিকাতা সহরের দক্ষিণে "গড়ের মাঠে" যেমন ইংরাজরাজের "ফোর্ট ওইলিয়াম" নামে কেল্লা আছে,—যেখানে গোলাগুলি কামান বন্দুক রক্ষিত আছে এবং সৈন্যেরা অবস্থান করে শত্রুর কবল থেকে কলিকাতা-অধিবাসীদের রক্ষা কচ্ছেন,—আমাদের বাল্যকালে উত্তর কলিকাতায় শ্যামপুকুরের বড় মাঠটায় তেমনি একটা ফোর্ট ছিল। সেখানে "গোলার" বদলে "গুলি" থাক্‌তো,—সৈন্য-সেপায়ের "বদলে—এই অঞ্চলের যত "নামকাটা সেপায়ের দল" অর্থাৎ—হাড়বয়াটে—নেশাখোর বাপে-খেদানো—মায়ে তাড়ানো ছেলেরা বিরাজ কর্ত্ত!" অতি পুরোণো ভাঙ্গা বড় কোঠাবাড়ী,—কার তা জানি না, বাড়ীর মালিক কে,—তা কারও জানবার আবশ্যক হয়নি; তবে,—আমি যতদিন দেখেছি, ততদিন জানি,— সে ফোর্টে শুধু নেশাভ্যাং ক'র্ত্তই —লোকেরা সেখানে যাতায়াত ক'র্ত্ত। হেন কুকর্ম্ম তবে জনশ্রুতি এই যে এই ফোর্টে বাংলা অভিধানে নেই—যা সেখানে সম্পাদিত না হ'ত। বাড়ীটী বোধ হয় একশো বছরের পুরোণো এবং আমার বিশ্বাস,—তৈরী হবার দিন থেকে যতদিন না ভূমিস্যাৎ হয়েছিল ততদিন পর্য্যন্ত কখনো একবার চুনকাম বা মেরামত হয়নি। পনেরো ষোলটা ঘর—দালান, বারান্দা সবই ছিল, কিন্তু আমি যখন দেখেছিলুম তখন নীচের একটী ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরের ছাদ ছিলনা। যে ঘরটী বাসোপযোগী ছিল—সেটী একটি "হল-(Hall) ঘরের মত। আড্‌ডা জমতো

সেইখানে। আড্ডাধারীরা বাঁশের চাড়া দিয়ে সেটা বেশ মজবুৎ করে আপনাদের বাসোপযোগী করে রেখেছিল। বাড়ীটা ফোর্টেরই উপযুক্ত বটে! মাঠের প্রায় মাঝখান বরাবর অবস্থিত ছিল। আর একটা বিশেষত্ব ছিল,—সদর দরজা ছাড়া—ঢোকবার বেরুবার "গুপ্ত" দরজা ছিল তার তিন চারটা। আড্ডাঘরটি বাড়ীর এমন জায়গায় নির্ব্বাচিত হয়েছিল যে, সদর দরজা দিয়ে হঠাৎ কোনো নতুন কেউ সে বাড়ীতে ঢুকে আড্ডাঘরটা খুঁজে বের ক'র্ত্তে পার্ত্তনা,—বিষম গোলক-ধাঁধায় পড়ে যেতো।

এই বাড়ীতে সদর দরজায় জিনিষ বেচ্‌তে এসে "বরফওলা" "খাবারওলা" "চানাচুর-ঘুগ্‌নিদানাওলা"—প্রভৃতি নানা রকমের ফেরিওয়ালা বিনি পয়সায় যে কত জিনিষ দিয়ে গেছে,—তার আর ইয়ত্তা নেই। পুলিশের তাড়া খেয়ে একবার যদি কেউ ফোর্টের ভেতর ঢুকতে পার্ত্ত,—তা'কে ধরে কার বাবার সাধ্য? নতুন ঝি বা নতুন চাকর আম-সন্দেশের বা কমলালেবুর বা পূজোর তত্ত্ব নিয়ে ঠিকানা লেখা চিরকুট কাগজ দেখিয়ে বাড়ীর সন্ধান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে এই ফোর্টের হদ্দোয় এসে প'ড়লে,—তত্ত্বের সমুদয় জিনিষ বাজেয়াপ্ত হ'ত।

দেসোমামার সঙ্গে একদিন বিকেল বেলা—এ হেন "ফোর্টে" বেড়াতে গিছ্‌লুম। সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার ভেতর ঢুকতেই ভয়ে প্রাণটা যেন আতকে উঠ্‌লো। তখনো সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করে নি—বাইরে বেশ রদ্দুর আছে। কিন্তু সে ফোর্টের ভেতর আলোক প্রবেশ যেন নিষিদ্ধ। কতকগুলো ভাঙ্গা ঘরের ভেতর দিয়ে—একে বেঁকে—হোঁচট খেতে খেতে—আড্ডা ঘরের সামনে পৌছুতেই—একটা বিকট

দুর্গন্ধে যেন অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে যাবার উপক্রম হ'ল। মনে কল্লুম কোথাও বুঝি ইঁদুর পচেছে। পকেটে একখানা এসেন্সমাখা রুমাল ছিল—সেইটে বের করে নাকে চাপা দিলুম। দেসোমামা আমাকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"এর মধ্যে তোর এত গন্ধ লাগলে—তুই ফোর্টের সব দেখবি শুনবি কি করে? চল—তোকে বাড়ী রেখে আসি।" আমি মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। মরিয়া হোয়ে ফোর্টের ভেতর ঢুকেছি—আভ্যন্তরিণ ব্যাপার না দেখে বাড়ী ফিরে যাব স্বর্গের দ্বারে এত কষ্ট করে এসে—স্বর্গ না দেখে ফিরে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? মামাকে বল্লুম—"সে কি মামা? একবার নাকে গন্ধমাখা রুমালখানা ধরেছি বলে—মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? আচ্ছা—এই না হয় রুমাল পকেটে রাখলুম—চল কোথায় যাবে!"

"হ্যাঁ—এই তো চাই! এই তো বেটাছেলের কাজ!" বলেই মামা আমায় হাত ধরে—একটা ভেজান দরজা খুলে—অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ঘরের ভেতর ঢুক্‌লেন। বাপ রে বাপ! সে কি দুর্গন্ধ? ঠিক যেন মড়া পোড়ান হচ্ছে। দরজা জানালা চাদ্দিকে বন্ধ। ঘরের ভেতর কারও সাড়াশব্দ নেই—অথচ দশ-বারোজন লোক সেখানে আছে। আমি বারকতক "উকি" তুলে—আবার রুমালখানা বার করে নাকে চেপে ধল্লুম। দেসোমামা বল্লে—"এই তাকিয়াটায় ঠেস্ দিয়ে বোস্ খোকা—আমি ততক্ষণ একটু মৌজ করে নিই।" সময় হয়েছে—বলেই মামা একদিকে সরে গেলেন।

আমি এই ছেঁড়া সতরঞ্জির উপর বসে পোড়লুম। মামা তাকিয়াটা আমার কাছে সরিয়ে দিয়েছিল—অন্ধকারে তার "স্বরূপ" ভাল করে

তখন দেখতে পাইনি কিন্তু স্পর্শে বুঝলুম—সেটা একটি "অড় বিহীন" তেলচিট্‌চিটে অতি ময়লা ছোটো-খাটো পাশবালিশ। হাত দিতেই হাতময় তেল আর ময়লা লেগে আঙুলগুলো নোংরা হয়ে গেল। দেসো-মামা আমাকে বসিয়ে রেখে হাত তিনেক তফাতে গিয়ে "কাৎ" হয়ে শুয়ে পড়লো। ঠিক এই ভাবেই কাৎ হয়ে অনেকে শুয়ে আছেন দেখলুম। সকলেরই মাথায় শিয়রে এক একটি আলো জ্বল্‌ছে—আর এক একজন লোক প্রত্যেকের মাথার শিয়রে বসে কি কচ্ছে—ঠিক বুঝতে পাল্লুম না। দেসোমামা কাৎ হয়ে একটা ছোট্ট বালিশ (আঁতুড়ের ছেলেরা যে রকম বালিশ মাথায় দিয়ে শোয় ঠিক সেই রকম) মাথায় দিয়ে তো শুয়ে পড়লেন। একটা লুঙ্গিপরা মুসলমান একটা ছোটদের খেল্‌না উপযোগী হুকো, তাতে লম্বা নল লাগানো নিয়ে এসে দেসোমামার শিয়রে বোস্‌লো। মামা নলটা মুখে করে যেই শুলেন—আর সেই মিয়া সাহেব একটা সাল পাতা থেকে কালো "কাইয়ের" মত কি জিনিষ লম্বা লোহার ছুড়ি দিয়ে তুলে নিয়ে সেই ছোট "হুঁকোটার নলের" মাথায় "ছিদ্রিতে" লাগিয়ে সেটাকে পিদীমের আগুনে ছুয়ে দিতেই দেসোমামা শোঁ শোঁ করে টান্‌তে লাগলো। বাপরে বাপ—সে কি ভীষণ টান। খানিক্ষণ পরেই সেখানটা এমন ধূমাচ্ছন্ন হ'ল—যে সেখানে সেই মুসলমান বা দেসোমামা কাকেও আর দেখতে পাওয়া গেল না। সেই ধোঁয়া থেকেই এই চিম্‌শে মড়াপোড়ার গন্ধ বেরুচ্ছিল।

যতগুলি লোক সেখানে শুয়েছিলেন—তাঁরা সকলেই ঐ বিকট ধূমপানে রত ছিলেন। আমি মিনিটখানেক পরই তাড়াতাড়ী দরজা খুলে ঘর থেকে বেরুতেই—ঘর শুদ্ধ লোক এক সঙ্গে চীৎকার করে বলে

উঠলো—"কে—রে শালা—বদমায়েস আমাদের সর্ব্বনাশ করলে—মার্ শালাকে—"! একজন তাড়াতাড়ী ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে আমার কাছে এসে বললে—"কে হে তুমি?" আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম —"আজ্ঞে আমি দেসোমামার সঙ্গে এসেছি।"

সে লোকটা বিকৃত মুখখানা আরও বিকৃট করে বললে—"দেসো-মামার সঙ্গে এসেছি—তবে তো একবারে রাজা করে দিয়েছে। এত গুলো লোকের সর্ব্বনাশ করলে তার খেসারেৎ দেবে বলতে পার?"

আমি। আজ্ঞে-কি করেছি মশাই?

লোকটা সেই রকম রুক্ষস্বরে মুখ ভেংচে মারমুখী হয়ে বললে—"কি করেছি মশাই? "চণ্ডু" খেয়ে এসেছ—"চণ্ডু" খাও শুয়ে থাক, নয় চলে যাও। ফস্ করে দোরটা খুলে দিয়ে সব মাটী করে দিলে, আবার বলছ—"কি করেছি মশাই।"

এতক্ষণে বুঝলুম দেসোমামা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা দোর জানালা বন্ধ করে "চণ্ডু" খাচ্ছেন। শুধু তাই নয় "চণ্ডু" খেতে আরম্ভ করলে সূর্য্যের আলো এবং বাতাসের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতঃ একটা অপরাধ করে ফেলেছি, তার আর উপায় কি? অতি কাতর স্বরে তাঁকে বল্লুম "আজ্ঞে না জেনে শুনে হঠাৎ একটা অন্যায় করে ফেলেছি মাপ করুন!" লোকটী অদ্ভুত জীব। সেই যে মেজাজ রুক্ষ করে ঘর থেকে বেড়িয়েছেন সে মেজাজ আর কিছুতেই ঠাণ্ডা হতে চায় না। আমার কাতরতায় তার মেজাজ নরম হওয়া চুলোয় যাক্ উত্তরোত্তর আরও গরম হয়ে উঠলো। তিনি সেই রকম মুখে বললেন—"মাপ করুন মশাই! মাপ অম্‌নি করলেই হ'ল! বার গণ্ডা

পয়সার নেশা আমার মাটী করে দিয়ে এক কথায় মাপ করুন মশাই "বল্‌লেই আমার চতুর্ব্বর্গ লাভ হ'ল আর কি? ঝড়াক করে একটা টাকা ফেলে দিতে পার্ত্তে—বুঝতুম ভদ্রলোকের ছেলে—"

লোকটা কথার মাত্রা চড়িয়ে আরও কি কি জানি আমাকে ব'ল্‌তে যাচ্ছিল। আমি বুঝলুম—বেচারার বারো গণ্ডা পয়সা আমার দরুন লোকসান হইয়াছে—কিছুতেই সে আমাকে ক্ষমা কর্‌তে প্রস্তুত নয়। আমি পকেট থেকে ঝাঁ করে একটা টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বল্লুম—"এই নিন্ মশাই—আপনার লোকসান করেছি এই তার দণ্ড দিচ্ছি—"

দুর্ভিক্ষ পীড়িত—বহুদিন যাবৎ অনাহারী ব্যক্তি যেমন সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জন দেখলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার প্রতি ধেয়ে যায়—সেই রকম সেই নেশাখোর লোকটা টাকাটা আমার হাতে দেখে একেবারে ঝড়ের মত আমার ঘাড়ের ওপোর এসে পড়লো এবং চিলে ছোঁ মারার মত টাকাটি আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে—একবারে সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান।

তার ব্যাপার দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। খানিকক্ষণ পরে আড্‌ডাঘরের দোর জানালা সব খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিবাক্ত হাওয়া যেন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে "ফোর্ট" বাড়ীটা একেবারে শ্মশানের মত "আমোদিত" করে দিল। জনকতক লোক সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দেসোমামা আর বেরোয় না। আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফোর্টে তখন রীতিমত অন্ধকার। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি—দেসো-

মামা বেরুলে হয়। বাড়ী ফিরে প্রাণটা বাঁচাই।" সাহস করে চৌকাটের ধারে এসে দেখি—দেসোমামা যেখানে শুয়েছিলেন—সেই-খানেই চক্ষু বুঁজে শুয়ে আছেন—নীরব—মুখে কথাটী নেই। একজন বুড়োগোছের লোক আড্ডাঘরের "পাট" কর্ত্তে ব্যস্ত; আমার দিকে দৃষ্টিপান কর্ব্বার তার ফুরসুৎ নেই।

দেওয়ালে একটা (Hinksএর ডবল পোল্তের) ওয়াললাম্প ছিল—লোকটা প্রথমে তার চিম্‌নীটা নিজের পরনের অতি ময়লা, তেল ধরা কাপড়ের কোঁচার সাহায্যে সাফ্ করা চুলোয় যাক্—আরও যেন ময়লা ক'ল্লে। যা হোক্—আলো জ্বালা হ'লে—একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে—সেই "শতবর্ষের"—"শতছিদ্র"—"শতমণ-ধুলা-পরিপূরিত" সতরঞ্চি-খানাকে প্রাণপণ যত্নে এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ঝাঁট দিতে সুরু কর্‌লে। ঝাঁটার চোটে—সমস্ত ঘরটা ধুলোয় যেন "ধুনচ্ছন্নের" মত হয়ে গেল। আমি নাকে রুমাল দিয়ে—চৌকাটের বাইরে অসিম ধৈর্য্য সহকারে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখছি। কষ্ট কি রকম যে হচ্ছে—তা আর বল্‌বার কথা নয়—তবু মজা দেখবার কৌতুহল এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, কোন রকম কষ্ট আর গ্রাহ্যই কচ্ছি না। "চণ্ডু পান পর্ব্ব" শেষ হবার পরও দেসোমামা প্রমুখ জনতিনেক প্রাণী সেখানে—সে ভাবে—সে রকম "কাৎ" হয়ে চক্ষু মুদে শুয়ে আছেন—সবাই নড়ন-চড়ন রহিত। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—তাঁরা আর ইহলোকে নাই। ঘর ঝাঁট দেবার বহর দেখে মনে হ'ল—এইবার তাঁরা শয্যাত্যাগ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বেন—কারণ যে রকম ধুলা উড়্‌ছে তাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আমারই দম বন্ধ হবার জোগাড়—ঘরের ভেতোর তো কথাই নেই। সেই অবস্থায়

সেই ঘরে নির্ব্বিকার হয়ে এই কয়টী প্রাণী কেমন করে নিদ্রাসুখ উপভোগ কচ্ছেন—আমি তো কিছুতেই ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাল্লুম না। নিশ্চয়ই এরা মহাযোগী সিদ্ধ পুরুষ।

ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হ'ল—লোকটা একটা জলপূর্ণ মাটীর ভাঁর নিয়ে (বোধ হয় তাতে গঙ্গাজল ছিল) ঘরের চাদ্দিকে—বিশেষতঃ চৌকাটে "ছড়া" দিতে আরম্ভ করলে। তখন দারুন গ্রীষ্মকাল, বৈশেখ মাসের শেষ—ভীষণ গরমে লোকের প্রাণ "টা-টা" ক'চ্ছে। এই গঙ্গাজলের ছিটে সেই সুষুপ্ত প্রাণী তিনটীর গায়ে লাগবা-মাত্রই তারা তড়াক্ করে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠে সেই নিরীহ ব্যক্তিটীকে একযোগে আক্রমণ করে—সঙ্গে সঙ্গে কিল্-চড়-লাথি ঘা-কতক দিয়ে বল্লে—শালা—ঘোষজা মশাই—সবাইকে একেবারে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারলে?—শীতে সব মারা যাচ্ছি—এই ভাবে আরম্ভ করে অভিধান বর্জ্জিত অনেক বাক্য তার প্রতি প্রয়োগ করে—যে যার অধিকৃত স্থানে গিয়ে বস্‌লেন। আমি মনে কল্লুম—আবার বুঝি তাঁরা শয্যা নেবেন। আমি তাড়াতাড়ী ঘরের ভেতর ঢুকে দেসোমামার কাছে গিয়ে ডাকলুম—"রাত্রি হ'চ্ছে—দেসোমামা—চল—?" মামা চক্ষু বুঁজে বসেছিলেন—একবার ক্ষণিকের জন্য ঢুলু ঢুলু নয়ন যুগল বিস্ফারিত করে বল্লেন—"তুই—তুই—এখনও রয়েছিস্? আমি বলি তুই বাড়ী—" বলেই মামা বসে বসেই চক্ষু বুঁজলেন—তাহার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেই নিরীহ লোকটী অর্থাৎ "ঘোষজা" বেচারা মার ধোর গালাগালি খেয়েও নির্ব্বিকার হয়ে কলের পুতুলের মত ঘরের কাজ সারতে লাগ্‌লো; মুখে তার কথাটি নেই। আমি দেসোমামার অবস্থা দেখে ক্রমে ভীত এবং চিন্তান্বিত হ'য়ে পোড়লুম। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে—মা হয়তো যাচ্ছেতাই কর্ব্বেন—তবে ভরসার মধ্যে এই,—দেসোমামা মাকে বলে এসেছেন—"ছোড়্‌দি,—খোকাকে নিয়ে একটু এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়িয়ে আসি। এমন চাঁদের মত ভাগ্নে আমার—একেবারে যাকে বলে রাজপুত্তুর—বাদশাপুত্তুর! পাঁচ শালাকে দেখাব না! মা বিশেষ করে কেবল বলে দিয়েছিলেন—"দেখিস্‌ ভাই কোথাও কিছু খেতে টেতে দিসনি"—

দেসোমামা—দেড়হাত জিব বার ক'রে দাঁত কেটে ব'ল্‌লেন—"রাধামাধব—ছোড়্‌দি—বাগবাজারের কোন শালার বেটার শালাকে

বিশ্বাস করি? এমন টুক্‌টুকে ভাগ্নেটি আবার দেখে হিংসেতে কোন্ শালা আমার ওপোর শত্রুতা করে বিষ খাইয়ে দেবে, তা কি আর জানিনা?"—বলেই সমগ্র বাগবাজার নিবাসী ভদ্রলোকদের অকারণ চোদ্দপুরুষান্ত কর্ত্তে সুরু কল্লেন। মা দেসোমামার রকম সকম দেখে কথা বার্ত্তা শুনে শুধু হাসলে্ন, কোনো কথা বল্লেন না। আমাকে বেড়াতে যাবার অনুমতি দিয়ে বারবার সাবধান করে দিলেন।

সুতরাং মার কাছ থেকে বেড়াতে যাবার অনুমতি নিয়ে এসেছি বলে—মনে একটু ভরসা ছিল। দেসোমামা ঝিমুতে লাগ্‌লেন—আমি সেই অবসরে ঘরের চাদ্দিক ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে নিলুম। "ফোর্টের" সেই আড্‌ডা ঘরটি যথার্থই কল্‌কেতার সহরে একটা দেখবার জিনিষ! ঘোষজা ঘরে ধূনো গঙ্গাজল দেওয়া শেষ করে,—কোথা থেকে একগাছি বেলফুলের "গোড়ে" এনে দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানি কালীঘাটে প্রাপ্তব্য—কালী মূর্ত্তির পটের ফ্রেমের চাদ্দিকে অতি ভক্তিভরে যত্ন করে পরিয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চক্ষু বুজে ভাবে গদগদ হ'য়ে—"মা—মা—মা"—বলে বিকট সুরে মাকে ডেকে প্রণাম কল্লেন। দেসোমামার ভক্তিটা কিছু বেশী; তিনি গড় হয়ে মাথাটি ভুঁয়ে ঠেকিয়ে প্রায় দশমিনিট ধরে প্রনাম কর্ত্তে লাগ্‌লেন। ঘরের চাদ্দিকে দেওয়াল-আলমারি,—কতকগুলো আলমারির পাল্লা নেই, কোনোটার ফ্রেম নেই, আছে কেবল ভেতর দিকে সেল্‌ফ আটা। সেই সব আলমারির তাকে আড্‌ডার ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষ রক্ষিত। মদের বোতল, মদের শিশি, গাজার কল্‌কে—ছোট বড় নানা আকার

প্রকারের কাঁচের গেলাস্, বিস্কুটের বাক্সতে তামাক টীকে, কয়লা, ঘরের দেওয়ালে ছোট ছোট পেরেকের গায়ে গাঁজা খাবার "সাঁপি" ছোট বড় হুঁকো, তামাক, চণ্ডু, গুলি খাবার নানারকমের নল! আর আছে উঁচুদিকে বড় বড় হুকে ঠাঙ্গানো তেলপাকানো বাঁশের ছোট বড় মাঝারি "সাইজের" লাঠি—ঠিক আব্লুস কাঠের মত রং—যার এক ঘায়ে বাঘ পর্য্যন্ত কাবু হয়ে পড়ে। দু'চারখানা খাপে আঁটা তলোয়ার, দুটো তিনটে টঙ্গি, একখানা ছোট হোরা দেওয়ালের কোণে ঐ রকম হুকে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঝুলছে! একধারে সাত আট জোড়া নানা-রকমের ছোট বড় মুগুর, জোড়া কতক লোহার "Dumb-bell" (ডম্বল) পাঁচ সাতটা লোহার গোলা রয়েছে দেখ্লুম। চার পাঁচ জোড়া বাঁয়াতবলা দুটো পাকোয়াজ, একটা টেবিল হারমোনিয়াম, একটা "ডোয়ার্কিন্ সনের" বক্স্ হারমোনিয়াম,—দেওয়ালে টাঙ্গানো খান কতক বেহালা, চার কোনে চারটে বড় তানপুরা,—ইত্যাদি সঙ্গীতের আসবাবপত্র দেখে বুঝলুম্,—"ফোর্ট" অধিকারীরা শুধু আবগারি প্রিয় নন্,—গীতবাদ্যেও তাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। এ ছাড়া আরও একটা জিনিষ দেখে আড্ডাধারীদের মনে মনে বহু তারিফ না করে থাকৃতে পাল্লুম না,—একধারে রন্ধনের উপযোগী পেতলের হাঁড়ি, ডিজেল, লোহার কড়া, এবং চার পাঁচটা শিকেতে কতকগুলি নতুন হাঁড়ি ঘরের শোভা সম্পূর্ণ করার জন্য "ঝুলায়মান বা বিরাজমান" শুধু তাই নয় গোটা দুই "তোলা" উনুন ঘরের এক কোনে সযত্নে রক্ষিত সুতরাং "ফোর্টে" যে কি নেই,—তাতো আমি ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারলুম না। সন্ধ্যার পরই "ফোর্টের" আড্ডাঘর জমজমাট! এক এক করে

হরেক রকমের লোক আসতে সুরু কল্লে। আমার বয়িসী তের চৌদ্দ বছরের ছোক্‌রা থেকে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত সে "ফোর্টে'র" সেপাই বা আড্ডাধারী। যে আসে সেই আমাকে দেখে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। দেসোমামা গম্ভীর হ'য়ে সবাইকে বলে—"আমার ভাগ্নে।" একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক রসিকতা করে বল্‌লেন "নরানাং মাতুলক্রমঃ সুতরাং ওতো এই কচি বয়সে এখানে আগে আসবে।" যা—হোক্ মুখুর্য্যে বাড়ীর দৌত্তুর সন্তান এবং বিধবার ওয়ারিশান্ বলে সকলেই আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন কর্ত্তে সুরু করলেন। ক্রমে আমার ফোর্টে'র আড্‌ডাটি বেশ ভাল লাগতে লাগলো। কত রকমের "বোলচাল"—কত মরার কথাবার্ত্তা, কত রসিকতা শুনলুম—খানিক পরে কি জানি কার আদেশে এক হাঁড়া সন্দেশ নিয়ে সেই ঘোষজা মশাই—আমার সামনে এনে রাখলেন। একখানা নয়, এক বাটি নয়, এক ঠোঙ্গা নয়, একটা দুটো নয়,—একেবারে এক হাঁড়া। আড্‌ডায় যে যে স্থানে ছিলেন—সবাই একবাক্যে আমাকে বল্‌তে লাগলেন—"খাও—বাবা খাও, লজ্জা কি?" কেউ বল্লেন "আমি তোমার সম্পর্কে মামা হই—" কেউ বল্লেন—"তোমার মাতামহ আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।" কেউ বল্লেন—"তোমার মাকে কত কোলে পিঠে করে ঠাকুর দেখিয়ে এনেছি।" একটা অতি অর্ব্বাচীন মাঝখান থেকে বলে উঠলে—"হরিসাধন খুড়ো (আমার স্বর্গীয় মতামহ) আর আমি একাধিক্রমে বাইশ বছর "টুনী খেমটাটলির" ঘরে মদ খেয়ে আমোদ করিছি।" আড্‌ডা শুদ্ধ লোক তাকে মার্ত্তে কেবল বাকী রেখেছিল। আমি তো বাভ্যাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। প্রথমতঃ এরা কি আমায় রাক্ষস না

কি ঠাউরেছে যে এই কাঁচা বয়সে আমি এক হাঁড়া বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়ে ফেল্‌বো ? সে সময় তামাক বা বার্ডসাই নেশা চল্‌ছিল,—বৈকালে বা দিনের বেলায় উৎকট রকমের যা হবার হয়ে গেছে,—সন্ধ্যের পর সেরকম কিছু আর কাকেও কর্ত্তে দেখিনি, তবে তাঁদের মেজাজটা এমন খোলসা হ'ল কিসে—যার জন্যে তাঁরা আমাকে এক "হাঁড়া রসগোল্লা" জলযোগ কর্ত্তে বলেন !

দেসো মামার এতক্ষণে চৈতন্যোদয় হ'ল। তিনি বোধ হয় আমার মার কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে ফেল্লেন। তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে হাঁড়াটাকে একটু সরিয়ে দিয়ে বলে উঠ্‌লো—"হাঁ—হাঁ—করেন কি আপনারা আমার সোণার চাঁদ ভাগ্নে, কত বড় লোকের ছেলে হাকিমের ছেলে—তার ওপোর রাম বাঁড়ুয্যের নাতি, কিশোরী মুখুয্যের নাৎনি হল—ওর মা, আমার ছোড়দি।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌লো ? একজন বল্‌লে—"দেসো মামা আজ একেবারে বেহেড্ হয়ে পড়েছে ;—দাও তো শালার সর্ব্বাঙ্গে এই ভিজে গামছাখানা জড়িয়ে—"

বোলবামাত্রই দেসোমামা—"বাবারে—শালারা ব্রহ্মহত্যা কল্লে—" বলেই একেবারে আড্‌ডাঘর থেকে টেনে দৌড়।

বাইরে থেকে মামা হাঁক্‌তে লাগলেন—"চলে আয় খোকা—শালা ছোটলোকদের আড্‌ডা থেকে। ছ্যা—ছ্যা—ভদ্দরলোক "কেউ কোর্টে" ঢোকে ? যত শালা ছোটলোকের মরণ বইতো নয় ! কোনো শালা ভদ্দরলোক ওখানে আছে ?"

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেসো মামা যত গর্জ্জন ও গালিবর্ষণ কর্ত্তে

থাকে,—ঘরের ভেতরে তত হাসির রোল বাড়তে থাকে। দেসোমামার এই রকম অভদ্রোচিত অকথ্য গালাগালিতে কেউ রাগ তো করেন না, উপরন্তু সবাই বেশ আনন্দ উপভোগ করেন দেখলুম। যা হোক—বাইরে থেকে দেসোমামা ঘরের ভেতরের সবাইকে গাল দেয়,—আর ঘরের ভেতর থেকে দু'পাঁচজন দেসোমামাকে বাপান্ত চৌদ্দপুরুষান্ত করেন। এই ভাবে খানিকক্ষণ বেশ মজা হ'তে লাগ্‌লো! বিমু জ্যাঠা আমার কাছে এসে একটী পরিষ্কার বাটীতে চারটী রসগোল্লা নিয়ে আমার সামনে ধরে খুব আদর করে স্নেহ-ভরে আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে বল্লে—"খাও তো দাদা—আমি তোমার মার খুড়ো হই,—তুমি আমার নাতি,—আমি আদর করে দিচ্ছি—খাও!" মহা মুস্কিলে পড়ে গেল্‌ম আর কি! ভদ্রলোক,—প্রবীণ লোক,—বৃদ্ধ লোক,—এমন আদর করে খেতে বল্‌ছে, কেমন করে কথা ঠেলি? বাস্তবিক আমি কিছুতেই "না" বল্‌তে পাল্লুম না। অগত্যা একটী রসগোল্লা তুলে নিয়ে খেলুম!

"আরে—কোথাকার হেব্‌লা ছেলেরে তুই? এমন চমৎকার রসগোল্লা।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—বক্তা স্বয়ং দেসোমামা—কখন এসে আমার পাশে জমী নিয়েছে দেখিনি।

যা হোক্ দুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল্লুম বটে, কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হ'ল,—মা টের পেলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবেন!

ঘরশুদ্ধ লোক—দুমিনিটের মধ্যে হাঁড়াশুদ্ধ রসগোল্লা—ময় রস পর্য্যন্ত নিঃশেষ করে ফেল্লে।

জলযোগ পর্ব্ব সমাধার পর দেসোমামা হার্ম্মোনিয়াম টেনে চক্ষু বুঁজে একখানি মধুর গান ধল্লেন, সে গান আমার আজও যেন কানে লেগে আছে !—

মামা শুধু মধুর কণ্ঠে—সবাইকে মুগ্ধ করেন নি,—নেশাখোর দেসো মামা গানটী খুব ভাবের সঙ্গে গেয়েছিলেন—তাই বোধ হয় অত মিষ্টি লেগেছিল।

মামার গানের সঙ্গে যদিও ক্লানেট, বেহালা, হার্ম্মোনিয়ামের সুর চলছিল,—কিন্তু সকল সুরকে ছাপিয়ে সেই মধুর কণ্ঠধ্বনি পল্লীবাসীর কানে মধুবর্ষণ কচ্ছিল! আড্ডায় তখন "গঞ্জিকা দলনে" সবাই উৎসাহান্বিত; দেসোমামার গানে সবার সে উৎসাহ যেন চারগুণ বেড়ে উঠলো! সবাই—"বেচে থাক্ বেটা দেসো—বেঁচে থাক্ রথ পর্য্যন্ত !" কেউ বল্লে—"বেটা যেন কোকিল বাচ্চা—" একজন বল্লে—"গা—গা—বেটা 'কাল্নে খাঁর' দৌত্তর—আর একটা গা—গোলাপ জলে ছাঁকা মাল,—এখুনি টিপ তৈরী করে খাইয়ে দিচ্ছি,—তোর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।"

দেসোমামা এ সব মিষ্ট-সম্বোধনে চিরভ্যস্ত—বেশ বোঝা গেল! সুতরাং এতে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে পুনরায় গান ধল্লেন—

গান শেষ করে হার্ম্মোনিয়ামটা হঠাৎ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে দেসোমামা আমাকে বল্লেন—"তুই একটা গা খোকা—বলেই চক্ষু বুঁজে একটা পাকানো বার্ডশাই ধরিয়ে গাঁজার কলকে ধরার কায়দায় দু'হাতে দশ আঙ্গুলে বাগিয়ে ধরে—শোঁ-শোঁ করে টানতে লাগলেন—যে দু'চার টানে সেই তিন ইঞ্চি লম্বা বার্ডসাইটা নিঃশেষ হবার উপক্রম।

দেসোমামা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বল্লেন—"গারে খোকা—শীগ্‌গির গেয়ে নে—এখনি বাড়ী যেতে হবে। ছোড়্‌দি তোকে অনর্থ কর্ব্বে—এমন রাগী নয়—হুঁ—হুঁ জানিস্ তো?"

আমি গাইব কি? দেসোমামার হঠাৎ একি খেয়াল হ'ল আবার! আমাকে নীরব দেখে—সবাই আরম্ভ কর্‌লে—"গাও—গাও—তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি—তুমি বেশ গাইতে পার।"

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বল্লুম—"আমি গাইতে জানিনা মশাই।"

একজন বল্‌লেন—"তা কি হয়? মুখুয্যে বংশের দৌত্তুর সন্তান—বাগ্‌বাজারে মামা বাড়ী—বাদুরবাগানে বাপের বাড়ী—তুমি গাইতে জান না—এও কি সত্য কথা?"

দেসোমামা মহা রাগত হয়ে বল্‌লেন—"কেমন ভদ্রলোকের ছেলে-রে তুই—ভদ্রলোকদের মান রাখতে জানিস্ না? চট্ করে একখানা গেয়ে ফেল্‌না। বড় মুখ করে আমার ভাগ্নে বলে পরিচয় দিয়ে তোকে এনেছি—"

বিনু জ্যাঠা বল্লেন—"তুই থাম্ দেসো—ছেলেমানুষ—ভড়্‌কে যাবে!—ঐ গাইছে—"

কি করি?—না গাইলে তো ছাড়ান্ নেই। একখানা গেয়ে ফেল্লুম!—

"যদি সারাটী জীবন, কাঁদাবে এমন,
(তবে) প্রাণমন কেন হরেছিলে।
যদি নিরবধি আঁধারে, ত্যজিবে আমারে
(কেন) আশার প্রদীপ জেলেছিলে॥

যদি, বিরহের বিষে, পোড়াইবে শেষে,
কেন, প্রেমসুধা প্রাণে বরষিলে ;
যদি, পায়ে ঠেলে চলে, যাবে অবহেলে,
কেন, ভালবেসে বুকে ধরেছিলে ॥”

কোন রকম ঘাড় নিচু করে গান গেয়েই—তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। ঘরে দেখি লোক ধরে না। ভেবেছিলুম—গান শুনে সবাই হাস্‌বেন। বুঝলুম—সকলে যথার্থই খুসী হয়েছেন এবং এত তারিপ কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন—যে, বাস্তবিক সে “তারিপ বাহবা”—ইত্যাদির জ্বালায় আমার প্রাণান্ত হবার উপক্রম। দেসোমামা আধ-পোড়া চুরুটটা আমার হাতে দিয়ে ফুর্ত্তিতে বলে উঠ্‌লো—“কোসে মারো দম্ বাপধন।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মাস দুই মামার বাড়ীতে বসবাস করে আমি এই বারো তেরো বছর বয়সেই দস্তুর মত সকল বিষয়ে বেশ "নায়েক" হয়ে উঠলুম। তামাক, চুরুট, সিদ্ধিতে আমি বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করেছিলুম। প্রত্যহ "আখ্‌ড়ায়" গিয়ে গান বাজনা অভ্যাস কর্ত্তুম। কতরকমের ইয়ারকি রসিকতার কথা যে সে বয়সেই শিখেছিলুন তা বলবার নয়। আমার কথা শুনে সকলেই বল্‌তো—"উঃ—এইটুক্‌ ছেলের কথায় যেন ক্ষুরের ধার।" চুল ছাঁটা টেরি কাটার বাহারে চেহারায় বেশ একটু নতুনত্ব হয়েছে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লুম।

বোশেখ মাসের শেষাশেষী মার সঙ্গে বাদুরবাগানের বাড়ীতে ফিরে এলুম। আমার বৈমাত্রেয় ভগ্নী "নলিনীর" বিবাহ। সুতরাং মামার বাড়ীর বিষয় আশয়ের পাকা রকম কিছু ব্যবস্থা না করেই বাধ্য হয়ে মাকে

চলে আসতে হ'ল। এবার বাড়ীতে এসে আমার খাতিরটা ছেলেমহলে যেন কিছু বেশী রকমের দেখ্‌লুম। দাদাবাবু আমাকে দেখে খানিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন—"বাঃ—দিব্য চেহারা হয়েছে তো! টান্‌তে টুন্‌তে শিখিছিস্?" ঠাকুমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন; ঠাকুদ্দার কথা শুনে বল্‌লেন—"শিখ্‌বে বইকি! কেমন লোকের নাতি!"

নলিনীর বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছে, সপ্তাহ খানেক মাত্র বাকী। পাত্রটির বাপ মা নেই; পাত্রের কাকা নিঃসন্তান তিনিই অভিভাবক। পরিচয় বিশেষ কিছু তখন শুনিনি। বিবাহের তিনচার দিন পূর্ব্বে শুনলুম, নলিনীর বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখ্‌তে হবে। বাবা সকালবেলা গম্ভীর মুখে বৈঠকখানায় বসে আছেন। আমি এক পাশে বসে প'ড়ছি। সেদিনটা ছিল রবিবার। হঠাৎ দাদাবাবু ঘরের ভিতর এসে উপস্থিত হ'লেন। বাবা যেমন ঘাঁড় হেঁট করে বসেছিলেন, সেই রকম বসেই রইলেন।

দাদাবাবু একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে কথা আরম্ভ কর্‌লেন—"কিছু সাব্যস্ত কর্‌লে?"

বাবা বল্‌লেন—"না, এখনও কিছু সাব্যস্ত কর্ত্তে পারিনি!"

"পরশু গায়ে হলুদ। এখনও যদি সাব্যস্ত না কর্ব্বে, তা'হলে কর্ব্বে কবে?"

"আপনি যা অনুমতি কর্ব্বেন—আপনি যে রকম সাব্যস্ত কর্ব্বেন, সেই রকমই হবে।"

"আমি সাব্যস্ত তো গোড়া থেকেই করেছি—নতুন করে আর কি কর্ব্ব। আমি এক পয়সাও দিতে পার্ব্ব না। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা আমার দেনা। সিরাজগঞ্জের Agencyর ম্যাক্‌ফার্‌সন সাহেব—

শুনেছি নাকি—আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার গোলমাল করেছে। বড় সাহেব বলে—আগে টাকাটা Deposit দিয়ে তারপর তদ্বির করো। এই পঞ্চাশ হাজার টাকার এক টাকাও জোগাড় হয়নি, এ অবস্থায় তোমার মেয়ের বিয়েতে আবার পাঁচ সাত হাজার টাকা কোথা থেকে বের করি?”

এমন সময় মেজ কাকা সকাল বেলাতেই একগাল পান চিবুতে চিবুতে ঘরে এসে ঢুকলেন। চক্ষু দুটি রাঙ্গা করমচার মত, মুখখানা লাল টুক্‌টুক্ কচ্ছে, গা দিয়ে উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে, এসে বস্‌লেন আমার গা ঘেঁসে, দাদাবাবু এবং আমার বাবার কাছ থেকে দেড়হাত তফাতে। কথা-বার্ত্তার মাঝখানে তিনি নিজের মুরুব্বিয়ানা চালে বলে ফেল্‌লেন—“এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার কি? সরকার মশাইকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও বড়দা—অনিবার্য্য কারণে বিবাহ আপাততঃ বন্ধ। ব্যাস সোজা কথা।” মেজ কাকার কথায় কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। দাদাবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বল্লেন—“তুমি যে কোনো কথাই কইছ না গনেশ! কি কর্ব্বে বল।” বাবা বল্লেন—“এতদূর এগিয়ে হঠাৎ বিয়েটা বন্ধ করা কি ভাল হবে? আমি যদি কোন রকমে টাকা যোগাড় কর্ত্তে পারি!”

দাদাবাবু বল্লেন—“তোমার মার হাতেও তো একটি কপর্দ্দক নেই শুন্‌লুম—”

মেজকাকা একটু রুক্ষস্বরে বল্লেন—“আর থাক্‌লেও—বড়দার জন্যে প্রত্যেক বার মা কেন টাকা বার কর্ব্বে? এ তো বড় আবদার কম নয়! বাবা অপরাধীর মত চুপ করে রইলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যান্য

কাকারা আমার বৈমাত্রেয় ভায়েরা একে একে এসে ঘরের ভেতর জেঁকে বসলেন। বাবাকে যেন সপ্তরথীতে ঘেরে ফেল্ল। বাবাকে নীরব দেখে দাদাবাবু বল্লেন—"তোমার হাতে কত টাকা মজবুত আছে শুনি।"

বাবা মুখ তুলে চেয়ে বল্লেন—"আমার হাতে কোথা থেকে থাকবে বলুন? যা দুশো একশো ব্যাঙ্কে আছে তাতে তো আর মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না—"

মেজকাকা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন—"বাবার কথাটা বুঝ্‌তে পারলে না বড়দা? তোমার হাতে, মানে, বড় বৌদির হাতে—"

"এক পয়সাও নেই।"

বলেই বাবা জানালার পানে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে কি জানি ভাবতে লাগ্‌লেন।

সেজকাকা (কমল চন্দ্র) ঘরে ঢুকে পর্য্যন্ত কোন কথা কন্‌নি! হঠাৎ তিনি মেজকাকার দিকে চেয়ে বল্লেন—"তুমি যেমন মুক্ষু সেজদা তাই বড়দাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছ—বড় বৌদির হাতে টাকা আছে কি না! বড় বৌদির হাতে তো সব। সেই তো হ'ল Bongal Bank।"

বাবা একটু বিরক্ত হয়ে সেজকাকার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—"গুরুজনের সাম্‌নে একটু সংযত হয়ে কথা ব'লতে শেখো কমল—"

খুব চড়ে উঠে সেজকাকা বাবার কথায় বাধা দিয়া বল্লেন—"সত্য কথা বল্‌ব তার আর সংযত অসংযত কি? বড়বৌদির হাতে টাকা নেই তুমি বল্‌তে চাও?"

বাবা ধীরভাবে বল্লেন—"কিসে বুঝলে তুমি?"

মেজকাকা বল্লেন—"ও একা বুঝবে কেন? সবাই তা বুঝেছে।

তোমার এই সব "মা মরা" কচি কচি ছেলেরা পর্য্যন্ত জানে—তাদের বাপের যা কিছু নগদ/টাকাকড়ি সবই তাদের বিমাতার আয়ত্তে—".

মেজকাকার কথা শুনে বৈমাত্র ভায়েরা সবাই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বাবা বিশেষ প্রতিবাদ না করে শুধু বল্লেন—"সবাই যদি জোর করে বল, তা'হলে আমি নাচার। কিন্তু আমি বল্‌ছি—"সকলের এ ধারনা অত্যন্ত ভুল।"

সেজকাকা বিদ্রূপের হাসি হেসে মেজকাকার দিকে চেয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—"আমাদের আগা-গোড়া সবই ভুল, সবই মিথ্যে! বাগবাজারে অন্নপূর্ণা পূজোয় দু'চার হাজার টাকা এক রাত্রে খরচ করে —ধূমধাম লাগিয়ে দেশশুদ্ধ লোকজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো, যাত্রা, থিয়েটার নাচ গান ইত্যাদি—এই সমস্তই ভুল।"

দাদাবাবু চক্ষু বুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে এতক্ষণ নীরব হয়ে গুড়গুড়ির নলে মুখ দিয়ে আরামে "তাম্রকুট সেবন" কচ্ছিলেন। সেজকাকার কথায় একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লেন—"তুমি চুপ কর কমল! বাগবাজারে কি হয়েছে না হয়েছে, সে খোঁজে আমাদের কোন দরকার নেই।" বলেই বাবার দিকে চেয়ে আবার আরম্ভ কল্লেন—"তুমি আমার বড় ছেলে, লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছ, হাকিমি কর, বুদ্ধিশুদ্ধি যথেষ্ট আছে —একথা দশে ধর্ম্মে সবাই বলে। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম আমি—যে আমার ছেলে হয়ে, আমরা বর্ত্তমান থাক্‌তে—তুমি কি হিসেবে এই বুড়ো বয়সে শ্বশুর বাড়ীতে দু'পাঁচ হাজার টাকা খরচ দিয়ে' ধূমধাম করে অন্নপূর্ণা পূজো করেছ? টাকা খরচ করে পৈতৃক

ভিটেতে বাপ, মা, ছেলেমেয়ে, ভাই, বোন, আত্ম-কুটুম্ব নিয়ে আমোদ করলে কি নাম হোতো না? না তাতে আনন্দ হ'ত না? ছিঃ—তুমি যে এতটা একেবারে "বে-হেড" হ'তে পার তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

ঠাকুদ্দার কথা শুনে বাবার মুখখানি যেন সাদা হ'য়ে গেল। চোক্ দুটী তাঁর ছল-ছল কর্ত্তে লাগলো। মনে হ'ল—হয়তো বা এখনি তাঁর চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা বইবে। কোন মতে আত্ম-সম্বরণ করে তিনি বল্লেন—আপনি বাপ, গুরুজন—আপনার কাছে মিথ্যে বলব না। পাকে চক্রে পড়ে আমি শ্বশুর বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজার জন্যে কিছু টাকা দিয়েছিলুম বটে—কিন্তু সে অত টাকা নয়।"

ঠাকুদ্দা বল্লেন—"অত টাকা নয় তো কত টাকা শুনি।"

বাবা বল্লেন—"আটশো টাকা। আর সে টাকা "বাড়ীর ভেতোরের" (অর্থাৎ আমার মায়ের) জলপানি মাসোয়ারার টাকা থেকে জমানো। যদি বিশ্বাস করেন তাহ'লে আমি শপথ করে বল্‌তে প্রস্তুত আছি যে আমার শ্বশুরের এক আত্মীয় অত্যন্ত হীন চাতুরী করে আমার কাছ থেকে ঐ আটশ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। আমার নিজের ইচ্ছায় সাধ করে টাকাটা সেখানে অন্নপূন্না পূজোতে contribute করিনি।"

"ও সব কথা কচি ছেলেদের বুঝাও গিয়ে গণেশ!" বলেই ঠাকুরদ্দা তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চক্ষু বুঁজে গুড়গুড়ির নল মুখে করে টান্‌তে লাগলেন।

মেজ কাকা বল্লেন—"তাহ'লে বাবা আপনি সরকার মশাইকে দিয়ে পাত্রের বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়ে দিন যে বিয়ে আপাততঃ বন্ধ রইল।"

ঠাকুদ্দা বাবাকে বল্লেন—"কি বল গণেশ?"

বাবা বল্লেন—"তা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? পাকা দেখা হয়ে গেছে, নেমতন্ন পত্র ছাপা হয়ে গেছে, বিয়ের জিনিষপত্র সব অর্ডার দেওয়া হয়েছে—"

ঠাকুদ্দা বল্লেন—"তাতে হয়েছে। কিন্তু টাকা কোথায়?"

সেজ কাকা বল্লেন—"সে ভাবনার আপনার দরকার কি বাবা? যার মেয়ে সে বুঝবে! আপনি অনর্থক মাথা ঘামিয়ে মরেন কেন? আর সত্যি কথাই তো! এতদূর এগিয়ে—কোন্ আক্কেলে বিয়ে বন্ধ কর্ব্বার জন্যে এ বাড়ী থেকে পত্র যাবে? অন্ততঃ আপনি যখন বর্ত্তমান রয়েছেন।"

মেজ কাকা তখুনি সায় দিয়ে বল্লেন—"বটে তো? বড়দাই যেন বাপ-দাদার মানমর্য্যাদা, বংশের নামসম্ভ্রম গ্রাহ্য করেন না! তা বলে তো আমরা সেটা বরদাস্ত কর্ত্তে পার্ব্ব না? বড়দা বুঝেন শ্বশুর বাড়ীর মানমর্য্যাদা, শ্বশুর বাড়ীর নাম ডাক। বড়দার সদাই ভাবনা—কিসে বড়বৌদির মনস্তুষ্টি কর্ব্বেন—"

যা কখনো দেখিনি শুনিনি—যা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি, হঠাৎ তাই আজ চোখের ওপোর দেখলুম—শুনলুম। বারুদের স্তূপে আগুনের কিন্‌কি পড়লে যেমন একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়—মেজ কাকার এই শেষ কথাটায় বাবা একেবারে সেই রকম জ্বলে উঠে চীৎকার করে বল্লেন—"মুখ সামলে কথা কোস্ গোপাল ষ্টুপিড...রাস্কেল...পাজী... বদ্মাস! ফের্ যদি এ রকম বেফাস কথা কইবি...এক লাথিতে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো..."

কথাগুলো বলতে বলতে মুখ চোখ রক্তবর্ণ করে বাবা দাঁড়িয়ে উঠে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলেন।

বার বাড়ীতে যে যেখানে ছিল...সবাই সেই বৈঠকখানা ঘরের দিকে ছুটে এল। মেজ কাকা কি একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিলেন...বাবা তাঁর মুখের কাছে একটা আঙ্গুল খাড়া করে বল্লেন...One word more & I will kick you out at once...রাস্‌কেল! এত বড়স্পর্দ্ধা তোমাদের? বড় ভাই বলে এতটুকু কর্‌লেও বাপের সাম্‌নে বসে, ছোট লোক ইতরের মত কথা কইতে আরম্ভ করেছ? অনেকক্ষণ সহ্য করেছি...চিরদিন তোমাদের অত্যাচার সহ্য করে এসেছি! কত সয়? রক্তমাংসের দেহে মানুষ আর কত সহ্য কর্ত্তে পারে?" বলেই বালকের মত হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন; বাবার কাঁদা দেখে আমিও কেঁদে ফেল্লুম।

চোক্ মুছে দেখি...লোকের ভীড় ঠেলে ঠাকুমা বৈঠকখানায় বাবার পাশে এসে...আদর করে বাবার হাতটী ধরে বাবাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে চল্‌লেন। নিরীহ মেষ শাবকের মত কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বাবা ঠাকুমার সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন।

* * * * *

নলিনীর বিবাহ বন্ধ হ'ল না। লোক দেখানো ধুমধামে বড়লোক রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যে মশায়ের পৌত্রীর বিবাহ হয়ে গেল। খুব "ইংরিজি বাজনা বাদ্যি" করে "খাস্ গেলাসের রোশনি করে বর এসে আসরে বরের সিংহাসনে বোসলো।"

বরের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, একি...এ যে আমার সেই প্রাণের বন্ধু...যশোর স্কুলের সহপাঠি "রাজেন"...যশোরের সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ রামপ্রসাদ চাটুয্যের ছেলে।

আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে একেবারে বরকে জড়িয়ে ধরে বল্লুম ..."রাজেন! তুই নলিনী দিদির বর?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মা লক্ষ্মী চিরদিন অচলা হয়ে কোনো সংসারে কখনো থাকেন না, এ কথা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যাকে উপলক্ষ করে তিনি প্রথমে "নারিকেলাম্বুবৎ" সংসারে ঢোকেন, তাঁর জীবদ্দশাটায় "ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ"—ধুলো মুঠো ধর্‍লে সোনা মুঠো ইত্যাদি চলিত কথাগুলোর স্বার্থকতা প্রায়ই দেখা যায়। খুব পুণ্যবানের সংসারে হয়তো প্রথম পুরুষের (Generationএর) পর দ্বিতীয় পুরুষটাতেও ঐ ভাব বজায় থাকে। তৃতীয় পুরুষেই যে "ভাঙ্গোন্" অনিবার্য্য—তার দৃষ্টান্ত শতকরা সাড়ে নিরেনব্বুইটা সংসারে মিলিয়ে পাওয়া গেছে। সে রকম সকল দিকে "বোল্-বলাও" কিছুতেই বজায় থাকে না, তা সেটা পয়সার দিক থেকে বা বংশ রক্ষার দিক থেকেই হোক। অজস্র ধনদৌলত আছে, অথচ ভোগ কর্ব্বার কেউ নেই, অথবা ছারপোকার বংশ বৃদ্ধির মত যতদিন যাচ্ছে—কেবল বংশই বৃদ্ধি হ'চ্ছে কিন্তু তাদের

দিনান্তে অন্নমুষ্টি পর্য্যন্ত জোটা ভার—এমন অবস্থা! হয়তো সেই বংশ-জাত কোনো হতভাগ্য সপরিবারে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন কচ্ছে,—এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সব দেখে শুনেই বুঝি শঙ্করাচার্য্য লিখে-ছিলেন—"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং,—হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং ?"

পিতামহ রামচন্দ্র বাঁড়ুয্যে মশায়ের জীবদ্দশাটা পর্যন্ত লোক দেখানো বড় মানুষি চালে সংসার বেশ চলেছিল। যদিও "ভাঙ্গোন্" আরম্ভ হয়েছিল তাঁরই শেষ দশা থেকে, তবু বাদুড়বাগানের বাঁড়ুয্যে বংশ ক'ল্‌কাতার সহরে একটা বোনেদি বড়লোকের ঘর বলে বাজার খুব সরগরম করে রেখেছিল। ঠাকুদ্দা মশাই নিজে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল—অমিতব্যয়ী ছিলেন,—সে জন্য একদফা "পয়সা" নষ্ট তো হতোই, তার ওপোর—আমার "গো বেচারী" বাবা ছাড়া,—বাড়ীর টিক্‌টিকীটা পর্য্যন্ত সবারই "নবাবি চাল" হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই,—অথচ রাজারাজাড়ার মত ব্যয় আছে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ভাগ্যবান হরিরাম বাঁড়ুয্যের ঐশ্বর্য্য কদিন অটুট—অক্ষয়—অব্যয় থাক্‌তে পারে? তিন চারটী—"হৌসের" মুৎসুদ্দি হওয়াতে ঠাকুদ্দার আয় সেদিক থেকে নেহাৎ অল্প ছিলনা বটে,—কিন্তু মাঝে মাঝে লোকসানের ধাক্কা সামলাতে তাঁর "হৌসের" আয়ে সঙ্কুলান হওয়া চুলোয় যাক্—ঘর থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে "এণ্ড কোম্পানীদের" দিয়ে আসতে হ'ত। তিনি নিজে যেমন মদ্যপায়ী—চরিত্রহীন—দাম্ভিক—"সবজান্তা" ছিলেন "হৌসের" কাজেও বেছে বেছে কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর্ত্তেন—সেই শ্রেণীর লোকদের!

"হৌসের" কাজের সঙ্গে তাঁর টাকা নিয়েই সম্বন্ধ। সেই "টাকার" কাজে রীতিমত জামিন নিয়ে, সুচরিত্র কাজের লোক নিযুক্তকল্পে—তবেই না সকল দিকে মঙ্গল হ'ত? কিন্তু তা তো তিনি কর্ত্তেন না; লোকের মুখে শুনেছি "অবিদ্যামহল" থেকে জোর সুপারিশ নিয়ে যদি কেউ তাঁর কাছে চাকুরীর আবেদন কর্ত্ত—তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিনি মোটা মাইনে দিয়ে "হৌসে" ক্যাশের কাজে নিযুক্ত কর্ত্তেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই কোম্পানীর তহবিল-তছুরু-পাত করে তাঁর কতটাকা যে লোকসান করিয়াছে তার আর ইয়ত্বা নেই। চাকরীর জন্যে ঠাকুদ্দার কাছে এসে কেউ দাঁড়ালে তিনি সব আগে তাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তেন—"তোমার রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে?" থাক্‌লে তখুনি চাক্‌রী। না থাক্‌লে অম্নি অম্নি বিদায়! ঠাকুমা নাকি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ঠাকুদ্দা বলেছিলেন—"আরে বুঝলে না—মেয়ে মানুষ বাঁধা থাকলে বেটা ক্যাশ ভেঙ্গে কোথাও পালাতে পার্ব্বে না। সহজেই ধরা পড়বে!" চমৎকার যুক্তি।

যাক্। এই তো গেল ঠাকুদ্দার জীবদ্দশাতেই আমাদের সংসারের আর্থিক অবস্থা। তবু সুখে দুঃখে শান্তিতে অশান্তিতে বাইরের বড়-মানুষি চাল বজায় রেখে সকলে "তালে-গোলে" কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিলুম। সংসারে সকল দিকে মানিয়ে জুনিয়ে—ওরই মধ্যে সকলকে তুষ্ট করে বুঝিয়ে সুজিয়ে অতিকষ্টে পারিবারিক শান্তিটাকে জোর করে ধরে রেখেছিলেন—আমার সতীলক্ষ্মী পিতামহী কিন্তু—সব ঘুলিয়ে গেল—সকল দিকে ওলোট-পালোট হ'ল—বাড়ুয্যে সংসার হ'তে শান্তিদেবী, সঙ্গে সঙ্গে মা লক্ষ্মী চিরবিদায় গ্রহণ করলেন সেইদিন—

যেদিন আমার পিতামহী অনন্তশয়নে চিরনিদ্রায় অভিভূতা হয়ে বাড়ুয্যে সংসারকে লক্ষ্মীহীনা করে চলে গেলেন।

ঠাকুর্দ্দা আর অন্দর মহলে ঢোকেন না। শোকে—দুঃখে—পত্নী বিরহের বেদনায় নিশ্চিন্ত হয়ে—নির্ভয়ে—নির্ব্বিবাদে জীবনের বাকী কটা দিন মনের সাধ মিটিয়ে "আমোদে প্রমোদে" দিবারাত্রি বিভোর হয়ে কাটাবেন ব'লে। বয়েস প্রায় আশী বছরের কাছাকাছি,—কিন্তু—আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে সে বয়সেও তাঁর এই সব জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্তি ও রুচি ছিল!

মেজ কাকা, সেজ কাকা লেখাপড়া সাঙ্গ করেই ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে "হৌসে" বেরুতেন। বেতন অবশ্য মোটা রকমেই পেতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের ছেলেদের বাবুয়ানির খরচ কুলোতো না বলে—প্রতিমাসে ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে টাকা নিতে হ'ত। মাঝে মাঝে পিতাপুত্রদের টাকা নিয়ে খুব বচসা হ'ত শুনতে পেতুম। ছোটকাকা (কনক চন্দ্র) মাসের মধ্যে বাইশ দিন বাড়ীতেই থাকতেন না। তাঁর একটী "মুসলমান বাইজি" রক্ষিতা ছিল; তাঁর প্রেমেই তিনি বিভোর হ'য়ে থাকতেন। ঠাকুর্দ্দার সব চেয়ে তিনিই ছিলেন— "আদরের ধন!" তাঁর সমস্ত খরচপত্র ঠাকুর্দ্দা খুব আনন্দের সহিত বরাবর জুগিয়ে যেতেন।

বাবা "ছ-শো" টাকা বেতন পেতেন। মাসটী কাবার হ'লেই সংসার খরচের জন্য চারশো টাকা পিতামহের হাতে দিতেন। বাকী দুশো টাকা নিজের হাত খরচের জন্য বাপের সম্মতিক্রমে রাখতেন। সেই দুশো টাকাতে আমাদের কয় ভাইয়ের স্কুল কলেজের মাইনে,

মার হাত খরচ—বাবার নিজের দু'দশ টাকা বাজে খরচে ব্যয় হ'ত সুতরাং বাবার হাতে টাকা জম্‌বার কোন উপায় ছিল না।

যাক্—এইবার পারিবারিক গোটা কতক কথা ব'লে—আমি আমার বংশের প্রত্যেক চরিত্র বর্ণনায় বিরত হব। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—দু'পুরুষের মধ্যে বাদুড়বাগানের হরিরাম বাড়ুয্যে মহাশয় হ'তে উদ্ভূত এ সংসারে এত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে, যে আগাগোড়া প্রত্যেকটীর ইতিহাস বিবৃত কর্ত্তে গেলে, দস্তুর মত একখানি অষ্টাদশ-পর্ব্বের কলির মহাভারত গ্রন্থ লিখিত হয়ে পড়বে। বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিমতী পাঠক পাঠিকাগণের কাছে যতটা আমার বাল্য ইতিহাস এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেছি—তাই থেকেই তাঁরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পার্ব্বেন,—শুদ্ধ আমার পিতামহের নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁর পৌত্র দৌহিত্রের অশুভ ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য্য হয়েছিল কি না!

নলিনীর বিবাহের জন্য সমস্ত টাকা বাবাকেই সংগ্রহ কর্ত্তে হয়েছিল,—অবশ্য—কর্জ্জ করে। বাবার সেই সাত হাজার টাকার ঋণ দুর-দৃষ্টক্রমে তিনি নিজে, শোধ কর্ত্তে সক্ষম হন্‌নি। সে ঋণ শোধ করেছিলুম—আমি। কেমন করে,— তা পরে জানাবো।

নলিনীর বিবাহের পর,—বাবা মেজকাকার কাছে গিয়ে অপরাধীর মত (বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে) তাঁর দুটী হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। মেজ কাকা ক্ষমা কল্লেন বটে,—কিন্তু মুখের ওপোর এ কথাটাও জানিয়ে দিলেন—"তোমার ওপোর আমার কোন রাগ নেই বটে,—কিন্তু বড় বৌদির অহঙ্কার অমি কখনই সহ্য কর্ত্তে পার্ব্ব না।"

বাবা জিজ্ঞাসা কল্লেন—"সে বেচারীর অহঙ্কারটা কিসে দেখলে শুনি ?"

মেজ কাকা বেশ গরম হয়েই ব'ল্লেন—"আরে বাপ রে! অহঙ্কার নয়? তেজে অহঙ্কারে একেবারে ফেটে পড়েছে! আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা কওয়াই চুলোয় যাক্, বাবাকে পর্য্যন্ত তিনি গ্রাহ্য করেন না,—অপমান কর্ত্তেও কসুর করেন না?"

বাবা খুব শান্ত ভাবে বল্লেন—"কথা সে খুব বেশী কারুর সঙ্গেই কয়না,—কিন্তু গুরুজন কিম্বা সংসারের কোনো আপনার জনকে সে অসন্মান কি অনাদর করে,—এ কথা কখনো শুনিনি।"

মেজ কাকা একটু শ্লেষের হাসিচ্ছলে বল্লেন—"রাগ কোরোনা বড় দা,—বড় ভাই বলে তোমাকে কিছু বল্‌তে পারিনা বটে কিন্তু তোমার ন্যাকামির কথা শুন্‌লে পিত্তি শুদ্ধ জলে যায়। তুমি ধর্ম্ম কথা কও দিকি—বড়বৌদি নিজের চালে থাকেন না?"

বাবা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এর মানে তো বুঝলুম না গোপাল! স্ত্রীলোক "চালে" থাক্‌বে কি রকম? বিশেষতঃ শ্বশুর বাড়ীতে?"

মেজ কাকা। "মনে আর তুমি বোঝোনা...এতদিন হাকিমি ক'চ্ছ "চাল" মানে "অহঙ্কার।" এই তো বাড়ীতে এত বৌ-ঝি সব রয়েছে,... সবাই সবাকার সঙ্গে বস্‌ছে দাঁড়াচ্ছে...হাসছে...কথা কইছে...তাস খেল্‌ছে...গল্পগুজব কচ্ছে। কিন্তু...কখনো বড়বৌদিকে কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে দেখ্‌তে পাও? জানেন কেবল রান্না ঘরটী আর নিজের শোবার ঘরটী! তোমাদের সেজ-বৌ বলেন...দিদি কেবল

সংসারে কাজ নিয়েই লোক দেখানো ব্যস্ত থাকেন। সবাইকে জানাতে চান…মস্ত বড় কাজের লোক,…তিনিই যেন বাড়ীর সর্ব্বে সর্ব্বময়ী!"

বাবা এবার হেসে ফে'ল্লেন,…খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব'ল্লেন… "তাহ'লে তোমরা বল্‌তে চাও, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকাটাও তার দোষ? আর…হ্যাঁ, আর একটা কথা যে কি বল্লে গোপাল,… ভাল বুঝতে পাল্লুম না; তোমাদের বড় বৌদি কারুর সঙ্গে মেলা· মেশা করেন না? তার মানে পুরুষদের সঙ্গে বল্‌ছ?"

মেজ কাকা বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'ল্লেন…"ছোট ভায়ের সঙ্গে ঠাট্টা ক'চ্ছ বড়দা? খুব বিদ্যে তো?"

বাবা কিন্তু তিলমাত্র রাগ না করে…সেই রকম হেসে হেসেই বল্‌তে লাগলেন,…"ঠাট্টা করিনি গোপাল,…তোমার কথাটা বুঝ্‌তে পারিনি…তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি। রাগ কোরোনা ভাই, আমি সবই জানি সবই বুঝতে পারি…সে তোমাদের সবাকার চক্ষুশূল! কুক্ষণে তোমাদের বাড়ীতে এসেছিল,…কুক্ষণে আবার আমি বিবাহ করেছিলুম! যাক্…যা হ'য়েছে…তাতো আর ফিরবে না! আমি অনুরোধ কচ্ছি, তাকে ক্ষমা না কর্ত্তে পারো আমি বড় ভাই… আমার ওপোর রাগ করে থেকোনা,…"

মেজকাকা বাবার কাতরতায় তিল মাত্র দুঃখ অনুভব কল্লেন না; বুঝ্‌তে পাল্লুম।

বাবা মা সংসারে যতই নির্ব্বিরোধী হয়ে থাক্‌বার চেষ্টা করুন,… বেশ দেখতে পেতুম;…বাড়ী শুদ্ধ সকলেই যেন তাঁদের সঙ্গে পায়ে পড়ে ঝগড়া বিবাদ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তেন! পুরুষ মহলে বাদ-বিসম্বাদ

যত হোক্ ..না হোক্, পিতামহীর মৃত্যুর পর বাড়ীর ভেতর দিনরাত্রি যেন "চুলোর আগুন" জ্বলেই আছে। অন্দরমণ্ডলে এ অশান্তির মুলাধার ছিলেন...আমার সেই পিসিমা...ঠাকুরমার মৃত্যুর পর যিনি যথার্থই সে সময়ে বাড়ীর "গিন্নীর" পদে অভিষিক্তা হয়েছিলেন, অবশ্য আমার পিতামহের আদেশ এবং ইচ্ছায়। শুধু যে আমার মার সঙ্গে "ছল" করে তিনি ঝগড়া কর্ত্তেন তা নয়, বাড়ীর কোনো স্ত্রীলোক তাঁর কাছে লাঞ্ছিতা অপমানিতা না হয়ে "পার" পেতো না। যে মুখ বুঁজে চুপ করে সরে যেতে পার্ত্তো, সেদিন "ঝগড়া ঝাঁটী" চীৎকার গোলমাল অল্পে অল্পে শেষ হ'ত। কিন্তু মেজাজ তো সকলকার সব দিন সমান থাকে না। বাস্তবিক যে নিরপরাধী সে হয়তো পিসিমার অন্যায় কথায় বা আচরণে একটু আধটু প্রতিবাদ কর্ত্ত। ব্যস্...তাহ'লেই একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। আমার বৈমাত্র ভাইগুলিকে পিসিমা অন্য কোন বিষয়ে "তৈরী" করে উঠাতে পারুন আর না পারুন...পদে পদে আমার মাকে কটুকথা বল্‌তে অপমান কর্ত্তে রীতিমত শিক্ষা দিতেন। পিসিমার প্রশ্রয়ে বড়দা (দ্বীপেন) এমন বেড়ে উঠেছিল যে একদিন কি একটা সামান্য কথায় আমার মাকে "হারামজাদী" ব'লে তেড়ে মার্ত্তে পর্য্যন্ত গিয়েছিল।

কিন্তু...ঈশ্বরেচ্ছায়—আমিও ক্রমে যখন বেশ "মাথা ঝাড়া" দিয়ে উঠলুম...এবং জন সমাজে একজন "কাঠ গোঁয়ার" বলে আমার একটু "সুনাম" বেজে উঠলো...সেই সঙ্গে আমার মায়ের ওপোর অত্যাচার... যার তার কাছে আমার মার অপমান...মায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করা...ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ক্রমে বিশেষ রকম কম পড়ে এলো। বিশেষতঃ একদিনের একটা ঘটনায়।

আমি তখন এনট্রেন্স ক্লাশে পড়ি। টেষ্ট্ একজামিনের আর দিন আটেক বাকী আছে। হঠাৎ আমার সেজদা দীনেন্ আর আমার পিস্‌তুতো ভাই রমেশ সন্ধ্যের সময় আমার কাছে এসে বল্লে... "আত্মারাম...চল...ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রশেখর" প্লে দেখে আসি। খুব চমৎকার হয়েছে...গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ শৈবলিনীর সাঁতার...ওঃ...কি Grand বলেই দু'জনে খুব উৎসাহে গলাবাজী করে চন্দ্রশেখর নাটকের অভিনয়ের দৃশ্যপটের সুখ্যাতি কর্ত্তে লাগলো। সাম্‌নে একজামিন্... এসময় থিয়েটার দেখ্‌তে যাই কি করে? মা কি যেতে দেবে ভাই... কথা কটী আমার শেষ হতে না হতেই মা সেই ঘরে এসে উপস্থিত। আমি কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আগেই মা বল্লেন..."আজ বাদে কাল একজামিন্...এ সময় থিয়েটার দেখ্‌তে না গেলে চ'ল্‌বে কেন?" দীনেন্ দাদা (অর্থাৎ সেজদা') বল্লে..."একদিন রাত্রে দু'ঘণ্টা না পড়লেই বুঝি ছেলে মুক্ষু হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ...যাবে! থিয়েটার দেখতে হয়...তোমরা নিজেরা দেখগে...ওর মাথাটা খেতে এসেছ কেন?"

রমেশদা' ইয়ারকির সুরে মাকে বিদ্রুপ করে অম্লান বদনে বল্লে... "বুঝলে না বড়মামী...তোমার খোকার মাথাটী যে কেষ্টনগরের সরভাজা..."

হঠাৎ ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে মা চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন..."কি বল্লে নচ্ছার...বদ্‌মায়েস্? যত বড় মুখ নয়...তত বড় কথা? এখুনি মুখখানা "সানে" রগরে দেবো—তা জান?"

সেজদা বল্লে—"কেন তুমি ওর মুখ সানে রগড়াবে? ও তোমার খায় না পরে?"

মা বল্লেন—"যাও...তোমরা এখান থেকে—ভরসন্ধ্যে বেলা গোলমাল কোরো না।"

কি কথায় কি হয়—কে বল্‌তে পারে? মার কথা শুনে...সেখানে বাড়ীর অন্যান্য মেয়েছেলেরা জমায়েৎ হ'ল। মা সকলকে ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত জানিয়ে দিলেন। গোলমাল শুনে পিসিমাও সেখানে উপস্থিত হলেন। ন্যায় অন্যায় কিছু না বুঝে, কোন বিষয়ে কিছু বিচার না করেই পিসিমা ক্রোধে একেবারে "আগুন" হয়ে বল্‌তে সুরু কল্লেন—"জানি লো বড়বৌ—জানি! কার ছেলে কত ভালো...তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই! ছেলেটী তোমার বড় ভাল, বড় সুচরিত্র! ভাজা মাছটী উল্টে খেতে জানে না।"

মা বল্লেন—"কেন মিছে কোঁদল ক'চ্ছ ঠাকুরঝি! আমি তো বলিনি...আমার ছেলে ভাল—"

পিসিমা সে কথায় কোন কান দিলেন না...নিজেই বকে যেতে লাগ্‌লেন..."আমাদের ছেলেরা বড় মন্দ...আর ওঁর খোকাটী একেবারে সোণার চাঁদ। তবু যদি, চাদ্দিকে "হাড় বয়াটে" নাম না বেরুতো। দেখ্‌বো লো বড়বৌ দেখ্‌বো...মর্ব্বো না—কটা পাশ করে তোর ছেলে..."

আমি আর সহ্য কর্ত্তে পাল্লুম না। পিসিমাকে রেগেই বল্লুম...“মিছে চেঁচামেছি কচ্ছ পিসিমা? যাও না...এখান থেকে..."

রমেশদা বলে উঠলো..."কেন যাব? তোর কথায় নাকি?"

আমিও গরম হয়ে বল্লুম..."হ্যাঁ...আমার কথায়..."

এই রকম কথাবার্ত্তা বচসার মাঝখানে হঠাৎ বাবা সেখানে উপস্থিত হ'লেন।

এত মেয়েছেলের ভীড় দেখে বাবা জিজ্ঞাসা কল্লেন..."কি হয়েছে কি ? দিন রাত্তির ঝগড়া কিচিমিচি তোমাদের ভাল লাগে ?"

সেজদা বল্লে..."কে ঝগড়া কচ্ছে...সেটা আগে দেখ, তারপর সবাইকে বোকো।"

বাবা বল্লেন..."কেউ ঝগড়া করেনি...ঝগড়া ঝাঁটী কেউ কর্ত্তেই জানেনা তা আমি জানি। ক্ষান্ত দাও বাবা...আর সন্ধ্যে বেলা হট্টগোলে কাজ নেই !"

রমেশদা বাবার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে..."আত্মারামের ভারি আস্পদ্ধা বেড়েছে...জান্‌লে বড় মামা ! আমার মাকে এমন যাচ্ছে তাই অপমান কল্লে..."

আমি রুখে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম..."কি তোমার মাকে অপমান করিছি শুনি। এখানে গোলমাল কচ্ছিল সবাই...তাই এখান থেকে যেতে বলেছি..."

সেজদা আমাকে একটা জোর ধম্‌কানি দিয়ে বলে উঠলো... "চুপ কর ষ্টুপিড্‌ ?"

বাবা বল্লেন..."ওর অন্যায় কি হয়েছে দিনু যে ওকে ধম্‌কাচ্ছিস্‌ ?"

সেজদা ক্রমশঃ বাবার ওপোরই চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌তে লাগলো... "তুমি তো ওর আর ওর মায়ের কিছু অন্যায় দেখতেই পাবে না। সাধ করে সবাই বলে...তুমি বুড়ো বয়সে কুপথে যাইতেছ..."

সেজদার কথা শুনে আমি যেন হঠাৎ জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেল্লুম। পিঞ্জর মুক্ত বাঘ যেমন সাম্‌নে শীকার দেখে তার ওপোর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিও সেই রকম পশুর মত সেজদার ওপোর লাফিয়ে

পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে অনবরত ঘুসি মারতে সুরু কল্লুম। তারপর কি হ'ল...আমার মনে নেই। অর্দ্ধ রাত্রে চেয়ে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি...আর আমার মা বসে আমার কপালে অডিকোলোন মিশানো জলপট্টি দিচ্ছেন। দেহ একটু সুস্থ বোধ করলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। মা জিজ্ঞাসা কল্লেন..."কিছু খাবি?"

আমি বল্লুম..."হ্যাঁ...বড্ড খিদে পেয়েছে মা..."

মা বিছানার ওপোরেই খাবার এনে দিলেন। আমি খেতে লাগলুম কিন্তু তখনও আমার অসুস্থতার কারণটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

মা ঈষৎ হেসে বল্লেন..."এত রাগ তোর শরীরে? ছিঃ...এ বয়সে এত রাগ তো ভাল নয়..."

সন্ধ্যারাত্রের ঘটনাটা এইবার মনে পোড়লো। আমি কোন কথা না ব'লে লজ্জায় ঘাড় হেঁট্ করে খাবার খেতে লাগলুম।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচ বছর কেটে গেল! বড় অল্পদিন নয়; এর মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন হয়, কত ধনবান নির্ধন হয়,—কত ফকীর আমীর হয়, কত ভাঙ্গে কত গড়ে; কত সুখসম্পদ, কত আপদ বিপদ ঘটে, পূর্ব্বে তা কে নির্ণয় কর্ত্তে পারে? আমাদের সংসারে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছিল তা বলাই বাহুল্য। কল্‌কেতার নামজাদা বড় লোক রামচন্দ্রবাবু (আমার পিতামহ) সাতদিন নিউমোনিয়া রোগে ভুগে ইহ সংসারের লীলাখেলা সমাপ্ত করে মহাপ্রস্থান কল্লেন। তাঁর জীবদ্দশায় উইল একটা করেছিলেন, তাতে তাঁর পুত্র পৌত্র দৌহিত্র সকলেরই একটা "হিস্যে" ছিল, সকলকারই নাম উল্লেখ ছিল, বাদ পড়েছিল কেবল অধীনের নামটা।

ঠাকুর্দ্দার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে—অবশিষ্ট সম্পত্তি যা ছিল, এক সংসারে "যৌথ পরিবার" হয়ে থাক্‌লে—"নবাবী চাল" চ'লতো না

বটে,—সুখে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলে সবাকার দিন যাপন হ'ত এটা শ্রেয়। কিন্তু তা তো হবার জো নেই। ঠাকুদ্দার শ্রাদ্ধের পরদিনই সংসার ভেঙ্গে গেল। বাড়ী "পার্টিশন" হ'ল। সুতরাং হাড়িও ভিন্ন হ'ল। দেনাদার দায়ে সাম্‌নের বস্তি জায়গাটা সব প্রথম বিক্রী হয়েছিল। সুতরাং "অবিদ্যা পঞ্চকা" ঠাকুদ্দার মৃত্যুর পর বস্তি বিক্রীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধ্যান হয়েছিলেন। অত বড় বাস্তুভিটে কল্‌কেতার সহরে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক যেন রাজ-রাজড়ার বাড়ী। "পার্টিশন হবার পর দেখলে মনে হ'ত যেন রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম বাড়ুয্যের বসত বাড়ীটা পর্য্যন্ত উড়ে গেছে। জ্ঞাতি কুটুম্বের সঙ্গে তফাৎ হয়েও আমাদের কিন্তু নিস্তার নেই। কাকারা সবাই যে যাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে পৃথক হ'য়ে রইলেন, কারুর সঙ্গে কারুর কোন সম্পর্ক নেই; ভায়ে ভায়ে যেন পাড়া প্রতিবেশীর ভাব। বাবা ভাল মানুষ,—তিনি কর্ত্তার বড় ছেলে,—সুতরাং লোকতঃ ধর্ম্মতঃ—তাঁকে বাধ্য হয়ে অনেকের ঝক্কি পোহাতে হোলো। আমাদের সংসারে অনেক "আগাছা" এসে ভরন্তর কল্লেন, তার মধ্যে আমার পিসিমা এবং তাঁর পুত্র রমেশচন্দ্রের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুদ্দার মৃত্যুর পর পিসিমা দিন কতক "বিষহীনা ভুজঙ্গিনীর" মত হয়ে পড়ে ছিলেন। কোনো ভাই আমোল দিলে না দেখে তিনি বাবার শরণাগতা হয়ে পড়লেন। তার ওপোর আর একটা বিশেষ দাবী ছিল তাঁর আমার বাবার সংসারে;—তিনি আমার বৈমাত্র ভায়েদের মানুষ করেছিলেন। বৈমাত্র ভায়েরা আমার মায়ের সংস্পর্শে আস্‌তো না,—এমন কি তাঁরা আমার মার সঙ্গে খুব কম কথাবার্ত্তা

কইতেন। তাঁদের প্রধান অভিভাবিকা ছিলেন আমার ঐ পিসিমা। আমার বৈমাত্র ভগ্নি নলিনী কিন্তু আমার মায়ের বড়ই অনুগতা ছিল। নলিনী বিমাতাকে নিজের গর্ভধারিনীর মত ভক্তি শ্রদ্ধা ক'র্ত্তো, ভাল বাস্‌তো। কাজেই, মারও তার প্রতি খুব বেশী রকম টান ছিল।

বৈমাত্র ভায়েদের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব না থাকলেও, পিসিমা মনে মনে আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণা হ'লেও,—রমেশদার সঙ্গে আমার ভাব খুব বেশী রকমের ছিল। রমেশদা বার তিনচার এণ্ট্রেন্‌স এক-জামিনে ফেল করে—একটা সওদাগরী অফিসে ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি জোগার করে নিয়েছিলেন। অফিসের মাইনের টাকা থেকে এক পয়সা তিনি সংসারেও দিতেন না; নিজের মাকেও হাত তুলে হু'টাকা দিয়ে কখনো সাহায্য কর্ত্তেন না।

ঘোর "বয়াটে" ছেলে ব'লে রমেশ-দার খুব একটা নাম ডাক ছিল। আমাদের বাল্যকালে বয়াটে কথাটার যেমন প্রচলন ছিল, আজকাল সে রকম একেবারেই নেই। তখন একটু "চালচলনের" এদিক-ওদিক দেখলেই—লোকে মন্তব্য প্রকাশ কর্ত্ত—"ওটা বয়ে" গেছে। স্কুলে যদি "তেড়ি" কেটে কোন ছেলে যেতো অথবা ছাত্রবস্থায় যদি দশ আনা ছয় আনা কিম্বা সামান্য মাত্র ছোট বড় চুল ছেটে সিঁথি কেটে "বাবু" সেজে কেউ বেড়াতো—অম্‌নি সাধারণ লোকের মতে সে "বয়াটে ছোক্‌রা," এর ওপোর যিনি সিগারেট-তামাক কিম্বা পান দোক্তা খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা করে বাহার দিয়ে বেড়াতেন, কিম্বা একটু বাচালতা কর্ত্তেন—বা বন্ধু মহলে রসিকতার মাত্রা কিছু বাড়িয়ে ফেল্‌তেন্—তিনি তো একেবারে মার্কা মারা "ঘোর বয়াটে।"

এ সবের ওপোর যিনি আবার সখের থিয়েটার যাত্রার দলে নাম লেখাতেন, কিম্বা গান বাজনা অভ্যাস কর্ত্তেন, তাঁর নাম হ'ত "গর্ভ-বয়াটে।" কোনো কর্তৃপক্ষ তাঁর ছেলেপুলেদের তার সঙ্গে মিশতে দেওয়া দূরে থাক্ হঠাৎ বাক্যালাপ কর্ত্তে দেখলে—একেবারে ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হয়ে—ছেলেদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা তিরস্কার কঠোর শাসনের সীমা রাখতেন না। এই "গর্ভ বয়াটের" ওপোর যাঁরা যেতেন তাঁরা তো এ সংসারে একেবারে "জাতিচ্যুত" বল্লেই চলে। গর্ভ-বয়াটের শেষ সীমা হ'ল একেবারে অধঃপাতে যাওয়া; অর্থাৎ তখন তিনি বারাঙ্গনা-ভবন-গমন "সুরাপান" প্রভৃতি কার্য্যে অবাধে মনোনিবেশ করেছেন। সুতরাং লোক চক্ষে তিনি একেবারে সন্থ "কাল কেউটে!"

যা-হোক "গর্ভ-বয়াটে" পর্য্যন্ত সে সময় রমেশ-দার খেতাব। আমাদের আত্মীয় স্বজন সকলেই রমেশদার সংস্পর্শ থেকে নিজেদের ছেলেপুলে সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। আমার কাকামশাইরা নিজেরা যদিও "বখাগিতে" এবং অধঃপাত-গমন-ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁরাও তাঁদের ছেলেদের সাবধান কর্ত্তেন 'খবরদার'—রম্শার সঙ্গে কেউ—মিশিস্ নি!" রমেশদা' আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বেড়াতো—নরানাং মাতুলক্রমঃ! কথায় বলে "বাপ্‌কো বেটা সিপাহিকা ঘোড়া"—

আগেই বলেছি—বাবা আমার কারুর কোনো কথায় থাকৃতেন না, অথবা কারুর সম্বন্ধে কোনো খোঁজ খবর রাখতেন না;—বা কোন মন্তব্যও প্রকাশ কর্ত্তেন না। কেউ হয়তো আত্মীয়তা করে বাবাকে

বলতো—"সোঁক গনেশবাবু ? তোমার ছোট ছেলেটী রমেশের সঙ্গে এত মেশামিশি করে,—তুমি কিছু বল না ?"

বাবা অবাক্ হয়ে বল্‌তেন—"কি রকম ? আপন পিস্‌তুতো ভাই এক বাড়ীতে থাকে,—তার সঙ্গে মিশবে না কি রকম কথা ?"

ওটা যে হাড় বয়াটে গো ! যাহোক্ ঈশ্বরেচ্ছায় ছেলেটী তোমার লেখাপড়া শিখ্‌ছে, এর মধ্যে দুটো পাশ করে ফেল্লে।"

"তা ফেল্লে বই কি।" বলেই বাবা সে প্রসঙ্গ যত্ন পূর্ব্বক নিজেই সমাপ্ত করে দিলেন।

কিন্তু রমেশ-দার সম্বন্ধে বাবার যত ভাল ধারণাই থাকুক্—মা কিন্তু মনে মনে তার প্রতি বিশেষ তুষ্ট ছিলেন না। স্পষ্ট কিছু বল্‌তেন না বটে, কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিতেন তাঁর মনোগত ইচ্ছা একেবারেই নয় যে আমি রমেশ-দার সঙ্গে বেড়াই। প্রায়ই আমাকে বলতেন আজ বাদে কাল বি-এ এক্‌জামিন্ দিবি, যখন তখন রমেশের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ানো আমি ভাল বুঝি না ! দীনু, সুধো (অর্থাৎ আমার বৈমাত্র ভাই সেজ্‌দা, ছোড়দা) ঐ রমেশের সঙ্গে আড্‌ডায় ঘুরে ঘুরে তিন বছর চার বছর ধরে এন্‌ট্রান্‌সে ফেল ক'চ্ছে; তুইও কি "বি, এ", টা পাশ কর্ব্বিনি মনে করেছিস্ ?

মার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। আমি জান্‌তুম—মা ভেতোরে ভেতোরে খুব নজর রেখেছেন—আমি রমেশ-দার সঙ্গে কোথায় যাই—কি করি ! যত দিন যায়—তত দেখি—মা যেন আমার ওপোর ক্রমে ক্রমে সন্দেহের মাত্রা বাড়িয়ে ফেল্‌ছেন ! এন্‌ট্রেন্স ফার্ষ্ট ডিভিসনে, "এফ্ এ" ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছি; বাড়ীশুদ্ধ পাড়াশুদ্ধ লোকজন অবাক হয়ে

গিয়েছিল। শুনতে পাই অসাক্ষাতে অনেকে বিশেষতঃ আমার আত্মীয় কুটুম্বেরা এন্‌ট্রেন্স পাশ হতেই বলাবলি করেছিল—"নিশ্চয়ই ঘুস দিয়ে আত্মারাম পাশ করেছে, নয়তো 'একজা-মিনাররা' ভুলে নাম ছাপিয়ে দিয়েছে,—নইলে—চব্বিশ ঘণ্টা ঐ হাড়বয়াটে রমশার সঙ্গে আড্‌ডায় ঘুরে নিজে একেবারে অধঃপাতে গেছে—ও পড়লে কখন যে একেবারে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ হল ?"

"এফ্‌-এ পাশের খবর বেরুতে খুড়ীমায়েরা বলেছিলেন—"কলিতে ভগবানের কি সুবিচার আছে ? আমাদের ছেলেরা কেউ বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে পা দেয় না, দিন রাত্তির "ব'য়ে-মুখে" হয়ে আছে তারা বছর বছর ফেল্‌ হচ্ছে,—আর আত্মারাম টক্‌-টক্‌ করে পাশ করে বেড়িয়ে যাচ্ছে ! কলিতে কি ধর্ম্ম আছে ? ছ্যাঃ—"

তবু মা যে কেন আমার ওপোর এমন সন্দেহ কচ্ছেন যে আমি রমেশ-দার সঙ্গে বেড়ালে "বয়ে" যেতে পারি,—এটা তখন বুঝ্‌তে পারিনি—এখন হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি !

পাড়ায় একটা "জিমন্যাষ্টিকের" আখড়া ছিল। বাড়ীর সকল ছেলেরা সেখানে ব্যায়াম (Exercise) কর্ত্তে যেতো ! বাবা নিজে সেখানে গিয়ে আমাকে ডাম্বেল, মুগুর ভাঁজতে ব্যায়াম কর্ত্তে বল্‌তেন। গোড়াতেই মা খুব আপত্তি করেছিলেন। মা বল্লেন—"লেখা পড়ার সময় আখড়ায় মেশামিশি কর্ব্বার দরকার কি ?"

ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে মাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে বাবা হুকুম দিলেন—"থিয়েটার যাত্রার আখড়ায় যাস্‌নি। বরং এখানে নিয়মিতভাবে exercise কল্লে—শরীর ভাল থাক্‌বে, পড়াশুনোতে

উৎসাহ বাড়বে,—মনেও বেশ ফুর্ত্তি হবে। আমি বল্‌ছি বড়বৌ—তুমি এ বিষয়ে ওকে বারণ করোনা—"

আমি নিস্পরোয়ায় জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় যাতায়াত কর্ত্তে আরম্ভ করলুম। প্রথমটা ব্যয়াম করে "স্বাস্থ্য-উন্নতি" কর্ব্বার উদ্দেশ্য ছিল,—কিন্তু ক্রমে ডাম্বেল মুগুর ভাঁজা, ডন্‌ বৈটক করা—এসব ছেড়ে হোরাইজেণ্টেল বারে (Horizontal Bar এ) ট্র্যাপিজে "প্লে" শিখতে লেগে গেলুম। অতি অল্প দিনেই বেশ একজন ভাল "প্লেয়ার" (Player) হয়ে নানা রকমের "প্লে" অভ্যাস করে শিখে ফেল্লুম। ভাল প্লেয়ার বলে অন্যান্য "আখড়ার" মুরুব্বিরা আমাকে দলে টানবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লো।

মা কিন্তু মাঝে মাঝে বল্‌তেন—"হ্যাঁরে ব্যায়াম কল্লে তো শুনতে পাই—বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। তুই দিন দিন যেন আরও পাকিয়ে যাচ্ছিস! কেন বল্‌তো ?"

আমি বল্লুম—"পাঁচ ছ'মাসের মধ্যেই কি অশুরের মত শরীর হয় মা ? বছর দু'চার না গেলে চেহারা শোধরাবে কেন ?"

বাস্তবিক তখন কিন্তু আমি জানতুম না— যে জিমন্যাষ্টিকে হাড়ের "কাঠিন্য" বাড়ে,—কিন্তু শরীর পাকিয়ে যায়!

রমেশদা' আখড়ায় যেতো বটে—কিন্তু জিম্‌ন্যাষ্টিক করার ধার দিয়ে যেতো না। আমরা অনুরোধ কল্লে বোল্‌তো—"আরে অম্নিতেই আমার গায়ে যা জোর আছে—তোদের দশ বছর কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক করেও তা হবে না!"

রমেশ-দার দেহটী বেশ নাদুস-নুদুস—কিন্তু গায়ে এককড়াও জোর নেই। একটী মস্তগুণ ছিল রমেশ-দার ;—প্রথমে গায়ে পড়ে

ঝগড়া বাঁধিয়ে দিত, তারপর মারামারির উদ্যোগ দেখলেই;—বেমালুম সেখান থেকে সরে পোড়তো। মারামারি কর্ত্তে, মার খেতে পড়ে থাকতুম আমরা,—যারা তার সঙ্গে থাকতেন। চিৎপুরের ট্রামে কোথায় যাচ্ছিলুম—ঠিক মনে নেই। সেই ট্রামে দুটো "চীনে" (Chinese) আমাদের ঠিক সামনের বেঞ্চিতে বসেছিল। আমারও বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ভাল ছিল না—এটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে। রমেশদা' বল্লে—"আচ্ছা আত্মারাম তোর কেমন সাহস দেখি দিকি! চীনে দু'বেটার বিউনি ধরে হেঁচকা মার দিকি!"

আমি বল্লুম—"না—ছিঃ! শুধু শুধু ওদের টিকী ধরে টানবো কেন?"

"উঃ—ভারি সাহস! ভারি জিমন্যাষ্টিক করনেওলা! দু'বেটা চণ্ডুখোর চীনেকে এত ভয়? দূর—দূর—আর গায়ের জোরের বড়াই করিসনি!"

"গায়ের জোড়ের বড়াই আমি কবে করলুম রমেশদা?" আমি তো পালোয়ান নই!—দুর্ব্বলসিং ভেতো বাঙ্গালী—"

রমেশদা' বল্লে—"সেদিন মনুমেণ্টের ধারে পাঁচ বেটা চীনে বসেছিল, কেমন হঠাৎ খেয়াল হ'ল,—বোঁ করে তাঁদের কাছে গিয়েই ক'বেটার মাথার টিকি ধরে খানিকটা টানতেই—বেটারা আপনা আপনি মাথা ঠোকাঠুকী করে কাঁনচু-মানচু করে এমনি রগড় কত্তে লাগলো, আমি আর দীনু হেসে বাচিনে!" বলেই হো—হো করে রমেশদা' এমন হাসতে সুরু কল্লে—যে চীনে দু'জনও তার হাসির রকম দেখে হাসতে লাগলো।

পূর্ব্বেই বলেছি—"চীনে" দু'জন ঠিক আমাদের সাম্‌নের বেঞ্চিতে বসেছিল। সকলেই জানেন সে সময় চীনেরা ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের মত চুল রাখ্‌তো—বাহার করে বিউনি বেঁধে পিঠের ওপোর ঝুলিয়ে দিত। সত্য কথা বল্‌তে কি—রমেশদা'র কথা শুনে আমার মনে মনে ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল—ঘোড়ার লাগাম ধরার মত দু'হাতে দুটো বিউনি ধরে একবার হাতের সুখটা করি! যেমন মনে হওয়া—সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা। চীৎপুরের ট্রাম যাচ্ছিল ধর্ম্মতলার দিকে। আমি যখন এই কাজটী করলুম,—গাড়ী তখন লালবাজারের মোড় পেরিয়ে,—জুতো-ওয়ালাদের হুদ্দোয় এসে পড়েছে। চীনে দু'জন টিকীতে টান পড়বা-মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তাদের বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে আমাদের বেঞ্চিতে এসে একসঙ্গে একযোগে আমাকে আক্রমণ করে—আমার সঙ্গে হাতাহাতি লাগিয়ে দিল। গাড়ীশুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে আমাদের মাঝখানে পড়ে মারামারি থামাবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলো ট্রাম থেমে গেলো—ভীষণ গোলমাল শুনে রাস্তা থেকে লোকজন গাড়ীতে উঠে পড়লো। আরোহীদের সকলেই আমাদের যাচ্ছেতাই করে বল্‌তে লাগ্‌লো—"চীনেদের সঙ্গে চালাকী? ওরা আর্সোলা খায়,—এখুনি মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে।"

কথা শুনে বুঝতে পাল্লুম না—আর্সোলা আহারে শক্তিমান হয় কেমন করে! কিন্তু বুঝবার অবকাশ পেতে না পেতে দেখি—প্রায় পাঁচশো চীনে "কাঁন্‌চু—মান্‌চু—আন্‌চু—ফান্‌চু" করে—শুধু আমাকে নয়,—আরোহী সমেত ট্রাম গাড়ীটাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে ভীষণ রাগ প্রকাশ কর্ত্তে সুরু কল্লে। "আরসোলা" আহার কল্লে গায়ের শক্তি না

বাড়ুক—ক্রোধের মাত্রা যে ভীষণ বাড়ে, সেদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম। "কিস্কিন্ধ্যার" ভাষায় সমগ্র "বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট" মুখরিত করে—গাড়ীর উপরেই ইট পাটকেল—জুতা তৈরী কর্ব্বার যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত বর্ষণ কর্ত্তে লাগ্লো। ভীড়ের মধ্যে চীনেদের হাতে দু'দশ ঘা "মোক্ষম্" রকমের প্রহার "ভক্ষণ" করে কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলুম। রমেশ-দা কিন্তু গোলমাল হবার বহুপূর্ব্বেই ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়ে একবারে অন্তর্ধ্যান হয়েছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

আমার বৈমাত্র বোন্ নলিনী বেশ সুপাত্রেই পড়েছিল—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। রাজেন যদিও বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, তাহ'লেও সে আমার সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু। ক্লাশে সে সকল ছেলের চেয়েই বড়ো বলে, যশোর স্কুলের হেড্-মাষ্টার তাকে "বড়-দা" খেতাব দিয়েছিলেন। যশোরে "রাজেন" নাম বল্লে তাকে কেউ চিন্তে পার্ত্তো না,—"বড়-দা" বল্লেই বুঝ্তে পার্ত্ত। বাগ্বাজারে সকলে তাকে "রাজা মাষ্টার" বলে ডাক্তো। যথার্থই রাজেন "মাষ্টার" উপাধির যোগ্য ছিল। হেন বিদ্যা নেই বা হেন কর্ম্ম নেই—যা রাজেনের সাধ্যাতীত ছিল। ময়ুরছাড়া কার্ত্তিকের মত দেখতে না হোক্—রাজেনের চেহারার চটক ছিল খুব। রংটা ছিল টুকটুকে ফর্সা—"হাড়েমাসে" দোহারা গড়ন; দেখতে "খুবই রোগা" ছিপছিপে বা খুব "ষণ্ডা-গুণ্ডা" মনে হত না—দেহে তেজ ও শক্তির অভাব নেই—স্পষ্ট বোঝা যেতো।

"জিমন্যাষ্টিক্" কর্ত্তে এমন পারে যে অনেক বড় বড় "প্লেয়ার"রা পর্য্যন্ত রাজেনের প্লের কায়দার সুখ্যাতি কর্ত্তেন। গান গাইতে—হারমোনিয়াম বাজাতে ছাত্রমহলে প্রায় অদ্বিতীয়। গলার সুর যেন শ্রোতার কানে মধুবর্ষণ কর্ত্তো—যে শুনে সেই মুগ্ধ হোতো। রাজেন যদিও কোনো "কালোয়াতের" কাছে সঙ্গিত বিদ্যা শিক্ষা করেনি—তথাপি শ্রোতাদের মুগ্ধ হবার আরও একটা বিশেষ কারণ এই যে, রাজেনের গানের "বাণী" ভারি শুদ্ধ এবং গান গাইবার সময় এমন চমৎকার চোখ মুখের ভাব কর্ত্তো,—গানের কথার ভাবের সঙ্গে এমন নিজের প্রাণের ভাব মিশিয়ে গান গাইতো যে, সে কথা বল্‌বার নয়। আর একটা রাজেনের গানের বিশেষত্ব ছিল,—সে সকল রকমের গান জান্‌তো এবং কোন আসরে কি রকম গান গাইলে শ্রোতারা খুশী হবে, ঠিক তা বুঝতে পেরে—সেই রকমই গাইতো।

রাজেন অবৈতনিক থিয়েটারে একজন নামজাদা অভিনেতা। ক'ল্‌কেতার সহরের একজন বড়দরের সৌখীন অভিনেতা বলে—দেশ-বিদেশে তার খ্যাতি। এমন কি তার অভিনয় দেখবার জন্য "পাবলিক" থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পর্য্যন্ত লালায়িত হ'ত। শুধু তাই নয়,—রাজেন ছাত্রাবস্থায় কবিতা, উপঁন্যাস, নাটক, সঙ্গীত রচনায় সাহিত্যজগতেও বেশ নাম অর্জ্জন করেছিল। তার উপর রাজেন বি, এ পড়ে। এন্ট্রেন্স—এ-লে অবহেলে পাশ করে, আমার সঙ্গে এক কলেজে বি, এ ক্লাশের ছাত্র। লেখাপড়াতে তার মেধা অপূর্ব্ব। শুনতে পাই—এ-লে একজামিন যেদিন আরম্ভ হবে তার পূর্ব্বদিন রাজেন এক বাগান পার্টিতে গিয়ে রাত্রি চারটে পর্য্যন্ত আমোদ করেছিল।

রাজেন যশোরের সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ রামপ্রসাদ চাটুয্যের একমাত্র পুত্র। রাজেন যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তার বাপ মা দু'জনেই স্বর্গারোহণ করেন। ডাক্তারবাবু (রাজেনের বাপ) মর্ব্বার সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ এবং তাঁর পত্নীর হাতে রাজেনকে সমর্পণ করেছিলেন। রাজেনের পিতামহ (অর্থাৎ ডাক্তারবাবুর বাপ) অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সামান্য কেরাণীগিরি করে—চারটী কন্যার বিবাহ দিয়ে এবং ডাক্তার বাবুর লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, এমন কি পৈতৃক ভিটেখানি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর ডাক্তার বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অত্যাশ্চার্য্য অধ্যবসায়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বাড়ী বাগান গাড়ী-ঘোড়া বিষয়-আশয় সবই হয়েছিল। দুর্গাপ্রসাদ বাবুর যখন সাত বৎসর বয়স তখন তাঁর (অর্থাৎ ডাক্তার বাবুর) বাপ মা দু'জনেই মারা যান। ডাক্তারবাবু নিজের ছেলের মত আদর যত্নে কনিষ্ঠকে মানুষ করেন। দুর্গাপ্রসাদবাবু আলিপুর কোর্টের উকীল। ডাক্তারবাবুর অবর্ত্তমানে রাজেনের তিনিই এখন অভিভাবক। রাজেন কাকা মশাইকে যেন যমের মত ভয় ক'র্ত্ত। দুর্গাপ্রসাদবাবু খুব "রাশ-ভারী" লোক ছিলেন; পাড়া প্রতিবেশী পর্য্যন্ত তাঁকে বিশেষ রকম সমীহ কর্ত্তো। রাজেনকে তিনি পুত্রের অধিক স্নেহ কর্ত্তেন বটে—কিন্তু খুব কড়া শাসনের ওপোর রাখ্তেন। রাজেন ভরসা করে কাকা মশায়ের সঙ্গে কথা কইতে পার্ত্তো না।

দুর্গাপ্রসাদবাবুর বিবাহের চার পাঁচ বৎসর পরেই একটী পুত্র সন্তান জন্মেছিল। জন্মাবধি রোগভোগ করে সেই শিশু পিতামাতার কোল

শূন্য করে চলে যায়। তারপর আর দুর্গাপ্রসাদবাবুর কোনো সন্তানাদি হয়নি। ভ্রাতষ্পুত্র রাজেনই তার একমাত্র আকর্ষণ।

দুর্গাপ্রসাদবাবু বাহ্যিক কঠোর ভাব অবলম্বন করে রাজেনকে যত শাসনই করুন—তার পত্নী (রাজেন তাঁকে "মায়ী" বলে সম্বোধন ক'র্ত্তো।) —স্নেহময়ী, সাক্ষাৎ কারুণ্য রূপিণী বিন্দুবাসিনী দেবী—পিতৃমাতৃহীন "ভাসুর-পোকে" এত অধিক আদর দিতেন যে তারই জন্য রাজেনের এত অধঃপতন হয়েছিল এবং সংসারে সকল বিষয় এবং সকল দিকেই তাকে এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ কর্ত্তে হয়েছিল। দুর্গাপ্রসাদবাবু আদৌ ইচ্ছা কর্ত্তেন না—রাজেন ছাত্রাবস্থায় কারও সঙ্গে মেলামেশি করে। এর জন্য তাকে ভৎসনা কর্ত্তেন। এমন কি পাড়া প্রতিবেশী কোনো ছেলে পুলে বাড়ীতে এসে রাজেনের সঙ্গে পড়বার ঘরে বসে বাজে কথাবার্ত্তা কয়—এটা তিনি মোটেই পছন্দ কর্ত্তেন না। শুনতে পাই— রাজেন এট্রেন্স পাশ কর্ব্বার পূর্ব্বে তাকে কাকামশাই সদর দরজার চৌকাঠের বাইরে পা দিতে দিতেন না।। এট্রেন্স পাশ হবার পর রাজেনের প্রতি হুকুম হ'ল "সকাল বিকেল এক ঘণ্টা করে বাড়ীর বাইরে বেড়িয়ে আস্‌বে।" কোথাও গল্প কর্ত্তে বা আড্ডা দিতে যদি এক ঘণ্টার ওপোর দশ পনেরো মিনিট বেশী হ'ত তাহ'লে রাজেনের আর লাঞ্ছনায় সীমা থাক্‌তো না। আমার মনে হয়—দুর্গাপ্রসাদবাবুর এত "বজ্র আঁটুনির" জন্যই "ফস্কা গেরো" হয়েছিল। রাজেনের কারও সঙ্গে মেশামেশি সম্বন্ধে দুর্গাপ্রসাদবাবু যতই "কড়াকড়ির" মাত্রা বাড়াতে লাগলেন রাজেনের "বন্ধু সংখ্যা বৃদ্ধি"—"আড্ডা দেওয়া"—ইয়ারকির মাত্রা সেই পরিমাণে বাড়তে লাগলো। দুর্গাপ্রসাদ ভারি হুঁসিয়ার হয়ে

রইলেন—"সাম্‌নে দিয়ে ছুঁচটী না গলে"—রাজেন পেছন দিয়ে হাতী গলিয়ে দিতে লাগলো।

পুত্রহীনা "মায়ী" (রাজেনের কাকীমা) রাজেনের প্রতি রমণী স্বভাবজাত স্নেহময়ী বাৎসল্য মমতার পরিমাণ তাঁর দিন দিন এত বেড়ে উঠেছিল যে রাজেন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে জেনেও কিছুতেই সামাল দিয়ে উঠতে পারেনি। "মায়ীর" কাছ থেকে টাকা আদায়ের আবশ্যক হ'লেই রাজেন "অনশন ব্রত" অবলম্বন ক'র্ত্ত; প্রত্যহ নানা-রকম মিথ্যা কথা রচনা কর্ত্তে তিলমাত্র ইতস্ততঃ বোধ কর্ত্ত না। আজ অমুক বন্ধুর বিবাহে উপহার দিতে হবে—আজ একজন অনাথ দরিদ্রের কন্যাদায়ে সাহায্য কর্ত্তে হবে—অমুক লোকের একটা সোণার ঘড়ী এক-দিন ব্যবহার কর্ত্তে এনেছিলুম, সেটা চুরী গেছে—তার দণ্ড দিতে হবে নইলে সে পুলিশে দেবে—এই রকম কত মিথ্যা অজুহাতে রাজেন তার সরল প্রাণা করুণাময়ী "মায়ীর" কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্ত্ত—তা আর কত বল্‌ব। "তোকে আর টাকা দেবো না" ব'লে মায়ী কতবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিন্তু রাজেনের শুক্‌নো মুখ দেখে বেশীক্ষণ তাঁর রক্ষা কর্ব্বার সুযোগ হ'ত না। সুতরাং রাজেন যে সংসারে এতটা অমিতব্যয়ী হয়ে শেষে অর্থের জন্য এত কষ্ট পেয়েছিল, সংসার রহস্য জ্ঞানহীনা বিন্দুবাসিনী তার জন্য অনেকটা দায়ী।

সন্ধ্যের পর রাজেনের বাড়ীর বাইরে থাক্‌বার হুকুম ছিল না। রাজেন বন্ধু বাড়ীর নিমন্ত্রন খাবার অছিলায় সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ চারদিন কাকা-মশাইয়ের কাছ থেকে হুকুন পাশ করিয়ে নিত। অনেক সময় হুকুন না নিয়েই রাজেন বাবু সেজে সন্ধ্যের পর গোপনে বাড়ীর বাইরে চলে

যেতো। দুর্গাপ্রসাদবাবু জান্‌তে পেরে মহা রাগারাগী কর্ত্তেন। "মায়ী" বুঝিয়ে বল্‌তেন—"তা ওর কি অপরাধ। লোকে যদি ওকে আদর করে নেমন্তন্ন করে—ও যাবে না?"

কথাটা যুক্তিপূর্ণ হলেও দুর্গাপ্রসাদবাবু তাতে তেমন সন্তুষ্ট হ'তেন না। রাজেন মাঝে মাঝে সন্ধের পর বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রন রক্ষা কর্ত্তে যেতে আরম্ভ কল্লে। শনিবার রবিবার নিমন্ত্রন রক্ষাটা খুব জোর চল্‌তো, সেটা বন্ধু বাড়ীতে কি—কি থিয়েটার বাড়ীতে—কিম্বা আর কোনো—দুর্গাপ্রসাদবাবু একটু কষ্ট স্বীকার করে যদি সে খোঁজটা রাখ্‌তেন—তা হ'লে বোধ হয় রাজেনের "চরিত্রহীনতা" সম্বন্ধে একটা দুর্ণাম বাজারে প্রচার হ'ত না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল সকলকে মান্‌তেই হবে। সংসারের চাদ্দিকে চেয়ে দেখ—মানুষ শুধু কর্ম্ম করে যাচ্ছে না, তার প্রত্যেক কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলও ভোগ কচ্ছে। তা সে কর্ম্মফল পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মেরই হোক্—বা এই জন্মের কৃতকর্ম্মেরই হোক। মোট কথা, কর্ম্মও তাকে কত্তে হবে—কর্ম্মফলও তাকে ভুগ্‌তে হবে।

এই আমি আত্মারাম বাড়ুয্যে—বড়লোকের অর্থাৎ ধনবানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি—দেবোতার মত পিতা—সতীলক্ষ্মী বুদ্ধিমতী সুশিক্ষা-প্রদায়িনী জননী—সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশজাত—লেখাপড়াও কিছু অল্প শিখিনি—বোধহয় শক্তি কিছু কম নয়—ভালমন্দ বিচারের যথেষ্ট ক্ষমতা আমার—তবু সংসারে আমার এত অধঃপতনই বা হোল কেন—আর সকল রকমেই আমার অদৃষ্টের চাকা উল্‌টো দিকে ঘুরে গেল কিসের জন্য ?

কিছুই কিছু না। অদৃষ্টও কিছু নয়—কেবল কর্ম্মফল। একজন সাধু —চিরজীবন একনিষ্ঠ হয়ে সত্য ন্যায় ধর্ম্ম পুণ্যের সাধনা করে দিন যাপন করেছে,—সে যদি হঠাৎ চুরি করে জেলে যায়,—আর একজন নামজাদা জোচ্চোর হঠাৎ আমীর হয়ে ধ্যান দান পুণ্যকার্য্য ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে জনসমাজে মহাপুণ্যবান দাতাকর্ণবিশেষ বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,—এ সবের একমাত্র কারণ কি কর্ম্মফল নয়? যাক্—এসব—পুরোণো—তত্ত্বকথা—

যখন আমার বিবাহ হয়,—তখন আমি "ফোর্থ ইয়ারে" (বি, এ ক্লাশে) পড়ি। ক'লকেতার সন্নিকটে হুগলি জেলার অন্তর্গত "দই-বাড়ী" গাঁয়ের জমীদার কালিকাপ্রসাদ মুখুয্যের পৌত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। সে আজ অনেক দিনের কথা। বাবার আমি ছোট ছেলে—মায়ের আমি শিবরাত্রের "সল্‌তে"—সুতরাং আমার বিবাহটা খুব ঘটা করেই হয়েছিল। ক'লকেতার দু'চারটা বড় ঘরে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙ্গে যায়,—তার প্রধান কারণ, (পরে শোনা গেল) কন্যাকর্ত্তা বলেছিলেন—"ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে কি হয়—স্বভাব-চরিত্র বড় সুবিধার নয়—থিয়েটার করে।" তখন "ছেলে থিয়েটার করে—গানবাজনা করে" এটা বিবাহোপযোগী পাত্রের পক্ষে একটা মস্ত দুর্ণাম। হায় রে কাল-মাহাত্ম্য! তখন সখের থিয়েটারে পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে অভিনয় কল্লে, অসাবধানে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় ভদ্রভাবে দু'চারখানা গান গাইলে—ভদ্রসমাজে তার কলঙ্ক প্রচারিত হোতো—এমন কি—তার বিয়ের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে যেতো। আর এখন বিবাহের জন্য পাত্র-

পাত্রী "দেখা-দেখির" সময় পাত্র বা পাত্রীর গুণ যাচাই করা হয় "অভিনয়-চাতুর্য্য" দেখে বা হারমোনিয়ম সহযোগে মিহিস্বরে—

"সুন্দর হে ! মম বুক-বন্দরে
(তোমার) প্রেমের নোঙ্গরখানি ফেলো
ধীরে—"

ইত্যাদি গান শুনে।

যাই হোক্—অনেক পাত্র দেখাশুনার পর জমীদার কালিকাবাবুর অদৃষ্টে আমার মত "নাত্‌জামাই" লাভ হল—সেটা কর্ম্মফল মানতে হবে।

সহরের ছেলে—ক'লকেতার ছেলে—বাল্যকালে বা কৈশোরে, বিশেষতঃ বিয়ের পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে যাতায়াত বড় বেশী ছিল না। সামান্য জমীদারের নামে বাংলাদেশে যে একশ্রেণীর "জীব" আছে, তা কেবল লোকের মুখে শুন্‌তুম—চক্ষে দু'দশজনকে দেখলেও আলাপ-পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা কর্ব্বার সুযোগ বড় হয় নি। ভগবানের কৃপায়—জমীদার-পৌত্রিকে বিবাহ করে—জমীদার-বংশের সাথে আত্মীয়তা করে—বাংলাদেশে "জমীদার জীবটীকে" ভাল করে বোঝ্‌বার এবং জান্‌বার অবকাশ পেয়েছিলুম। অবশ্য—এ যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় সমগ্র বাংলা-দেশটায় যখন আগাগোড়া সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটেছে—তখন এই জমীদার সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা এখনকার দিনে প্রত্যেক বিষয়ে হুবহু না মিলতে পারে—তখন যা বুঝেছিলুম—দেখেছিলুম—জেনেছিলুম—সরল প্রাণে তাই ব্যক্ত করে যাচ্ছি।

"দইবাড়ীর" জমীদার কালিকাবাবুর বৃহৎ পরিবার। সমস্ত গ্রামটা জমীদার-বংশের শাখাপ্রশাখায় যেন ছেয়ে ফেলেছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র

হলেও পঁচিশ ত্রিশখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় সুশোভিত। মালিকেরা সবাই 'দইবাড়ীর জমীদার' নামে পরিচয় দেন। মোদ্দা কথা, কাউকে খেটে খেতে তো হয়ই না,—উপরন্তু নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে, নির্ব্বিঘ্নে "ঘি-দুধ—মাছের মুড়ো—পোলাও-কালিয়া খেয়ে—বিলাসিতায় অঙ্গ ঢেলে মানব-জীবন ধারণের সার্থকতা প্রতিপন্ন ক'চ্ছেন। বিদ্যাশিক্ষা—জ্ঞানচর্চ্চার কোনো প্রয়োজনীয়তা যে আছে,—সে বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। কোনগতিকে নাম-সইটা কর্ত্তে শিখলেই হ'ল! ব্যস,—বেঁচে থাক "দশ-শালা বন্দোবস্ত"—Permanant Settlement in Bengal—মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিসের স্মৃতি অক্ষয় হোক! জমীদারের পরোয়া কি? কেবল প্রজা ঠাঙ্গান্—আর বাবুগিরির চূড়ান্ত করুন!

কুক্ষণে এই জমীদার জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ বাংলা দেশের যে এতটা অধঃপতন—বাঙ্গালী জাতি যে জনসমাজে এত হীন প্রতিপন্ন হয়েছিল—এত অকর্ম্মণ্য—এত অপদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এই জমীদার-কুলের উদ্ভবই তার প্রধান কারণ। এই বাঙ্গালী,—জগতের এমন একটা মেধাবী—শক্তিমান—বুদ্ধিমান—চতুর—সর্ব্বকর্ম্মক্ষম জাতি—এই বাঙ্গালী যে এতটা অলস—শক্তিহীন, ভীরু, কাপুরুষ হয়ে—আপনা-দের সর্ব্বস্ব পরকে দিয়ে—পরমুখাপেক্ষী দাসানুদাস হয়ে—মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল—এই জমীদার-কুলের সৃষ্টিই তার মুখ্য কারণ।

গৃহ-বিচ্ছেদ, নিজেদের মধ্যে দলাদলি, মারামারি, কাটাকাটী—এই বাংলাদেশের জমীদারই তার পথপ্রদর্শক! বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই সামান্য গবেষণার দ্বারা এর সত্যাসত্য অবহেলে নির্ণয় কর্ত্তে পার্ব্বেন। আজ বাংলা দেশ—বাঙ্গালী জাতি যে উন্নতির পথে এতটা

অগ্রসর, সেটা শুধু বাংলাদেশ থেকে জমীদারবংশ লুপ্ত হবার উপক্রম বলে। অর্থহীনতায়—ঋণের দায়ে (অবশ্য বিলাসিতা এবং মামলা মোকদ্দমার জন্য আজ এ দশায় তাঁরা উপনীত)—বাংলার জমীদারের আর সে তেজ দর্প গর্ব্ব নাই,—আজ তাঁদের গৃহস্থ দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজারা সবাই মানুষ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে, এবং তখনকার দিনের মত জমীদারের পাশবিক অত্যাচার মেষ-শাবকের মত অধোমুখে সহ্য কর্ত্তে কেউ প্রস্তুত নয়। আজ নিরীহ প্রজারা বুঝেছে—অচিরে বাংলা দেশ থেকে এই অপদার্থ "জমীদার জীব" লুপ্ত হয়ে কথামালার "উপকথায়" পর্য্যবসিত হবে। তাই আশা করা যায়, সমগ্র বাংলা দেশ—বাঙ্গালী জাতিটাই উন্নত একদিন হবে।

আমার দাদাশ্বশুর বলে বলছি না—জমীদার কালিকাবাবু কিন্তু অতি নিরীহ গৃহস্থ লোকের মত জীবন যাপন কর্ত্তেন। তাঁর চাল চলন—আচার-ব্যবহার দেখে মনে হ'ত—তিনি বাংলাদেশের জমীদারদের নাম ডোবাতে বসেছেন। তিনি জমীদার—বড়মানুষ বটেন, কিন্তু তাঁর ভিটেতে জমীদারী-বড়মানুষী "চাল" ছিল না। কিন্তু অন্য বাড়ীর বাবুরা—ওরে বাবা—তাঁদের বাড়ীর "টিক্‌টিকিটার পর্য্যন্ত "জমীদারী চাল—বড়মানুষী ঝাঁজ! সে আগুনের এত আঁচ্—সাম্‌নে দাঁড়ালে অঙ্গ ঝল্‌সে যায়! একটা দৃষ্টান্ত দিই।

বিবাহের সাতদিনের ভেতর 'বর-কনেকে' জোড়ে শ্বশুর-বাড়ীতে যেতে হয়। নতুন জামাই এলে—জ্ঞাতকুটুম্বরা সকলেই নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়—কাপড় চাদর দেয়—"কাঞ্চনমূল্য" দিয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করে। জামাইয়ের রোজগার বড় মন্দ হয় না তাতে। আমি শ্বশুর-

বাড়ী যাবার পরদিনই কোনো এক "তরফ"—(সেটা বড়তরফ কি ছোটতরফ কি মাঝারি তরফ—কোন্ তরফ—তা আজও আমি নির্ণয় কর্ত্তে পাল্লুম না—কারণ যাকে দেখি সবাইকে মনে হয় বড়তরফ) এই রকম একটা বড়গোছের তরফ থেকে আমার নিমন্ত্রণ হোলো। বয়েস তখন আমার মাত্র আঠার-উনিশ—সুতরাং এখনকার হিসাবে অতি নাবালক। আমার সম্পর্কীয় এক "সম্বন্ধী" আমাকে সঙ্গে করে আমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে সেই "বড়তরফ" জমীদারবাবুর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন; গিয়ে দেখি,—হ্যাঁ—জমীদার বাড়ীর চাল বটে। মস্ত বড় সুসজ্জিত হলঘরে (দোতালায় ত নিশ্চয়ই) সারি সারি ছোট—বড়—মাঝারি "সাইজের" হরেক রকম সাজ-সজ্জায় আদব-কায়দায় "জমীদার" এবং "জমীদার বাচ্ছারা" তাকিয়া ঠেস দিয়ে উচ্চাসনে (তোষকের উপর জাজিম পাতা বিছানায়) পা ছড়িয়ে বসে আছেন;—আতর, গোলাপ, এসেন্স্, বেলফুল, জুঁয়ের গোড়ের গন্ধে ঘর "ভরপুর!" অনুমানে বুঝলুম—কালিকাবাবুর নাত্‌জামাই-নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এই সমারোহ! পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু (এক্ষণে শ্যালকে পরিণত) সতীশের সঙ্গে ধীরে ধীরে সে আসরে গিয়ে তো উপস্থিত হলুম। সেখানে উপস্থিত হবার পূর্ব্বে মনে মনে ভেবেছিলুম—নতুন জামাই,—দেখতে শুন্‌তে কুৎসিত নই,—কলকেত্তার বড়ঘরের ছেলে,—বয়েস অল্প,—বি, এ পড়ি,—বাপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—না জানি কত আদরই পাব। হায়রে—পোড়া অদৃষ্টে সবই উল্‌টো হয়ে গেল! আমাকে দেখে—সকলেই অপাঙ্গে একবার চাইলেন বটে—কিন্তু আদর-অভ্যর্থনা করা চুলোয় যাক্—ভদ্রতার খাতিরে কেউ একবার মুখেও বল্লে না—"এস—বোসো" ইত্যাদি মামুলি গোটাকতক

সৌজন্য-বাণী। সহচর সতীশের অভ্যর্থনায় "হংসমধ্যে বকো যথা"—ভাবে বাবুদের মধ্যিখানে বসলুম বটে,—কিন্তু প্রাণটা বেজায় চটে গিয়েছিল—সে কথা আর বেশী বলে বোঝাতে হবে না। বসবামাত্রই আদবকায়দা-মাফিক—সোনার ডিবে-ভরা পান সাম্‌নে একজন দয়া করে ধরে দিলেন; একজন সিগারেটের "সোণার কৌটা" খুলে সাম্‌নে রাখলেন। কিছুই স্পর্শ না করে—খুব গম্ভীরভাবে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সতীশ বল্লে—"একটা পান খাও হে!"

আমি ঈষৎ হেসে বল্লুম—"না—থাক্।" ছত্রিশ রকমের বাদ্যযন্ত্র—(সবগুলির আমি নামও জানিনা) সেখানে সবাকার সাম্‌নে পড়ে ছিল। হঠাৎ কেউ সে ঘরে ঢুক্‌লে মনে কর্ত্ত—এতক্ষণ বুঝি এখানে কন্‌সার্ট্ (concert) অর্থাৎ ঐক্যতানবাদন হচ্ছিল—এই খাণিকক্ষণ থেমে গেছে। যাক্—বাবুদের মধ্যে গায়ক দু'চারজন ছিলেন;—পালা করে তাঁদের "কণ্ঠ স্বরের" কারদানি দেখাতে লাগলেন। চুপটী করে বসে বসে শুনছিলুম। সতীশ মাঝখান থেকে বলে উঠলো—"তুমি একখানা গাওনা আত্মারাম।"

আমাকে ফরমাস্ করে সতীশ, বাবুদের বল্‌তে ছাড়লে না—"নতুন জামাই আপনাদের বেশ ভাল গাইতে পারে। শুনুন না একখানা।" সতীশের সুপারিশ কর্ব্বার তাৎপর্য্য এই যে—বাবুরা তার কথা শুনে আমাকে গান গাইতে অনুরোধ কর্ব্বে। বাবুদের বয়ে গেছে আমাকে অনুরোধ কর্ত্তে। আমি কিন্তু সতীশের ওপর মনে মনে উত্তরোত্তর এমন চটছি যে মনে হচ্ছে—অন্য কোথাও হ'লে—ওর কান মলে দিতুম। আমি কোনো উচ্চবাচ্য কল্লুম না দেখে—তাঁরা একে একে তাঁদের সঙ্গীত-

কুশলতা এবং বাদ্যযন্ত্রে কে কতদূর "লায়েকত্ব" প্রাপ্ত হয়েছেন—তার পরিচয় দিতে সুরু কল্লেন। খানিকক্ষণ সঙ্গীতাদি চর্চ্চার পর এইবার তাঁরা 'বাক্‌চাতুর্য্য প্রদর্শনে' এবং একজন কলকেতার ছেলেকে অর্থাৎ একজন—অজমীদার বালক বা কিশোরকে "জমীদারী চালের" কথা শোনাতে মনোনিবেশ কল্লেন। এখানে বলে রাখি,—হলঘরে বিছানায় যাঁরা বসে ছিলেন (আমি ছাড়া) সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীর হ'লে ও একই "গোষ্টীর প্রাণী।" অর্থাৎ—জ্ঞাতি কুটুম্ব—খুড়তুতো মাসতুতো ভাই,—ভাইপো ইত্যাদি। আর আশে পাশে ঘরের ভিতর-বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল—"বাবুদেরই" প্রজাবর্গ—কিম্বা ঐ "দই-বাড়ী" গাঁয়ের গরীব গৃহস্থ। তারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ হলেও—একই গ্রামের লোক হ'লেও, নিজপল্লীবাসী হ'লেও—জমীদারের সঙ্গে একাসনে বস্‌বার তাদের অধিকার নেই বা তারা সাহসই করে না। তার ওপোর—তাদের পরিধানে ময়লা বা আধময়লা কাপড়জামা—পায়ে পুরোণো বা ছেঁড়া জুতো! বাবুরা যত "বড়মানুষী চালের" কথা কয়—তারা আশ পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তারিফ্‌ কর্ত্তে থাকে। সে এক ভারী রগড়ের দৃশ্য। একজন বলে উঠ্‌লো—"বুঝলে সেজ্‌দা, খুকীর বিয়েতে এবার আর গহরকে—কি মাল্‌কা বাইজীকে আনা হবে না"—অপর একজন—"যা বলেছ—ওদের গান একঘেয়ে হয়ে গেছে"—আর একজন—"ওরা কি ছাড়বে? দই-বাড়ীর জমীদারের বাড়ীতে বিয়ে, বেটীরা নিজেই হাজির হবে—"

আর একজন—"এবার লক্ষ্ণৌ থেকে মুন্নাবাইকে আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে আনাচ্ছি।"

একজন—"কত নেবে?"

সেইজন—"কত আর—হাজার টাকা নাইটু।"

"তা গহর-মাল্‌কাকেই তো পাঁচশ' টাকা দিচ্ছি—"

এই এক দফা হ'ল।

একজন মাঝ থেকে বলে উঠ্‌লো—"অক্ষয় দা! তুমি সেদিন 'ওয়েলার' জুড়ীটা কত দিয়ে কিনলে?"

অক্ষয়দা। জুড়ীটা পোড়লো সাতহাজার। ল্যাণ্ডোখানা ছ' হাজার—

একজন। আমার পনিটা দেড়হাজার দিয়ে কিন্‌লুম—ওটা বিলিয়ে দিয়ে এক জোড়া ভাল দেখে 'পেগুপনি' আন্‌ছি—সাড়ে পাঁচ হাজার পড়বে।

এইভাবে অশ্বশালার পরিচয় কিছুক্ষণ চল্‌লো। প্রসঙ্গ ঘুরে গেল।

একজন বল্লে—"ওহে—Plantors Stores যে Dynamo fit করে এইখানেই আলো জ্বালবে বলেছিল—এখনও কিছু কচ্ছে না—সরকারকে বল তো, কাল এক-খানা কড়া চিঠি লিখুক—"

আর একজন—"Dynamo বসাবে কোথায়? আমি তো বিশহাজার টাকা Sanction করে রেখেছি—Electric আলো না হ'লে আমার আর চলছে না, বুঝলে বড়দা—"

তখন ইলেক্‌ট্রিক আলো একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। কাজেই সেই প্রসঙ্গে বুঝলুম—দই-বাড়ীর জমীদার বাবুদের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলতে আর বিলম্ব নাই। প্রসঙ্গ ঘুরে গেল।

একবাবু বলে উঠলেন—"বুঝলি মাধব,—তোর কথায় মিছিমিছি আট হাজার টাকা জলে দিলুম—ঐ Pianoটা কিনে। Hobbs Co. খুব

ঠকালে মাধব। ভাল Piano অন্ততঃ দশ হাজার টাকা না দিলে পাওয়া যায়? কর্ত্তা সেদিন যেটা Bovan কোম্পানী থেকে আনালেন, সেটা বারো হাজার টাকা পড়লো—"

একজন মাঝখান থেকে ঝাঁ করে বলে উঠলো—"কাকাবাবু বড়-খোকার পৈতেতে কল্‌কাতার চারটে থিয়েটারই বায়না করে এসেছেন। বাড়ীতে থিয়েটার দিয়ে দিয়ে, থিয়েটার শোনার অরুচি হ'য়ে গেছে।"

একজন বল্লেন—"কি করা যায়। কল্‌কাতার সব থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রোপ্রাইটার, প্রত্যেক মাসে পাঁচ সাত দিন এসে 'ধরনা' দিয়ে পড়ে, হাতে-পায়ে ধরে; কি করি, একটা কাজকর্ম্ম হলে কাজে কাজেই থিয়েটার দিতে হয়। আর তা ছাড়া গাঁয়ের এইসব গরীব গেরেস্তো লোকেরা জমীদার-বাড়ীতে থিয়েটার দেখবার আশায় কেবল খোঁজ নিচ্ছে—কবে একটা কাজকর্ম্ম হবে।"

এই প্রাণান্তকর "চালের" কথা চলেছে তো চলেছেই। তার আর বিরাম নেই! মোদ্দা কথা—তাঁদের উদ্দেশ্য—'কল্‌কাতার ছেলেকে' জানিয়ে দেওয়া তাঁরা 'জমীদার'—তাঁদের খুব টাকা—তাঁরা জনে-জনে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির মত দিক্‌পাল। ওরই মধ্যে একজন এ মন্তব্যটীও প্রকাশ কর্ত্তে ছাড়লেন না—যে তাঁরা কল্‌-কাতাবাসীদের চেয়ে সহস্রগুণে সুখে এবং আরামে আছেন। কল্‌কতায় বাস করে যে সব 'সুখ-সুবিধা' ভোগ কর্ত্তে না পারে,—এই 'দইবাড়ী' গাঁয়ে বাস করেও তাঁরা সকল রকমে সেই সমস্ত 'সুখ-সুবিধা' ভোগ কচ্ছেন। ছ্যাঃ—কল্‌কেতায় ভদ্রলোকে থাকে?

রাস্তায় লোকের বেজায় ভীড়—গোলমাল ধুলো কাদা, দুর্গন্ধ—শীতকালে ধোঁয়ার জ্বালায় কল্‌কেতায় টেকা দায়। একটু নিঃশ্বেস ফেলে আরাম করার উপায় নেই—ইত্যাদি—ইত্যাদি! এই জন্যেই দইবাড়ীর জমী-দার বাবুরা কল্‌কেতায় থাক্‌তে চান না।

আমাকে সারাক্ষণ নিথর নীরব দেখে যতীন্দ্র বেচারা বলে ফেল্লে—"কি—হে জামাই! তোমার মুখে যে কথাটী নেই। একেবারে বোবা মেরে গেলে যে! শ্বশুরবাড়ী এসেছ—লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করো।"

অনেকক্ষণ থেকেই একটু একটু চট্‌ছিলুম। উপায়বিহীন হয়ে মনের রাগ মনে চেপে চুপটী করে নরক-যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছিলুম। আর পাল্লুম না—বিশেষতঃ আমি,—কল্‌কেতায় "মুখফোঁড়"—"ঠোঁটকাটা" বলে একটু-আধটু দুর্ণাম যার আছে। যতীনের কথায় খুব শ্লেষ করে বল্লুম—"কি কথা কইব? কথা কইবার মত কথা এখানে হ'ত—তাহ'লে তাতে যোগদান কর্ত্তুম।"

সমবেত বাবুরা নীরবে আমার মুখপানে চাইলেন। আমি যতীনের দিকে চেয়ে বল্‌তে সুরু কল্লুম—"ময়রার কাছে ক্রমাগত যদি সন্দেশের কথা কওয়া যায়,—কতক্ষণ তাতে তার interest থাকে, বা তার ভাল লাগে? আমি. কলকেতাবাসী—যাকে বলে 'সহুরে ছেলে!' যে সব কথাবার্ত্তা যে সমস্ত topics এখানে চল্‌ছে—আমার কাছে তা একেবারে uninteresting,—যাকে বলে as tedious as twice-told tale! বাইজী,—জুড়ীগাড়ী,—থিয়েটার ইত্যাদির প্রসঙ্গে কল্‌কেতার ছেলে নতুনত্ব এমন কি পাবে যাতে সে শ্বশুর-বাড়ীতে এসে মনঃসংযোগ

করে তাই শুনে প্রাণে আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারে ? সহুরে ছেলে পল্লীগ্রামে এসেছি, আমি এখানে শুন্‌তে চাই—কার পুকুরে কেমন মাছ,—কে আজ টাট্‌কা বাটা মাছ ভাজা খেয়েছেন, কার বাগানে কি রকম ফলফুলের গাছ, কার জমীতে কত ধান হ'চ্ছে ;—এই সমস্ত কথা এখানে হোতো,—আমি 'হাঁ' করে তন্ময় হয়ে শুন্‌তুম। কোটীপতি লোক কলকেতার অলিতে গলিতে! তাদের ঐশ্বর্য্য ভোগের কথায় who the devil cares to listen! নাটোরের মহারাণী জমীদার-গৃহিনী "রাণী ভবাণীর" দানশীলতার মত কোন কথা শুন্‌তুম—কে পল্লীবাসী নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা কচ্ছেন, কে কার কন্যাদায়ে অর্থব্যয় করে পুণ্য সঞ্চয় কচ্ছেন, কে স্বার্থত্যাগ করে জ্ঞাতিকুটুম্বের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা আপোষে মিটমাট করে নিয়ে আবার "ভাই-ভাই" বলে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন,—এই রকম প্রসঙ্গ হোতো তাহ'লে সেধে, যেচে, সে-প্রসঙ্গে মহানন্দে যোগদান কর্ত্তুম।" মুখ ছুটলে আর রক্ষে নেই! আঠারো-উনিশ বছর বয়েস থেকেই অধীন "বাক্যবিশারদ" খুব—সেই জন্যই "বড়লোক" বাবুদের সঙ্গে জীবনে সদ্ভাব রাখতে পার্‌লুম না। আর বোধ হয়—(অবশ্য—ঠিক বলতে পার্‌লুম না—) সেই জন্যই নিজের দিন এ সংসারে কিন্‌তে পারি নি! যাই হোক সেই থেকেই 'দইবাড়ীর' কোনো জমীদার বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত ঘটেনি। অবশ্য তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসর্গের দোষ-গুণ আছে বই কি। কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের প্রভাবে এ সংসারে লোকে সৎ বা অসৎ পথে চালিত হয় সত্য,—কিন্তু তার উপলক্ষ্য হয় সংসর্গ বা সঙ্গ। প্রবাদ বচন—"সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ-সঙ্গে সর্ব্বনাশ"—আমার জীবনে মিলিয়ে দেখেছি—অতি নির্ম্মল সত্য! অতি শৈশবকালে যশোর স্কুলে অতি নিম্নশ্রেণীতে যখন পড়ি—তখন বার্ডসাই, তামাক, সিদ্ধি খেতে শিখেছি—সেও সংসর্গের দোষ। সেটাতে পরিপক্কতা লাভ কল্লুম—বাগবাজারে "দেসোমামা" প্রমুখ জনকয়েক "নামকাটা" সাঙ্গোপাঙ্গের সংসর্গের প্রভাবে। তবে আমার বাপ-মার পুণ্যের জোরে এইটুকু বিশেষত্ব আমার ছিল—আমি ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ দু'রকম সংসর্গে মেশামেশি ও ঘনিষ্ঠতা করতুম। আর একটা সুবিধা ছিল,—লেখাপড়ায় আমার মেধা ছিল—ঝোঁক্‌ও ছিল। কাজেই সংসর্গ নির্ব্বাচনে আমার ভাল-মন্দ বিচার কর্ব্বার কোনো প্রয়োজনীয়তা

ছিল না। অর্থাৎ দু'দলেই আমি "কল্‌কে" পেতুম। যখন যে দল আমাকে টান্‌তো—আমি অবহেলে সেই দলে বেমালুম মিশে যেতে পার্‌তুম। কোনো দলেই আমার "তেলে-জলে" মেশার ভাব থাক্‌তো না। দর্জ্জিপাড়ায় একটা সখের থিয়েটারের আখ্‌ড়া ছিল। রমেশ-দা সেখানে আড্ডা দিতে মাঝে মাঝে যেতো। রমেশদার সঙ্গে যখন আমার এত ঘনিষ্ঠতা—এত মেলামেশা—তখন তো আমি সেখানে নিশ্চয়ই যেতুম। এখনকার মত তখন থিয়েটারের রিয়ার্সাল দেবার ঘরকে "ক্লাব" বল্‌তো না বা স্কুল-কলেজের ছাত্রের দল সেখানে জমায়েৎ হয়ে নির্দ্দোষ-ভাবে নাটকের মহলা দিয়ে বা সরল প্রাণে দু'দণ্ড গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদ করে যে যার বাড়ী গিয়ে পড়াশুনোয় মনোনিবেশ কর্ত্ত না। তখন "ক্লাব"ও ছিল না—"মেম্বর" ও ছিল না অথবা প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট মাসিক কিছু কিছু চাঁদায় ক্লাবের খরচ বা অভিনয়ের খরচ নির্ব্বাহ হ'ত না। তখন জন দুই-চার ঘোর বয়াটে' ছেলে মিলে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে "আখড়া" খুলে বোস্‌তো; সেই আড্ডায় সেই শ্রেণীর বয়াটে' ছেলেরা এসে জুটতো। একখানা নাটক নির্ব্বাচিত হ'ত। এ-পাড়া সে-পাড়া থেকে ভাল অর্থাৎ ওরই মধ্যে বল্‌তে-কইতে অভিনয় কর্ত্তে পারে—এমন সব অভিনেতাদের খোসামোদ করে আনা হোতো। রিয়ার্সাল ইচ্ছামত হোলো—না হোলো—সেদিকে কারও কোনো লক্ষ্য নেই। পূজোর সময় কোনো সৌখিন বাড়ীওলা দয়া করে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে নিমন্ত্রণ কল্লেন তো ভালই—নয় তো পূজোর মাসখানেক আগে থেকেই দলের সবাই সন্ধান কর্ত্তে লেগে গেল, কার বাড়ীতে বড় উঠোন আছে;—এবং সেটা যদি পূজো-বাড়ী হয়—তাহ'লে কাউকে সুপারিশ ধরে বাড়ীর

মালিককে রাজী করিয়ে, অভিনয়ের নিমন্ত্রণটা কোন রকমে আদায় হ'লেই থিয়েটারের "আখড়া" খোলার সার্থকতা সম্পন্ন হয়ে গেল। এসব সখের থিয়েটারের দল চালাতো, দলের যিনি কাপ্তেন। তিনি যদি বরাতক্রমে পয়সাওলা লোকের ছেলে হন, তাহ'লে তো কথাই নেই, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর বাপের পয়সা আছে, তিনি দুশো পাঁচশো আমোদ কর্ত্তে বা সখ মেটাতে খরচ কর্ব্বেন—এ আর বিচিত্র কি? তবে উক্ত কাপ্তেনবাবু যদি গৃহস্থ বা সামান্য অবস্থার লোকের ছেলে হ'তেন, তাহ'লে তাঁর এই থিয়েটার কর্ব্বার সখ মেটাবার জন্য হয় তাঁকে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা কিম্বা গয়নাগাঁটী চুরি কর্ত্তে হোতো, না হয়—অন্য এমন কোন অসৎ উপায় অবলম্বন কর্ত্তে হোতো—যার জন্যে তাঁকে পুলিশে ধরে টানাটানি কোর্ত্তো। তারপর অভিনয়ের কথা বেশী আর কি বল্‌ব? আমার মামার বাড়ীতে, "রাম-কেষ্টো" মামাদের "সীতার বনবাস" অভিনয় প্রথম মহড়াতে যে ভাবে চলেছিল—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখনকার সখের থিয়েটার এই ভাবেই হোতো। তার আর বিস্তারিত বিবরণের কোনো প্রয়োজন নাই। যাই হোক্—রমেশদার সঙ্গে আমিও এই থিয়েটারের দলে নাম লিখিয়েছিলুম। আখড়া শুদ্ধ সকলেই যে আমাকে শুধু আমার সুন্দর চেহারা, মিষ্ট গলা, ভাল অভিনয় কর্ব্বার শক্তির জন্য খাতির কর্ত্ত তা নয়—আমি মাঝে মাঝে তাদের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য কর্ত্তুম। সে টাকার পরিমাণ কিছু বেশী হ'লে অর্থাৎ দশ পনেরো টাকা হ'লে বাবার কাছে চাইবা মাত্রই পেতুম, আর দু'এক টাকা হ'লে মার কাছ থেকে আদায় কর্ত্তুম। বাবার কাছ থেকে সহজেই আদায় হোতো, কারণ টাকা চাইলে বাবা একবার জিজ্ঞাসাও কর্ত্তেন না—"টাকার কি

দরকার?" মার কিন্তু অতটা হাত দরাজ ছিল না। "কি হবে—তোর টাকার কি দরকার—এই সেদিন এক টাকা নিলি—রোজ-রোজ টাকা চাওয়া কেন"—ইত্যাদি নানা কথা বলে একটা সন্তোষজনক উত্তর শুনে তবে দুটী-একটী টাকা হাত-ছাড়া কর্ত্তেন।

সংসারে লোকের পক্ষে যেটা বাস্তবিক কথা বল্‌তে গেলে মহাপাপ,—আমি মাত্র এই মন্দ সংসর্গের গুণেই তা অভ্যেস কর্ত্তে সুরু কল্লুম। সে মহাপাপ হ'চ্ছে "মিথ্যে কথা।" আমার জীবনে অনেক দেখে শুনে আমি সম্যক এই ধারণা করে নিয়েছি—যে মিথ্যা কথা বলার মত পাপ আর কিছুই নাই। যে মিথ্যা কথা বলে—তার সকল দিকেই ক্ষতি। আবার যার কাছে মিথ্যা কথা বলা হয়—তারও কিন্তু কম ক্ষতি নয়। যে কাজের জন্য মিথ্যা কথা বলা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে, সে কার্য্যেও শেষের দিকে সুফল ফলে না। শুধু তাই নয়—আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, মিথ্যা কথায় কোনো জিনিষ গোপন করা চলে না—অথচ বলবার সময় মনে হয়—মিথ্যা কথায় "সত্য" চিরদিনের মত ঢাকা পড়ে গেল। মিথ্যা কথা বল্‌তে আমি নিজে তো যথেষ্ট অভ্যাস করেছি, আর আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুনিয়াদর্শন করে—অসংখ্য লোকের সঙ্গে আলাপ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—তাতে সম্যক ধারণা করে নিয়েছি যে—আমাদের জাতি অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা ভারতবর্ষের সকল জাতির চেয়ে মিথ্যা কথাটা বেশী কয়ে থাকে। শুন্‌তে পাই কোন্ শাস্ত্রে নাকি আছে—গোটাকতক কারণে মিথ্যা কথা বল্‌লে পাপ তো হয়ই না বরং খুব পুণ্য হয়,—যথা নিজের বা অপর কারও জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা কইতে হবে, স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জন আলাপ—প্রসঙ্গ মিথ্যা

কথায় গোপন করা প্রয়োজন,—বৈষয়িক, রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত "মতলব" মিথ্যা কথায় ঢেকে রাখতে হবে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রুকে মিথ্যা কথায় ভোলাতে হবে। বাস্তবিক এ সব বিষয়ে মিথ্যা কথা না বল্‌লে সংসারে সকল দিকে অচল হয়ে পড়ে। তথাপি আমাদের মহাভারতে বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন যে কার্য্যক্ষেত্রে যুদ্ধস্থলে অনিবার্য্য কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বল্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন,—তথাপি সেই মিথ্যা বলার পাপে তাঁর নরকদর্শন হয়েছিল। নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বল্লে—ততটা মহাপাপ বোধ হয় যে "না-হলেও না-হতে পারে!" কিন্তু হায়, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির শতকরা সাড়ে-নিরেনব্বুই জন লোক—অকারণে—অকাজে—সামান্য একটু আত্মপ্রসাদ লাভ কর্ব্বার জন্য—অনর্গল ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে থাকেন। সেই জন্যই আমাদের জাতের এতটা অধঃপতন। সেই জন্যই আমার মনে হয়—ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ কল্লে—ভারতের অন্যান্য সকল জাতিই উন্নতি লাভ কর্ব্বে,—সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্ব্বে—কেবল "যে তিমিরে—সেই তিমিরে" পড়ে থাকব আমরা অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালী জাতিটা—যদি না তার এই রকম গোটাকতক মারাত্মক দোষ শুধ্‌রে যায়।

আমি রমেশদার সঙ্গে মিশে এমন সমস্ত অন্যায় কাজ করেছি,—যার জন্য বাধ্য হয়ে গুরুজনের সামনে অম্লানবদনে আমাকে মিথ্যা কথা বল্‌তে বাধ্য হতে হ'ত। টাকা চাইবার জন্য—বিশেষতঃ সে টাকার পরিমাণ যদি অধিক হোতো—মিথ্যা কথা যদি না বলি,—তাহ'লে টাকা পাওয়া যায় না। মা তো দু'একটা টাকা দু'চার দিন অন্তর দিতে হলেই

কত গোলমাল করেন,—তাঁর কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ টাকা চাওয়া এবং চেয়ে পাওয়া যে কি-রকম দুরূহ তা সকলেই বুঝতে পারছেন। বাবা সদাশিব—দশ টাকা—মেরে-কেটে বিশ টাকা পর্য্যন্ত বিনা প্রশ্নে—নিঃসন্দেহে তিনি আমাকে চাইবামাত্রই দিতেন—কিন্তু "অনিবার্য্য কারণে—" যখন পঞ্চাশ টাকা বা একশো টাকার দরকার এসে ঘাড়ে চাপতো, (অথচ সে "দরকার" গুরুজনকে কিছুতে জানানো চলে না) তখন অগত্যা "মিথ্য কথা" (প্রথম প্রথম অত্যন্ত অনিচ্ছাক্রমে, পরে বেশ অভ্যস্ত হওয়াতে অবলীলাক্রমে) বলতে আরম্ভ করলুম। সুতরাং সংসর্গের গুণে আমার নৈতিক অধঃপতন কেমন ধীরে ধীরে হয়েছিল, এবং শেষে কি বিষময় পরিণাম দাঁড়িয়েছিল—পাঠক-পাঠিকাগণ আমার "কাহিনী" পড়েই বেশ বুঝতে পার্ব্বেন।

জীবনে সখের থিয়েটারে প্রথমে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলুম। গিরিশচন্দ্রের "জনা" নাটকে আমি "জনা" সেজে এমন অভিনয় করেছিলুম—আমাকে এমন "মানিয়েছিল" যে, সখের থিয়েটারে নাম কিনে ফেল্লুম। বাবা-মা—বাড়ীর সবাই শুনলেন। বাবা গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "লেখাপড়ার সময় এ সব করা কেন? ছিঃ!"

মা একেবারে অগ্নিমুর্ত্তি ধারণ করে—শুধু আমাকে মারতে বাকী রেখেছিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈকালে—বেলা তখন প্রায় ছ'টা—হেদোর ধারে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প ক'চ্ছি—হঠাৎ গম্ভীরভাবে রমেশদা এসে আমায় ডাকলে—"আত্মারাম! শোন্!" রমেশদা'র মূর্ত্তি দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলুম। ঠিক যেন রেগে আমাকে মার্তে এসেছে। যাহোক্—মনের ভাবটা চেপে তার কাছে উঠে গেলুম। রমেশদা কোন কথা না বলে হেদো থেকে বরাবর বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলো। আমি তার গম্ভীর ভাব দেখে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই তার সঙ্গে চল্লুম। বড় রাস্তা পার হয়ে বিডন্ ষ্ট্রীটের ভেতর ঢুকলুম। খানিকটা গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"কোথায় যেতে হবে?" রীতিমত ধম্‌কানি দিয়ে "চলে আয়না—" বলে রমেশদা হন্‌হন্ করে চল্‌তে সুরু কল্লে। মহা মুস্‌কিলে পড়ে গেলুম। রমেশদা'র রকম-সকম দেখে এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলুম—দাদু আমার খুবই চটে আছেন! কিন্তু রাগটা আমার ওপোর কি

অপর কোনো ব্যক্তির ওপোর তাতো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! একটা রীতিমত বাদ-বিসম্বাদের ব্যাপার—সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝে নিলুম। অনেকক্ষণ ভাববার পর এটুকু ধারণা হল যে, তাঁর রাগের পাত্রটী কিন্তু আমি নই! কারণ আমার ওপোর রাগ হ'লে—দাদা এভাবে চুপ করে আমাকে কিছু না বলে চল্‌তে সুরু কর্ত্তেন না। অন্ততঃ সামনা-সামনি পেয়ে দুটো একটা ঝাঁঝালো কথা নিশ্চয়ই বল্‌তেন। ভাবলুম—দেখাই যাক্‌না ব্যাপারটা কি?

রমেশদা খানিকক্ষণ বাদে কথা কইলে। আমার দিকে একবার চেয়ে বলতে লাগ্‌লো—"তোকে কিছুই কর্ত্তে হবে না—তুই কেবল আমাকে আগ্‌লাবি—ফস্‌ করে পেছন দিক থেকে কেউ এসে আমাকে না মারে।"

কি সর্ব্বনাশ! রমেশদা কি কারও সঙ্গে দাঙ্গা কর্ত্তে যাচ্ছে! আমি তাহ'লে তার ভাড়া-করা গুণ্ডার কাজ কর্ব্ব! ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। আমি বল্লুম—"কারও সঙ্গে মারামারি কর্ত্তে যাচ্ছ নাকি রমেশদা?"

রমেশদা মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো—"ভয়ে যে একবারে সিঁটকে গেলি। কি-রকম অপমান করেছে জানিস্‌? উঃ—কি বল্‌ব! আচ্ছা—মজা দেখাচ্ছি একবার! তোকে কিছু কর্ত্তে হবে না। তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি কি-রকম জুতোপট্টি করি দেখবি এখন—"

আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে বল্লুম—"ছিঃ রমেশদা! লোকের সঙ্গে দাঙ্গা-মারামারি করা কি ভদ্রলোকের কাজ?"

"তুই যা যাঃ—তোকে আর লেক্‌চার দিতে হবে না। ভারি জিম্‌নাষ্টিক করে পালোয়ান হয়েছিস্‌! যাঃ—দূর হ'! তোর help চাই না। রমেশ

চন্দ্র একাই একশো। ঘোড়ার ডিমের মামাতো ভাই! একটা উপকারে নেই! এর চেয়ে দীনু-সুখুকে আন্‌লে ঢের কাজ হ'ত। যা তুই বেরো—"বলেই রমেশদা বুনো মহিষের মত গোঁ-ভরে হন্ হন্ করে চল্‌তে লাগ্‌লো।

কর্ম্মফল কে খণ্ডন কর্‌তে পারে? সেদিন রমেশদার এই রকম তাড়নায় যদি তার সঙ্গ ত্যাগ করে ফিরে চলে আসতুম, তাহ'লে বোধ হয় সমস্ত জীবনের ইতিহাসটাই উল্‌টে যেতো। কিন্তু তা তো হবার জো নেই। কর্ম্মফল যে আমাকে ভোগ কর্‌তেই হবে! রমেশদার তিরস্কারে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ কল্লুম। বিডন্-গার্ডেনের সাম্‌নে একটা চিক্-ঢাকা বারান্দা বার করা তিনতলা ছোট বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে এসে পৌঁছুতেই রমেশদা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে একেবারে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পোড়লো। বাড়ীর নীচটা একটু অন্ধকারের মত। সেটা ফাল্গুণ মাস—তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নীচের তলায় লোকজন কাকেও দেখতে পেলুম না। কার বাড়ী—কি বৃত্তান্ত—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। বুকের ভেতরটা যে কি কচ্চে আমার—তা আর বল্‌বার কথা নয়। কেবল মনে হচ্ছে—আজ কা'র মুখ দেখে সকালে উঠেছিলুম! পরের বাড়ীর ভেতর ঢুকে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ,—হয়তো কুকুর-মারা করে ছাড়বে,—তার ওপোর আবার (trespass charge) অনধিকার প্রবেশের দায়ে পুলিশে যেতে হবে। ছি-ছি—কেন মরতে হতভাগাটার সঙ্গে এলুম গা? রমেশদা ডান-হাতি একটা সিঁড়ি ধরে বরাবর উঠে অর্দ্ধপথে পৌঁছে, পিছন দিকে ফিরে আমায় বললে—"হাঁ করে নীচে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? উঠে আয় না—"

আমি ভয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে নবমী-পূজোর পাঁঠার মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপোরে উঠতে লাগলুম। রমেশদা ততক্ষণে দোতলায় উঠে দালানের শেষের দিকে একটা ঘরের রুদ্ধ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মেরে ডাকৃতে সুরু কল্লে—"সুরু! এই সুরু! দরজা খোল্।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে রমেশদার কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বল্লুম—"কি ক'চ্ছ রমেশদা?—ভদ্রলোকের অন্দরমহলে ঢুকে এ সব কি হ'চ্ছে?"

রমেশদা' সে কথায় কর্ণপাত না করে দরজায় জোরে জোরে লাথি মার্‌তে মার্‌তে ডাকৃতে লাগলো—"সুরু! এই হারামজাদী! দোর খোল—"

ঘরের ভিতর থেকে বামাকণ্ঠে কে-যেন ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠ্‌লো, "না—দরজা খুল্‌বো না। বেরো আমার বাড়ী থেকে"—

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনেই আমার তো মাথা ঘুরে উঠলো। আমি চারদিক যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। মনে হ'ল, মুহূর্ত্তে বুঝি ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বেশ্যা-বাড়ী!

রমেশদা ইতরের মত অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে দরজায় এমন ভীষণ পদাঘাত করতে সুরু কল্লে যে, অন্যান্য ঘর থেকে হরেক-রকমের স্ত্রীলোকেরা বেরিয়ে এসে সেইখানে জমায়েৎ হ'য়ে রমেশদাকে যাচ্ছেতাই বলতে লাগলো—"কি রকম ভদ্রলোকের ছেলে তুমি? এত অপমান করে তাড়িয়ে দিলেও যেতে চাওনা!" ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমি ইত্যবসরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সরে পড়বার উদ্যোগ কচ্ছি,—এমন সময় সেই রুদ্ধঘরের দরজা খুলে একটা যুবতী বেরিয়ে চীৎকার করে গাল দিতে দিতে রমেশদার সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

রমেশদা' তাকে দেখবা মাত্রই তেড়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে তাকে ঘরের বিছানার ওপোর ফেলে ভীষণ প্রহার কর্ত্তে সুরু কল্লে! শুধু তাই নয়—রমেশদা' এমন বর্ব্বর যে, শুধু হাতে প্রহার করেও রাগ মিট্‌লো না;—ঘরের কোণে কিসের একটা বোতল ছিল—সেইটে তুলে তাকে মারবার উপক্রম কল্লে। বাড়ীতে একটা কি ভীষণ গণ্ডগোল-চীৎকার-কলরব যে উঠলো, সে-কথা লিখে প্রকাশ কর্ব্বার সাধ্য নেই! আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে রমেশদা'র হাতটা ধরে তাকে ঘর থেকে টেনে আন্‌বার চেষ্টা করতে লাগলুম। রমেশদা যেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে যত টান্‌তে যাই—সে ততই বিক্রম প্রকাশ কর্ত্তে থাকে। মুখ দিয়ে তার অনর্গল অশ্লীল গালাগালি বেরুচ্ছে! নরাধম এমন জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েছে যে, আমি যখন তাকে জড়িয়ে ধরে থামাতে চেষ্টা কচ্ছি—সে তখন স্ত্রীলোকটাকে ছেড়ে আমাকে গাল দিতে প্রহার কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে। তখন সেই ভর সন্ধ্যাবেলা—সেই অপবিত্র স্থানে—আমাদের দু'ভায়ে দ্বন্দ বেধে গেল! আমারও দস্তুর মত তখন রাগ চড়ে গেছে। আমি মার্ত্তে মার্ত্তে রমেশদা'কে একেবারে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নীচে ফেলে দিয়ে—সেই দোতলার বারান্দায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়লুম। মারামারি-চীৎকার-গোলমালে বাড়ীটা মেয়েপুরুষে ভরে গেল। কিছুক্ষণ বাদে নিজে একটু সুস্থ হ'য়ে,

লোকের ভীড় ক্রমে বাড়ছে দেখে—সেই দালানের সামনে একটা তেতলায় যাবার সিঁড়ি দেখতে পেয়ে—তাড়াতাড়ি তার ওপোর উঠে গেলুম। জামা কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে—মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কি করে বাড়ী যাই—এই মহা ভাবনায় পড়লুম। সত্য সত্যই আমার কান্না এল! আমি তেতলার ওপোর উঠে গিয়ে—বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র বালকের মত কাঁদতে লাগ্‌লুম। নীচে স্ত্রীলোকরা সেই রকম চীৎকার করে মহা জটলা লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ বল্‌ছে—"দাও না বদ্‌মায়েস্‌টাকে পুলিশে ধরিয়ে—"

কেউ বল্‌ছে—"পালিয়ে গেল যে—নইলে কি সহজে ছাড়্‌তুম?"

কেউ বল্‌ছে—"ভাগ্যিস্ ঐ ছোক্‌রাটি সঙ্গে ছিল—তাই স্থরির প্রাণটা রক্ষা হ'ল—"

মতামত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে আমার খোঁজ কর্ত্তে লাগলো।

একজন বল্লে—"তেতলায় গেল দেখলুম। বোধ হয়—ভয়ে নীলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে—"

কত রকমের কথা শুন্‌ছি—প্রাণে কত ভয়ই হ'চ্ছে! বাড়ী যাব কেমন করে? বাড়ী গিয়ে কি বল্‌ব? যত ভয় বাড়ছে—তত কান্নাও বাড়ছে। এমন সময় ধীরে ধীরে একটী সুন্দরী যুবতী মনোরম সাজ সজ্জায়—যেন রূপের ঢেউ খেলিয়ে চারদিক আলো করে—একেবারে পাশে এসে আমার হাতটী ধরে মিষ্ট ভাষায় খুব নম্র স্বরে আদর করে বল্লেন—"আসুন—ঘরের ভেতর এসে বসুন—"

আমি বাক্যব্যয় না করে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে সামনের একটী চমৎকার সাজানো বড় ঘরের ধব্‌ধবে পরিস্কার নরম বিছানার একধারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মুখটী নীচু করে বস্‌লুম।

"বাঃ—অম্‌নি করে বুঝি বসে"—বলেই সুন্দরী উচ্চহাস্য করে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। খুব আদর করে আমার ডান হাতটা ধরে টেনে, বেশ একটু আব্‌দারের সুরে বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন—"না—তা হবে না। এ-রকম করে ভয়ে ভয়ে গো-বেচারীর মত বিছানার এক পাশে ঘাড়টা হেঁট করে—জজের সাম্‌নে আসামীর মত—না—তা হবে না। উঠুন বল্‌ছি—নইলে আমিও এই রকম টানটানি—" বলেই আবার সেই রকম উচ্চ হাস্য! হাস্যটা—কথাটা—সবই বড় মধুর লাগলো! ভয়টা তখন প্রাণ থেকে যেন অনেকটা চলে গেছে মনে হ'ল। ভাল হয়ে বিছানায় বস্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে উঠ্‌লুম। মুখ তুলে তার মুখের পানে চেয়ে দেখলুম। তীব্র আলোকে দেখ্‌তে পেলুম চোখের সাম্‌নে এক অপ্সরা মূর্ত্তি! অতি সুন্দর মুখখানি—হাসি-মাখা!

"দাঁড়ান্!" বলেই সুন্দরী ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তখুনি একটা ভিজে পরিস্কার তোয়ালে এনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"এই বড় আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বেশ করে মুখটুখ গা-হাত-পা মুছুন দিকি! খুলুন জামাটা!"

"থাক্—থাক্—কিছু দরকার নেই"—বলেই বিছানায় বস্‌তে যাচ্ছিলুম, সুন্দরী আমার হাতটা ধরে বাধা দিয়ে সেই ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে বল্লেন—"বাঃ—দরকার নেই বল্লেই দরকার নেই? এই রকম চেহারা নিয়ে রাস্তায় বেরুবেন কি করে বলুন তো? না খেয়েই মাতাল নাম কিন্‌বেন?"

ভাবলুম—তাও তো বটে! এ-রকম অবস্থায় পথেই বা বেরুবো কেমন করে, বাড়ীই বা ঢুক্‌বো কি করে? গায়ে একটা আদ্দির

পাঞ্জাবী ছিল—ভেতরে সিল্কের গেঞ্জী ছিল। পাঞ্জাবীটার হাতা দুটো, কাঁধের দুপাশটা, সামনের খানিকটা খুবই ছিঁড়েছে। পরণে দিশি কাল-পাড় ধুতি ছিল, তারও পেছনটা প্রায় আধ হাত ছিঁড়ে গেছে! সুন্দরী একটা গোলাপজল-ভরা ডিকেণ্টার আয়নার সুমুখে টেবিলের ওপোর রেখে বল্লেন—"আমার হাতে জামা-গেঞ্জীটা দিন। এই নিন্ কোঁচানো কালপেড়ে ধুতি। একেবারে নতুন, কারও পরা নয়। কাপড়টা ছাড়ুন, নইলে রাস্তায় বেরুবেন কি করে? একটা সিল্কের সাদা পাঞ্জাবী আছে—"

আমি হেসে বল্লুম—"না—না—কাপড়-জামা ছাড়তে হবে না,—রাত্রিবেলা কোন রকমে এইটুকু পথ এখন—"

"আচ্ছা সে যা হয় পরে দেখা যাবে। এই নিন্—গোলাপজলে মাথাটা বেশ করে ধুয়ে ফেলুন—" বলে ডিকেণ্টারটা আমার মাথার ওপোর উপুর করে খানিকটা গোলাপজল ঢেলে দিলেন। "থাক—থাক—ঢের হয়েছে—" বলে আমি ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাথা-গা-হাত বেশ করে মুছে ফেল্লুম। সুন্দরী তখন এক শিশি 'চেরি ব্লশম' আমার মাথায় ঢেলে দিয়ে চিরুণীখানা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"নিন্—চুলটা আঁচড়ে ফেলুন—"

প্রসাধন কার্য্য সমাপন করে গেঞ্জিটা নিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে গায়ে দিলুম। সুন্দরী বল্লেন—"নিতান্তই যদি জামাটা পরতে হয়, তাহ'লে একটু দাঁড়ান, আমার দিদিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে দিই—" বলেই আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে তিনি নীচে চলে গেলেন।

গা-হাত-পা মুছে শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হোলো। কাপড়খানা তাড়া-

তাড়ি ঘুরিয়ে পরতে যাচ্ছি—এমন সময় সুন্দরী চাকর সঙ্গে জলখাবার এনে আমার সামনে রেখে চাকরকে হুকুম কল্লেন—"বড় গেলাসে বরফ-জল দে—"

জলখাবার দেখে বলে উঠলুম—"সন্ধ্যের সময় আমি খেতে টেতে পার্ব্ব না।—আমি জল-টল খেয়ে বিকেল বেলা বেরিয়েছি—"

"কে বল্‌ছে—আপনি উপোস করে আছেন? নিন্ আর জ্বালাতন কর্ব্বেন না।—আঃ—বড় ভোগান আপনি—খান্—ভাল খাবার—টাটকা ফল—কোনো অসুখ কর্ব্বে না।—"

"না—সত্যি বলছি—"

"আমিও এতটুকু মিথ্যে বলছিনি। ঐ বুনো মোষটার সঙ্গে লড়াই করে নিশ্চয়ই আপনার খুব খিদে পেয়েছে! খান—আর কষ্ট দেবেন না। নইলে—জানেন না এই মুখ-পুড়ীকে, কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না।"

"এতো বড় মুস্কিলের কথা! খিদে না থাকলেও খেতে হবে?"

"হ্যাঁ—হবে"—বলেই সুন্দরী একটু কৃত্রিম রেগে আমার কাছে ঘেঁসে বসে থালাটা তুলে আমার ডান হাতটা নিয়ে খাবারের কাছে ধরে বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন—"সহমানে নিজে খান তো খান, নইলে আমি জোর করে খাইয়ে দোবো।"

অগত্যা বাধ্য হয়ে খেতে সুরু কর্‌লুম।

তারপর উত্তম মশলা দিয়ে সাজানো মিঠে পান, সিগারেট, জরদা ইত্যাদি মুখশুদ্ধি এলো; যথারীতি সে-সকলেরও সদ্‌গতি কর্‌লুম। "এইবার বাড়ী যাই" বলে সুন্দরীর মুখের দিকে চাইলুম। মনে হ'ল, তিনি যেন একটু অপ্রসন্না হ'লেন। একটা ছোটখাটো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—

"বাড়ী তো যাবেনই। একটু বসুন না। এইতো সবে আটটা—দুটো কথা ক'ন্—ততক্ষণ আপনার জামাটা সেলাই হোক্।—আচ্ছা কাপড়খানা ছাড়লে ভাল হ'ত না? এই দেখুন, ঠিক আপনার মতই কালপেড়ে, আন্‌কোড়া নতুন!"

"নাঃ—দরকার নেই! কোন রকমে ছেঁড়াটা ঢেকে-ঢুকে—"

"বাড়ীতে যদি জিগ্যেস করে—কাপড় ছিঁড়লো কি করে?"

"বোলবো—জিম্‌নাষ্টিক কর্ত্তে গিয়ে পড়ে' গিয়েছিলুম—ছিঁড়ে গেছে—"

সুন্দরী নীরব হলেন।

ক্রমে রমেশদার সম্বন্ধে কথা উঠলো। শুনলুম, রমেশদা যাঁকে প্রহার কল্লেন,—তিনি সুন্দরীর বাড়ীর ভাড়াটে—নাম "সুরবালা"। সুন্দরীর নাম "নীলাবাঈ"। এ বাড়ীটি নীলার মা-ঠাকুরুণের। নীলা মোজ্‌রো করেন। একজন হাটখোলার পাটব্যবসায়ী কোটিপতির রক্ষিতা। বাবুর আসবার কোনো স্থিরতা নাই। কারণ, এই সহরে তিন চারটী এই রকম "কুঞ্জ" তাঁর নির্দ্দিষ্ট আছে।

রমেশদা-সুরবালার বিবাদের কারণ, সুরবালা একজন ধনবান নাগরের কৃপাদৃষ্টিতে নিপতিতা হয়ে—তাঁর সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করে বন্দোবস্তের ভিতর গিয়ে পড়েছেন,—দীন-দরিদ্র কেরাণী রমেশ চন্দ্রের প্রণয়ে এক-সময় তিনি জ্ঞানশূন্যা হলেও ইদানিং পার্থিব উন্নতি কামনায় তাকে ত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং রমেশদার ওপর 'তুমি আর এসোনা—' 'your services aro no longer required'—বলে নোটিশ জারি হওয়াতেই এই কুরুক্ষেত্র-সমর।

কথাচ্ছলে নীলা আমার সমস্ত সংবাদ এবং পরিচয় জেনে নিলেন। আমি অনুরোধ না করলেও হারমোনিয়ম বাজিয়ে নীলা বীণাবিনিন্দিত স্বরে গাইলেন—

গান শুনতে শুনতে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলুম! একখানা নয়—দু'খানা নয়—একেবারে পাঁচ-সাতখানা!

আসবার জন্ত যখন বিদায় চাইলুম—নীলা নীচে সদর দরজা পর্য্যন্ত আমায় পৌঁছে দিলেন। সঙ্গে করে উপহার নিয়ে এলুম—তার সুন্দর চোখের ফোঁটাকতক অশ্রুজল! দিয়ে এলুম—প্রাণের একটা অমূল্য জিনিষ—পবিত্রতা! বাড়ী যখন ফিরলুম—রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"আত্মকাহিনী" ব'ল্‌তে যে নিছক একটা কাল্পনিক এবং তরুণ-তরুণীর মনোরঞ্জনকারী আধুনিক পাশ্চাত্য ভাব-মেশানো প্রেমের উপন্যাস বোঝায় না,—আমার বিশ্বাস,—বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী পাঠক-পাঠিকারা এটুকু মনে মনে বেশ ভালই জানেন। সুতরাং আমি যে আমার জীবনের কতকগুলো কথার সমষ্টি লিপিবদ্ধ কর্ত্তে বসেছি,—তাতে ঘটনা-বৈচিত্র্য বিশেষ যদি কিছু খুঁজে বের কর্ত্তে না পারেন,—তাহ'লে তার ভেতরে মানব-চরিত্র-বৈচিত্র্য যে যথেষ্ট আছে,—সেটা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার কর্ব্বেন না। এ কালের তরুণ-তরুণীরা যে প্রেমের "পাঠ" পড়তে-শুন্‌তে ভালবাসেন, আমার কাহিনীতে সে-রকম "প্রেমের" নামগন্ধ পাবেন না। আমার জীবনে প্রেমের ব্যাপার যদি কিছু ঘটে থাকে, সেটা ঠিক সে কালেরই প্রেম, একালের অর্থাৎ ছাগসাহিত্যানুমোদিত প্রেম নয়। আমার আত্মীয়স্বজন

বন্ধুবান্ধব অনেক; আমি, আত্মীয়-সম্পর্কীয়া সুন্দরী যুবতী, কুমারী, সধবা, বিস্তর স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করেছি, ঘনিষ্ঠতা করেছি, যে যেমন সম্পর্কীয়া—যে বয়সে ছোট হবে তাকে সেইরকম স্নেহ করেছি—ভালবেসেছি,—আদর-যত্ন করেছি,—বয়সে বড় হলে তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্মান করেছি,—কিন্তু কখনো কাকেও "প্রেম-চক্ষে" দেখতে পারিনি—কিম্বা আজও পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না,—এদের প্রতি প্রেম ভাবটা মনে উদয় হওয়া কেমন করে সম্ভব হতে পারে! দূর সম্পর্কে—(নিজের সহোদর সম্পর্কের কথা দূরে থাক্—) বড় ভায়ের স্ত্রী—"বৌদি হলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা" হিসাবে—তিনি মাতৃস্থানীয়া! তাঁকে "বৌঠান্-বৌঠান্" বলে তাঁর প্রতি "প্রেম" নামক একটা অভদ্র-সন্তানোচিত ন্যক্কারজনক ভাব হৃদয়ে পোষণ করে ছাগত্বের পরিচয় প্রদান করা কেমন করে রক্তমাংসের দেহে সম্ভব হয়, সেটা কিছুতেই আজ পর্য্যন্ত আমার বোধগম্য হ'ল না! মামাতো বোন্ মাস্তুতো বোন্—পিসতুতো বোন্, খুড়তুতো জাঠতুতো বোন্—যত দূর সম্পর্কেরই বোন্ হোন,—বোন্ তো বটে! এঁরা "দাদা দাদা" "ভাই ভাই" ব'লে সরল প্রাণে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে কাছে ছুটে আসবেন—আর সময় সুযোগ ঘটনা সংযোগে মনস্তত্ত্বের একটা কাল্পনিক সুর ধরে তাঁদের সঙ্গে জুটে যাব প্রেম কর্ত্তে, এই বা কোন্ দেশী কথা? আর এ-রকম ভীষণ ভয়াবহ কল্পনাও যে কেমন করে মানুষের মনে আসতে পারে, এ বয়স পর্য্যন্ত আমি সে উদ্ভট সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান কর্ত্তে পারিনি। প্রাণের বন্ধু,—সোদরপ্রতিম, তার মাকে 'মা' বলি,—তার বাপকে বাপের মত দেখি, বাড়ীর ছেলের মত

অবাধে তাঁদের অন্দরমহলে যাতায়াত কর্ত্তে পাই,—সবাই অকপটে আপন জন ভেবে বিশ্বাস করে—ভালবাসে—স্নেহ যত্ন আদর করে। সেই সুযোগে সেই বন্ধুর পত্নী বা তার ভগ্নী কিম্বা তার বৌদি এমনি একজনকে নিজের মনগড়া প্রেমের নায়িকা ঠিক করে অবহেলে আত্মনিবেদন করে তার সঙ্গে "কায়মনোবাক্যে" অর্থাৎ প্রথমে "মনে"—তারপর—"বাক্যে" তারপর "কায়ে" এই আধুনিক সভ্য যুগের "প্রেম" কর্ত্তে হবে! এ-রকম "প্রেম" ক'রে—মনস্তত্ত্বের" বাপের আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে এবং sex psycologyর সপিণ্ডকরণ ক'রে যে প্রেমিক হয়,—অথবা এই রকম জঘন্য প্রেম কর্ব্বার প্রশ্রয় যারা দেয়, বুঝতে পারিনি—তারা পশু না মানুষ। আমি কখনো সে রকম "প্রেম" করিওনি,—সে রকম প্রেম বুঝিও না। কিন্তু বুঝিনি বা করিনি ব'লে যে দু'নিয়াশুদ্ধ কেউ সে রকম করেনি—তা আমি বল্‌তে চাই না; তবে এ-শ্রেণীর প্রেমিক দুটো-চারটে যারা আমার নজরে পড়েছিল,—তাদের ভয়াবহ পরিণামও যে অনিবার্য্য হয়েছিল তাও স্বচক্ষে দেখেছি—এবং তাদের দুর্গতি-ভোগের সময় আমি যে কখনো এতটুকু সহানুভূতি প্রকাশ করিনি, এ বিষয়ে আমি হলফ্ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি। আমি বুঝেছি—জেনেছি এবং দেখেছি যে, এই প্রেম জিনিষটা—যাকে "love" বলে, সেটা কিছুই নয়,—মাত্র মনের একটা দুর্ব্বলতা, একটা ক্ষণিক ব্যাধি বা উন্মত্ততা। ইংরাজিতে যাকে বলে—"Temporary insanity!" অবশ্য আমি তরুণ দলের ঔপন্যাসিক প্রেমের কথাই বলছি। এটাকে অনেকটা "চোখের নেশাও" বলা যেতে পারে। এর স্থায়িত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন না হয়। ঐ যে শুন্‌তে পাওয়া যায়

"প্রথম দর্শনেই প্রেম"—সেটা একেবারে নিছক মাতলামি কাণ্ডকারখানা, —গাঁজার নেশা ব'ল্‌লেও মন্দ হয় না। চট্ করে ধর্ত্তেও যেমন—চট্ করে ছাড়তেও তেমনি। যেই চোখে দেখা অমনিই প্রেম গজিয়ে ওঠা! যতক্ষণ না মিলন হচ্ছে, ততক্ষণের ভেতর লাফালাফি হাত-পা ছোঁড়া মাথা কোটা ইত্যাদি যত রকম পাগলামির লক্ষণ নিদানে পুরাণে ব্যক্ত আছে, সবগুলিই একে একে প্রকাশ পেতে থাকে; তারপর বৈধ উপায়ে ভদ্রভাবে উদ্বাহ বন্ধনে বা অবৈধ উপায়ে অভদ্রভাবে লোক-অগোচরে মিলন হ'লেই ব্যস্—ঠাণ্ডা! কিছুকাল পরে—"কে কার কড়ি ধারে!" উভয় পক্ষেরই দিন কতক বাদে পরস্পর পরস্পরকে আর ভাল লাগেনা। সেইজন্যে আমাদের সেকালে বাপমায়ের পছন্দ-করা আট-ন' বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের বাসরঘর থেকে যে প্রেমের উৎপত্তি, সেটা ব্রজের মত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট থাকে। আর পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে পঁচিশ বছরের বালিকার (?) সঙ্গে কোর্টশিপান্তে যে প্রেমের পরিণতি—সেটার ecstasy বা তীব্রতার জের পৌঁছায় বড়জোর Honey-moon বা মধুচন্দ্রের ক'টা দিন পর্য্যন্ত! দেখুন না বিচার করে—প্রাচ্য জগতে সেকালের দাম্পত্য-প্রেমে কটা "ডাইভোর্স্" মামলা ঘটেছিল—আর এখনই বা ক'টা ঘট্‌ছে বা ঘটবার উপক্রম হচ্ছে! তা হ'লেই এই সবুজ বাবাজীদের ঔপন্যাসিক প্রেমের মধুরত্বটা উপলব্ধি কর্ত্তে পার্ব্বেন।

যাক্—অবান্তর কথা অনেক হয়ে গেল। নীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে এসে যখন পৌঁছুলুম—তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। সমস্ত পথটা কি-রকম ভয়-ভাবনায় প্রাণটা অস্থির হয়েছিল—

তা ব'লে বোঝাতে পারব না। সদর-দরজা খোলা'তে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি—তার কারণ, পাঁড়েজী দারোয়ান অদৃষ্টগুণে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দু'চারজন আপনার দেশওয়ালীকে নিয়ে মধুর কণ্ঠে সুললিত ভাষায় তুলসীদাস রামায়ণ পাঠ করে শয্যাশ্রয়ীদের নিদ্রা-আরাধনায় সহায়তা করেন এবং দেশওয়ালীদের দুস্তর ভবার্ণব পারে যাবার সেতু-বন্ধনের উপায় উদ্ভাবন করে দেন। তবু—শ্রীরামচরিত-কীর্ত্তনে বাধা-প্রাপ্তি হেতু পাঁড়েজী অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে আমায় ফটক খুলে দিয়ে একেবারে যেন আমাকে দেখে আকাশ থেকে পড়লেন—এইভাবে বলে উঠলেন—"আরে—ই—কেয়া? তুম্ খোকা বাবু—তুম্ এতেনি রাত্‌মে ঘর আয়া! আরে ছো—ছো! বড়বাবু—বহুমা ভারি গোঁসা হুয়া—"

আমি তার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বাইরে পড়বার ঘরে জুতো জোড়াটা খুলে রেখে, পা টিপে টিপে অন্ধকারে অন্দরমহলে প্রবেশ করলুম। বুকের ভেতর বেজায় ঢিব্ ঢিব্ কচ্ছে—মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যেন "আঠা কাটছে!" কোনো উপায়ে দেওয়াল ধরে ধরে—একতলা-দোতলা পার হয়ে—ঠেলে উঠলুম তেতলার দালানে। সিঁড়ির সামনেই বাবার শোবার ঘর। দরজা বন্ধ, আলো নিভানো দেখে মনে ভরসা হলো—বোধ হয় বাবা-মা ঘুমিয়েছেন। ভাবনা, নতুন বৌ যদি দরজায় খিল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে—তাহ'লেই সর্ব্বনাশ! বৈঠকখানায় গিয়ে শুতে হবে—নইলে উপায় কি? তেতলার শেষের দিকে আমার শোবার ঘর। দোর ভেজানো ছিল, ঘরে আলো জ্বলছে—! আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে খিল দিতে যাচ্ছি, এমন সময় বিছানার মশারি খুলে মা

এলেন বক্‌তে বক্‌তে—"কি কাণ্ড তোর খোকা? রাত্তির একটার সময় বাড়ী ঢুক্‌লি—বেরিয়েছিলি সেই বেলা পাঁচটায়—"

সাহসে বুক বেঁধে অম্লান বদনে বলে ফেল্লুম—"কি কর্ব্ব মা—দিদির বাড়ীতে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়লুম। রাজেন কোন মতেই ছাড়লে না—একজনের বাড়ীতে তাদের সখের থিয়েটার হচ্ছিল; বল্লে, একটুখানি দেখে যা—! আমি কত ব'ল্লুম—কিছুতেই—" ইত্যাদি—! দিব্যি বলে গেলুম, একটুও বাধলো না!

মা নির্ব্বাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আমার কথা শুনতে লাগলেন। মায়ের তীব্র চাহনি দেখে আমার মনে হতে লাগলো—তিনি নীরবে শুধু আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্ছেন না, আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজ কচ্ছেন!

বালিকা-বধূ "শুভা" দেখি দিব্যি জেগে আছে! বুঝলাম—এই অভাগাই তার অনিদ্রার কারণ। আমি হেসে বল্লুম—"এত রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে আছ যে?" সে-কথায় কোন উত্তর না দিয়ে শুভা বল্লে—"মা কত রাগ কচ্ছিলেন। বাবা চাদ্দিকে লোক পাঠিয়েছিলেন তোমার খোঁজ ক'র্ত্তে।"

"এত কাণ্ড হয়ে গেছে?"

"বাবা-মা দু'জনেই খান্‌নি! মা জোর করে বাবাকে দুধ আর মিষ্টি খাইয়েছেন। আমি মাকে কত সাধাসাধি কল্লুম—কিছুতেই একটা সন্দেশ পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারিনি।"

আমি কোন কথার উত্তর দিলুম না। চুপটি করে শুয়ে আত্মগ্লানিতে পুড়তে লাগলুম আর ইচ্ছা হ'তে লাগলো—রাস্কেল্ রমেশদার মুণ্ডুটা

এখুনি সামনে পেলে ছিঁড়ে ফেলি! শুভা আমাকে নীরব দেখে বল্‌তে লাগলো—"এত রাত্তির পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে কাটালে কি ব'লে?"

আমি একটু ধমক্ দিয়ে বল্লুম—"আচ্ছা—আচ্ছা। তোমাকে ডেঁপোমি কর্ত্তে হবে না। তুমি ঘুমোও—"

ঘরে খাবার ঢাকা ছিল। না খেয়েই শুয়ে পড়লুম।

দিন চারেক পরের কথা বল্‌ছি। বেলা প্রায় তিনটে, কলেজ থেকে বেরুচ্ছি—ঠিক ফটকের সাম্‌নে একটি ভদ্রলোক—বয়েস আন্দাজ তিরিশ-বত্রিশ হবে—দিব্যি বাবু-সাজে সজ্জিত, আমার কাছে এসে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"আপনার নাম আত্মারাম বাবু?"

"হ্যাঁ—কেন?"

"একটু এদিকে সরে আসুন—একটা Privato কথা আছে।"

সহপাঠীরা বলে উঠলো—"শ্বশুরবাড়ী থেকে নেমন্তন্ন এসেছে বুঝতে পাচ্ছিস্ না?" কতরকম হাসি-ঠাট্টা করেই যে-যার গন্তব্যস্থানে চলে গেল। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নীরবে সেই ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। কি জানি—কেন প্রাণের ভেতর একটা অজানা ভয় এসে ঢুকলো—বিশেষতঃ লোকটার চেহারা দেখে। আমি তার সঙ্গে অগ্রসর না হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কল্লুম—"আপনি কে? আপনাকে কখনো দেখেছি বলে তো মনে হ'চ্ছে না—"

"আমাকে চিন্‌তে পার্ব্বেন না—আপনাকে একজন খোঁজ কচ্ছে—তাই তার একটু উপকার কচ্ছি মাত্র। আসুন—"

"কোথায় যাব?"

"ঐ গাড়ীর কাছে"—বলে নিকটবর্ত্তী একটা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী দেখিয়ে দিলেন। গাড়ীর জানালা-দরজা বন্ধ। মনে হ'ল, যেন 'মেয়ে সোয়ারী' আছে। কিছুই বুঝতে পাল্লুম না। কলেজের ধারে 'মেয়ে সোয়ারী' কে এসে আমায় খোঁজে! ভদ্রলোক হেসে আমার হাতটি ধরে বল্লেন—"ভয় কি! ক'ল্‌কেতা সহরের এমন পাকা ছেলে আপনি—দিন-দুপুরে একটা ভাড়াটে গাড়ীর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন কেন?"

কথাগুলো বলেই তিনি আমাকে খুব সমাদরে টেনে নিয়ে চল্লেন। "টেনে নিয়ে" বলছি এই জন্তে যে আমি স্ব-ইচ্ছায় যেতেও চাইনি, তিনিও যখন আমাকে নিয়ে যেতে হাতটি ধরে আকর্ষণ কল্লেন, তাঁর কার্য্যে বাধাও দিইনি? গাড়ীর কাছে গিয়েই ভদ্রলোক দরজাটি খুলে ফেলেই তাড়াতাড়ি আমাকে ঠেলে গাড়ীতে তুলে দেবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। গাড়ীর ভিতরে চেয়ে দেখি—নীলা! দেখেই মাথা ঘুরে গেল! কোন কথা কইবার আগেই নীলা বলে উঠ্‌লো—"বড় রাস্তায় এই বিকেল বেলা দেশশুদ্ধ লোকের সামনে অমন হাঁ করে দাঁড়াতে হবেনা, উঠে আসুন—" বলেই হাত বাড়িয়ে আমার জামাটা ধরে টান্‌তেই নিরীহ মেষের মত আমি নির্ব্বাক হয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লুম—আর বসলুম একেবারে নীলার পাশে। অবস্থাটা ঠিক বোঝাবার মত ভাষা সত্যই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি যেন ঠিক মরে গেছি। আমার মুখে কথা নেই—দেহে শক্তি নেই—বোধ হয় বক্ষের স্পন্দন নেই, চক্ষে যেন দৃষ্টিও নেই।

"এত ভয় কিসের! আমি বাঘ না ভাল্লুক—" বলেই হাস্‌তে হাসতে নীলা আমাকে বাহুপাশে বেষ্টন করে—আমাকে—থাক্ আর

বলব না। ছি ছি! এ আমি কি কচ্ছি? কলেজ থেকে বই হাতে লেখাপড়া করে কোথায় বাড়ী ফিরব, মা বসে আছেন জলখাবার নিয়ে, বালিকা বধূ খড়খড়ীর পাখী খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে, কতক্ষণে বাড়ী ফিরবো,—সে সব চুলোয় গেল! ভদ্রসন্তান, কলেজের ছেলে,—আজ বাদে কাল বি এ একজামীন দোবো, পরের বছর এম-এ, বি-এল পড়ব, পাশ কর্ব্ব,—চলেছি কিনা একটা বেশ্যার সঙ্গে, অবাধে নীরবে চরিত্রহীন, মনুষ্য-সমাজের হেয় লম্পটের মত? কোথায় যাচ্ছি—কেন যাচ্ছি—তাও জানিনা।

জিজ্ঞাসা করলুম—"গাড়ী কোথায় যাচ্ছে?"

"মাহেশে রথ দেখতে"—বলেই নীলা সেই রকম গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে লাগলো। সেদিন এই স্ত্রীলোকটার কথাটি হাবভাবটি যেমন ভাল লেগেছিল, যেমন উপভোগ্য হয়েছিল, আজ ঠিক সেই ওজনে বিষবৎ বোধ হতে লাগলো। মনের রাগ মনে চেপে গম্ভীরভাবে বললুম—"বুঝেছি—তোমার বাড়ীতে যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে এরকম শত্রুতা কর্ব্বার মানে কি?"

"শত্রুতা কি রকম?"—কথাটা নীলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে। এবার আর মুখে হাসি নেই।

"তুমি বুঝতে পারছ না?"

"না,—সত্যই বুঝতে পারছি না। আলাপ পরিচয় হয়েছে, সেদিন আমার বাড়ীতে একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ কেলেঙ্কারী করে গেলে, তার পর কি হল,—বাড়ীতে কে কি বললে, এ সব খবর নেবার জন্যে নিজে গাড়ী করে কষ্ট করে দেড়ঘণ্টা ধরে কলেজের সামনে

দাঁড়িয়ে দেখা করে খাতির করে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি, একে যদি শত্রুতা বলে, তাহলে মিত্রতাটা কি রকম শুনি ?”

“দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও—আমার সর্ব্বনাশ কোরোনা—”

“সর্ব্বনাশ যা হবার তাতো আমারই হয়েছে,—তোমার কি ? তুমি তো দিব্যি মনের আনন্দে রয়েছ !”

“কি রকম ?”

“চল—বুঝিয়ে দিচ্ছি।”

গাড়ী এসে বিডন ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটার সামনে দাঁড়ালো। কোচম্যান নেবে দরজাটা খুলতেই— নীলা তাড়াতাড়ি নেবে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—“চট্ করে নেবে এসো—চারটে বেজে গেছে,—রাজ্যের স্কুলের ছেলেরা আসছে —এসো শিগগীর—”

গাড়ী থেকে নাবা ছাড়া উপায় কি ? নাবলুম বটে,—নেবেই বাড়ীর ভেতর না ঢুকে টেনে পশ্চিম দিকে দৌড় ! উঠি কি পড়ি, হাওয়ার মত ছুটছি।

“একি আত্মারাম ? ব্যাপার কি ? ছুটছিস কেন ?”

সামনে চেয়ে দেখি—বাবা !

কি একটা মুসলমানের পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন কাছারী বন্ধ ছিল। বাবা বিকেল বেলা বিডন গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় জ্ঞান-শূন্য হয়ে রাস্তার ধুলোর ওপোর বসে পড়লুম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।